উত্তরবঙ্গের আত্মার আত্মীয়

উত্তরবঙ্গ সংবাদ

শিলিগুড়ি ২৩ আশ্বিন ১৪৩১ বৃহস্পতিবার ৪.০০ টাকা 10 October 2024 Thursday 12 Pages Rs. 4.00 ইন্টারনেট সংস্করণ www.uttarbangasambad.in Vol No. 45 Issue No. 144

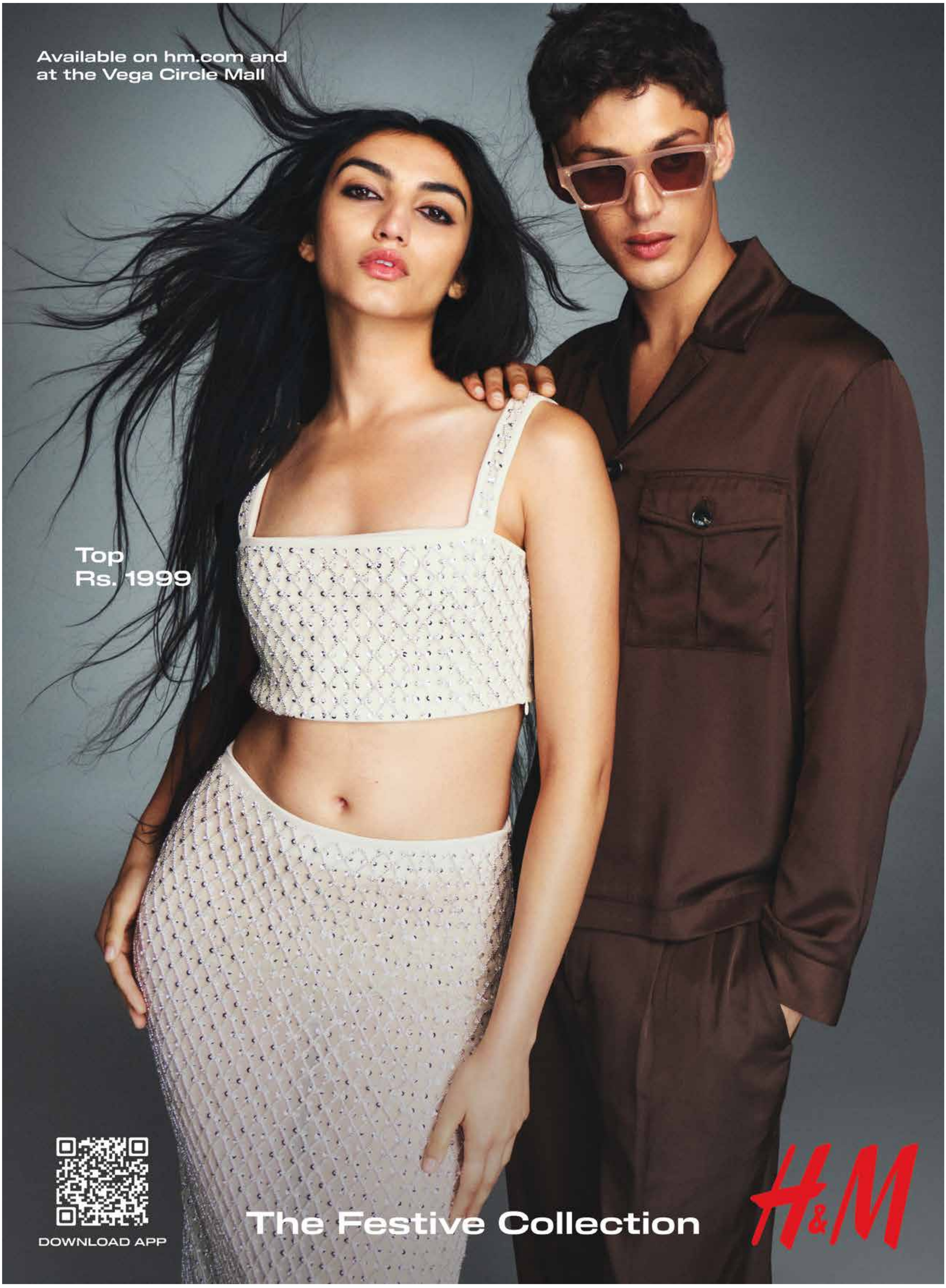

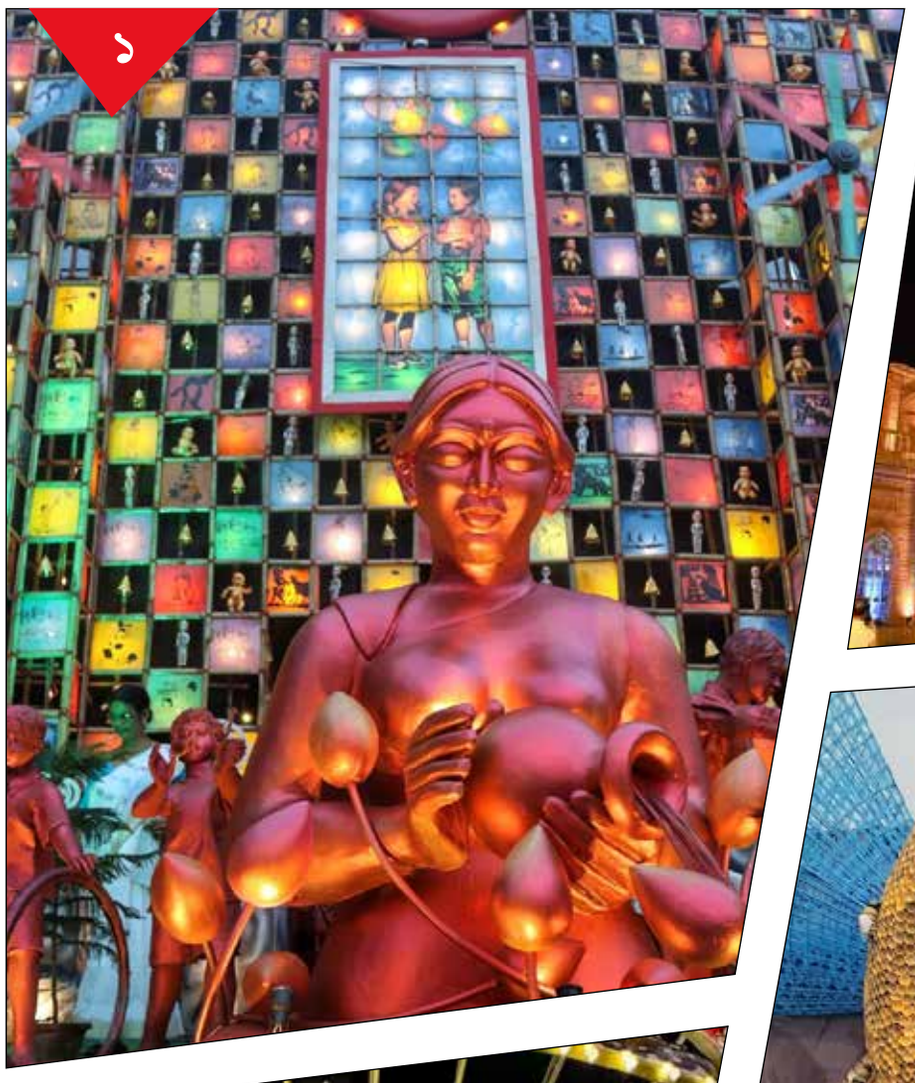

১

২

৩

৫

৪

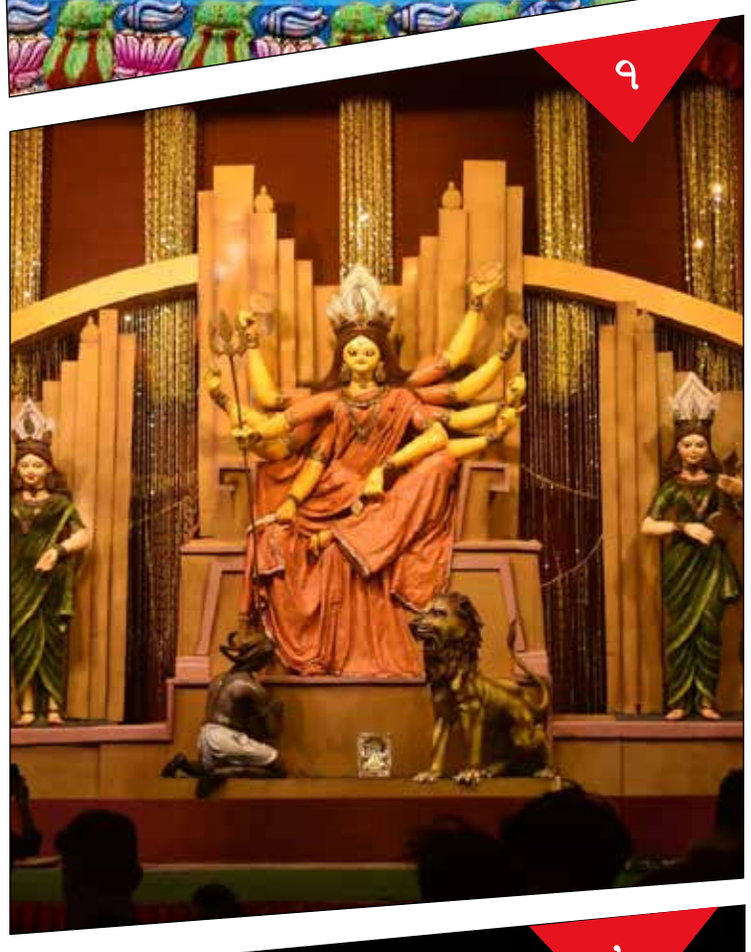

৭

৬

৮

৯

১০

১২

১১

১) কোচবিহার শহরের বীণাপাণি ক্লাব ও পাঠাগারের মণ্ডপ। ২) কোচবিহার শহরের শান্তিকুটির ক্লাবের ভ্যাটিক্যান সিটির আদলে মণ্ডপ। ৩) মাথাভাঙ্গা দক্ষিণপাড়া সর্বজনীন দুর্গোৎসব কমিটির প্রতিমা। ৪) ফালাকাটার মাদারি রোড পুজো কমিটির মণ্ডপে আলোর রোশনাই। ৫) কোচবিহারের মহিষবাথান বিদ্যাসাগর ক্লাব ও পাঠাগারের মণ্ডপ। ৬) আলিপুরদুয়ারারের রামরূপ সিং রোডের মণ্ডপ। ৭) ময়নাগুড়ি ইয়ুথ ক্লাবের প্রতিমা। ৮) জলপাইগুড়ির দিশারী ক্লাবের মণ্ডপ। ৯) শিলিগুড়ির সুভাষপল্লি যুবক সংঘের প্রতিমা। ১০) শিলিগুড়ি ওয়াইএমএ ক্লাবের মণ্ডপ। ১১) বাতাসির পিএসএ ক্লাবের মণ্ডপ। ১২) ফুলবাড়ি বটতলা কমিটির প্রতিমা।

ছবিগুলি তুলেছেন ঃ অপর্ণা গুহ রায়, ভাস্কর সেহানবিশ, জয়দেব দাস, বিশ্বজিৎ সাহা, আয়ুষ্মান চক্রবর্তী, ভাস্কর শর্মা, অর্ঘ্য বিশ্বাস, শুভঙ্কর চক্রবর্তী, তপন দাস, সূত্রধর, শান্তনু ভট্টাচার্য ও কার্তিক দাস

উত্তরবঙ্গের আত্মার আত্মীয়

উত্তরবঙ্গ সংবাদ

শিলিগুড়ি ২৩ আশ্বিন ১৪৩১ বৃহস্পতিবার ৪.০০ টাকা 10 October 2024 Thursday 12 Pages Rs. 4.00 ইন্টারনেট সংস্করণ www.uttarbangasambad.in Vol No. 45 Issue No. 144

অর্ধশতরান স্মৃতির, রেকর্ড শেফালির

নয়ের পাতায়

বাঘ শিকারে সিরিজ জয় টিম ইন্ডিয়ার

নয়ের পাতায়

ছুটিতেও ছুটি নয়

দুর্গাপুজো উপলক্ষ্যে ১০, ১১, ১২ এবং ১৩ অক্টোবর উত্তরবঙ্গ সংবাদের পোর্টাল বাদে সব বিভাগে ছুটি থাকবে। আগামী ১১, ১২, ১৩ এবং ১৪ অক্টোবর পত্রিকার কোনও মুদ্রিত সংস্করণ প্রকাশিত হবে না। তবে প্রিয় পাঠক বঞ্চিত হবেন না উত্তরবঙ্গ সহ দেশদুনিয়ার খবর থেকে। ছুটির দিনেও লাইভ পুজো পরিক্রমা, নিউজ বুলেটিন এবং টাটকা খবর পেতে নজর রাখুন উত্তরবঙ্গ সংবাদের নিউজ পোর্টাল এবং ফেসবুক পেজে।

www.uttarbangasambad.com,
www.facebook.com/uttarbangasambadofficial

শুভেচ্ছা

উত্তরবঙ্গ সংবাদের পাঠক, বিজ্ঞাপনদাতা, এজেন্ট, সংবাদপত্র বিক্রেতা, শুভানুধ্যায়ীদের জানাই শারদীয়ার প্রীতি ও শুভেচ্ছা।

- প্রকাশক

কংগ্রেসকে তোপ

হরিয়ানায় ভরাডুবি হতেই শরিকি তোপে পড়ল কংগ্রেস। ইন্ডিয়া জোটের শরিক দলগুলি হারের জন্য হাতের ঔদ্ধত্য এবং অতিরিক্ত আত্মবিশ্বাসকেই কাঠগড়ায় তুলেছে।

বিস্তারিত তিনের পাতায়

কলকাতায় নাড্ডা

বৃহস্পতিবার একদিনের সফরে রাজ্যে আসছেন বিজেপির সর্বভারতীয় সভাপতি জেপি নাড্ডা। এবার মূলত ২টি দুর্গাপুজোর অনুষ্ঠানে যোগ দিতেই নাড্ডার রাজ্য সফর।

বিস্তারিত তিনের পাতায়

উৎসবে বাঙালি

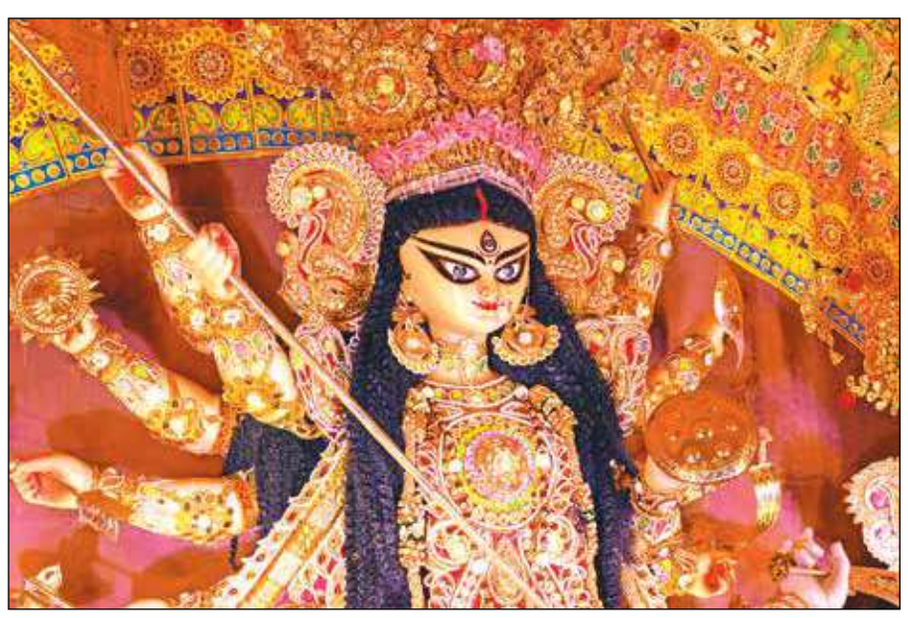

আইলো উমা বাড়িতে। শিল্পাঞ্চল দুর্গাপুজো কমিটির প্রতিমা (উপরে)। দাদাভাইয়ের অভিনব পুজোমণ্ডপ দেখতে উপচে পড়া ভিড়। ষষ্ঠীর সন্ধ্যায়। শিলিগুড়িতে সূত্রধর ও শান্তনু ভট্টাচার্যের তোলা ছবি।

পঞ্চমীর আক্ষেপ মিটল ষষ্ঠীতে

সানি সরকার ও খোকন সাহা

শিলিগুড়ি ও বাগডোগরা, ৯ অক্টোবর : তখন সবে সন্ধে। উত্তর ভারতনগরের তরুণতীর্থ ক্লাবের পুজোমণ্ডপের সামনে দীর্ঘ লাইন। হুড়োহুড়ি না করার আহ্বান জানানো হচ্ছে মাইকে। লাইনে দাঁড়ানো একজনকে বলতে শোনা গেল, 'ষষ্ঠীতে এত ভিড় হয় নাকি!' হঠাৎ নজরে এল তাঁর হাতে ছাতা, আরও অনেকের মতোই। বৃষ্টি আশঙ্কায় যে হাতে ছাতা, তা বুঝতে অসুবিধা হয়নি।

দুপুর থেকে একটু একটু করে মণ্ডপে মণ্ডপে ভিড় জমলেও ছন্দটা কাটল রাত ১১টা নাগাদ। পূর্বাভাস মিলিয়ে ঝিরঝিরে বৃষ্টি শুরু হতেই মাথা গোঁজার ঠাঁই খুঁজতে শুরু করলেন দর্শনার্থীরা। সুভাষপল্লিতে বন্ধ দোকানের ছাউনির নীচে দাঁড়িয়েছিলেন শীতলাপাড়ার বাসিন্দা অশোক দে। তাঁর চোখেমুখে আক্ষেপ স্পষ্ট। বললেন, 'ভেবেছিলাম, বৃষ্টির আগে কয়েকটা বড় বড় পুজো দেখে বাড়ি ফিরে যাব। তা আর হল কোথায়!'

ব্যতিক্রম অবশ্য বিমানবন্দরের 'শহর' বাগডোগরা। বৃষ্টির জন্য পণ্ড হয়েছিল পঞ্চমী। সেই আশঙ্কায় ষষ্ঠীর দিনও মণ্ডপে তেমন ভিড় জমালেন না উৎসবপ্রিয় বাঙালি। তবে সময়ের সঙ্গে আগামী দিনগুলিতে ভিড় বাড়বে বলে আশাবাদী পুজো উদ্যোক্তারা।

বৃষ্টি ধুয়ে দিয়েছিল পঞ্চমী। দেবীদর্শনে বেরিয়ে কার্যত কাকভেজা হয়ে বাড়ি ফিরতে হয়েছিল প্রায় প্রত্যেককে। সেই ঝুঁকি নিতে চাননি অনেকেই। তাই অধিকাংশ শহরবাসী এদিন বিকেল হতেই বাড়ির বাইরে পা রাখেন। এমনই একজন পল্লবী সেনগুপ্তর সঙ্গে দেখা দাদাভাইয়ের মাঠে। দিনদুপুরে বন্ধুদের সঙ্গে দেবী এবং মণ্ডপ দর্শনে বেরিয়েছেন। তাঁর কথায়, 'মঙ্গলবার বাড়ি থেকে যখন বের হব, তখনই তো বৃষ্টি নামল। দিনটা মাটি হল ঘরে বসেই। ষষ্ঠীটা পঞ্চমীর মতো নষ্ট করতে চাই না বলেই মধ্যাহ্নভোজ সেরে বেরিয়ে পড়েছি।'

দুপুর গড়িয়ে ঘড়ির কাঁটা বিকেলের দিকে গড়াতেই শহর শিলিগুড়ির মণ্ডপগুলিতে ভিড় বাড়তে থাকে। সাধারণত সন্ধ্যার পরই নিজেদের কাজ শুরু করে দেন পুজো কমিটির স্বেচ্ছাসেবকরা। কিন্তু এদিন বিকেল হতেই একাধিক পুজোমণ্ডপে ভিড় সামলাতে দেখা গিয়েছে তাঁদের। যেমন সন্ধে হওয়ার আগেই বিভিন্ন জায়গায় যান নিয়ন্ত্রণ থেকে নিরাপত্তা ব্যবস্থায় নজর রাখা শুরু করে দিতে হয়েছে পুলিশকে।

এরপর চারের পাতায়

ন্যায়বিচার চেয়ে পুজোতেও আন্দোলন

উত্তরবঙ্গ মেডিকেলে অনশনকারীদের সঙ্গে কথা বলছেন সিনিয়ার চিকিৎসকরা। বুধবার।

নিষ্ফল বৈঠক, অনশনেই ডাক্তাররা

কলকাতা, ৯ অক্টোবর : পুজোতেও অনশনে থাকবেন জুনিয়ার ডাক্তাররা। অনশনের চতুর্থ দিনে রাজ্য প্রশাসন আলোচনায় ডাকল বটে। কিন্তু সিদ্ধান্ত কিছু হল না। তিন ঘণ্টার বৈঠকের পর আন্দোলনকারীরা হতাশা প্রকাশ করেছেন। তাঁদের বক্তব্য, একটা সদুত্তরও রাজ্য সরকারের কাছ থেকে মেলেনি। বরং রাজ্যের সদিচ্ছার অভাব স্পষ্ট হয়ে গিয়েছে।

স্বাস্থ্য ভবনে ওই বৈঠকে রাজ্য প্রশাসনের পক্ষ থেকে অনশন তুলে নেওয়ার আর্জি জানানো হয়। কিন্তু জুনিয়ার ডাক্তাররা ওই অনুরোধ অনশন মঞ্চে এসে করতে বলেন। সে কথায় প্রশাসনের জবাব মেলেনি। ডাক্তাররা জানিয়ে দিয়েছেন, দশ দফা দাবির একটিও যখন মেনে নেওয়া হয়নি, তখন অনশন চলবে।

আন্দোলনকারীদের একাংশের অনশন চারদিন পার হওয়ার পর আলোচনা হল ষষ্ঠীর রাতে। বৈঠকের ডাক আসে রাজ্যের তরফে। বাংলার মানুষ যখন মণ্ডপমুখী, জুনিয়ার ডাক্তার ও প্রশাসনের কর্তারা তখন স্বাস্থ্য ভবনে বৈঠকে।

বৈঠক ডেকেছিলেন রাজ্যের মুখ্যসচিব মনোজ পন্থ। রাজ্যের বিভিন্ন মেডিকেল কলেজে জুনিয়ার ডাক্তারদের অনশনে চাপ বাড়ছিল সরকারের ওপর। সেই চাপ বহুগুণ বেড়েছে একের পর এক মেডিকেল কলেজের সিনিয়ার ডাক্তারদের গণ ইস্তফায়। বুধবার পর্যন্ত আরজি করের ১০৬, কলকাতা মেডিকেলের ৭৫ ও ন্যাশনাল মেডিকেল কলেজের ৩৫ জন সিনিয়ার ডাক্তার ইস্তফা দিয়েছেন। উত্তরবঙ্গ ও জলপাইগুড়ি মেডিকেল কলেজের পাশাপাশি মেদিনীপুর মেডিকেলের সিনিয়ার চিকিৎসকরা গণ ইস্তফায় শামিল হয়েছেন। আন্দোলনকারীদের নেতা দেবাশিস হালদার বলেন, 'শুনছি, সিনিয়ার ডাক্তারদের ওপর প্রশাসনিক চাপ সৃষ্টি করা হচ্ছে। যদি সত্যি তেমন কিছু হয়, তবে আমাদের আন্দোলন তীব্রতর হবে।'

সমস্যা সমাধানের আর্জি জানিয়ে কয়েকজন বিশিষ্ট নাগরিকের স্বাক্ষরিত চিঠি পৌঁছেছে নবান্নে। শেষপর্যন্ত বৈঠক ডাকতে হল মুখ্যসচিবকে। ডাক পেয়ে তাতে সাড়া দেওয়ার সিদ্ধান্ত নেন আন্দোলনকারীরা।

মহাষষ্ঠীতে দিনভর চিকিৎসকদের সঙ্গে সরকারের সংঘাতের আবহই চোখে পড়েছে। নির্যাতিতার প্রতীকী ছবি নিয়ে জুনিয়ার ডাক্তারদের 'অভয়া পরিক্রমা'র

এরপর চারের পাতায়

দিনভর কর্মসূচি

- আরজি করে রক্তদান, মণ্ডপে মণ্ডপে 'অভয়া পরিক্রমা'
- বাধা দেওয়ায় পুলিশের সঙ্গে ধস্তাধস্তি
- পুজো প্যান্ডেলে স্লোগান দেওয়ায় ৯ জন আটক
- প্রতিবাদে লালবাজারের পথে মিছিল
- সিনিয়ার ডাক্তারদের গণ ইস্তফা বিভিন্ন মেডিকেলে

উত্তরের দুই মেডিকেলে গণ ইস্তফা

শিলিগুড়ি ও জলপাইগুড়ি, ৯ অক্টোবর : কলকাতার 'বিপ্লবের ঢেউ' এবার এসে পৌঁছাল উত্তরেও। জুনিয়ার চিকিৎসকদের পাশে দাঁড়াতে উত্তরবঙ্গ এবং জলপাইগুড়ি মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতালে গণ ইস্তফা দিলেন সিনিয়ার চিকিৎসকরা। উত্তরবঙ্গ মেডিকেলের ভারপ্রাপ্ত অধ্যক্ষ বিদ্যুৎ গোস্বামী থেকে শুরু করে অন্তত ৫০ জন চিকিৎসক এদিন গণ ইস্তফায় সই করেছেন। জলপাইগুড়িতে ইস্তফা দিয়েছেন ২৫ জন। তবে দুই জায়গাতেই সংখ্যাটা আরও বাড়তে পারে বলে সূত্রের খবর।

চাকরি থেকে আনুষ্ঠানিকভাবে ইস্তফা দিলেও পরিষেবা স্বাভাবিক রেখেছেন সকলেই। রোগী দেখা এবং পড়ানোর মাঝে এসে অনশনকারীদের মঞ্চে বসেছেন চিকিৎসক ও অধ্যাপক চিকিৎসকরা। তাঁদের স্বাস্থ্যের খোঁজ রাখছেন নিয়মিত। সেইসঙ্গে রাজ্য সরকারের ভূমিকায় বিষোদ্গার শুরু করেছেন সকলেই। উত্তরবঙ্গ মেডিকেলের অস্থি বিভাগের প্রধান ডাঃ পার্থসারথি সরকারের বক্তব্য, 'ছোট ছোট ছেলেমেয়ের জন্যে আমরা বড়রা এই পথে হাঁটতে বাধ্য হলাম। প্রায় তিনদিন পার হলেও সরকার কোনও পদক্ষেপ করল না।' জয়েন্ট প্ল্যাটফর্ম অফ ডক্টরস-এর তরফে চিকিৎসক উৎপল বন্দ্যোপাধ্যায় বলছেন, 'কয়েকদিন ধরে আমাদের বাচ্চারা অনশন করে যাচ্ছে। তাদের শারীরিক অবস্থার ধীরে ধীরে অবনতি হতে শুরু করেছে। সরকারের পদক্ষেপ করার এটাই সময়। কিন্তু তেমনটা না হওয়ায় আমাদের এই পদক্ষেপ।'

আরজি করের ঘটনার পর কলকাতায় জুনিয়ার চিকিৎসকরা একাধিক দাবি জানিয়ে সম্প্রতি অনশনে বসেছেন। তাঁদের দাবিকে সমর্থন জানিয়ে মঙ্গলবার থেকে রাজ্যের

এরপর চারের পাতায়

উত্তরবঙ্গের আত্মার আত্মীয়

উত্তরবঙ্গ সংবাদ

শারদ সম্মান বিজয়ীদের নাম ঘোষণা করা হবে ১১ অক্টোবর

লক্ষ্য রাখুন উত্তরবঙ্গ সংবাদের ফেসবুক পেজে

উত্তরবঙ্গ সংবাদ শারদ সম্মান ১৪৩১

www.facebook.com/uttarbangasambadofficial

তাঁহাদের কথা

প্রতিবাদের অপরিচিত ধারার ভারে বিপন্ন শাসক

কল্লোল মজুমদার

৯ অগাস্টের একটা মৃত্যু। কারও কাছে তিলোত্তমা, কেউ বলেন অভয়া। ঘটনা যাই হয়ে থাকুক না কেন, এই মৃত্যুটা অনেক প্রশ্ন তুলে দিয়েছে। এই একটি মৃত্যু চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দিয়েছে প্রশাসনের গলদ। দেখিয়ে দিয়েছে, রাজনৈতিক দলগুলি সবসময় শেষ কথা বলে না। দেখিয়ে দিয়েছে, গণ আন্দোলন প্লান করে দিতে পারে হেরিটেজ খ্যাত উৎসবের আনন্দকেও।

তিলোত্তমার বিচারের দাবিতে আন্দোলনটি কিছু নতুন নতুন শব্দের জন্ম দিয়েছে। থ্রেট কালচার, থ্রেট সিন্ডিকেট, স্বাস্থ্য সিন্ডিকেট, উত্তরবঙ্গ লবি ইত্যাদি ইত্যাদি। দুর্নীতি, ধর্ষণ কিংবা হত্যার মতো বিষয়গুলোর সঙ্গে মানুষের পরিচিতি থাকলেও লড়াইয়ের পরিসরে নতুন করে এইসব শব্দ ভিন্নমাত্রার পরিচিতি পেয়েছে।

আরজি কর মেডিকেলে তরুণী চিকিৎসকের নৃশংস হত্যার প্রতিবাদজনিত আন্দোলন অনেক দিক থেকে আলাদা। এই আন্দোলন এবং তাতে উঠে আসা বিভিন্ন স্লোগান গতানুগতিক রাজনৈতিক কর্মসূচির থেকে অনেক অভিনব এবং সৃজনশীল। ফলে তা সহজে ছড়িয়ে পড়ছে, মানুষকে আকর্ষণ করছে। পূর্বপরিকল্পিত পথে নয়, প্রতিদিনের লড়াইয়ের মধ্যে থেকে স্বতঃস্ফূর্তভাবে লড়াইয়ের অভিমুখ নির্ধারিত হচ্ছে।

আন্দোলনটিতে বড় ভূমিকা নিয়েছে বিভিন্ন সামাজিক মাধ্যম। যার ফলে অতি দ্রুত আন্দোলনের বার্তা ছড়িয়ে পড়ছে। যাতে ছোট, বড় নানা পরিসরে নাম না জানা, বিভিন্ন পেশা ও সমাজের নানা অংশের নাগরিকরা নিজেদের মতো করে সুবিচারের দাবিতে পথে নেমেছেন। প্রতিটি আহ্বানকে কেন্দ্র করে জমাট বাঁধছে মানুষের ভিড়। যে আন্দোলনের কোনও নির্দিষ্ট নেতৃত্ব নেই। তবে সময় এই আন্দোলনকে এগিয়ে নিয়ে যাচ্ছে।

এই নাগরিক আন্দোলন এতদিন তেমনভাবে গোচরে না থাকা বিভিন্ন সমস্যার দিকে নজর ঘুরিয়েছে। জুনিয়ার ডাক্তাররা যখন গ্রামগঞ্জের প্রাথমিক স্বাস্থ্যকেন্দ্রগুলির পরিকাঠামো ঠিক করার দাবি তুলছেন, তখন উঠে আসছে সুপারস্পেশালিটি হাসপাতালের পেছনে বুনিয়াদি স্বাস্থ্য পরিকাঠামোর অন্ধকার দিক। এই তো সেদিন রতুয়া গ্রামীণ হাসপাতালে অপারেশন করতে গিয়ে সেলাই করার সুতো পাননি চিকিৎসক। রোগীর পরিজনকে বাইরে থেকে সুতো কিনে দিতে হল।

অনেক গ্রামীণ হাসপাতালে জেনারেটর নেই। মোমবাতির আলোয় করতে হয় অপারেশন। গ্রামীণ হাসপাতালগুলি ছেড়ে দিলাম, রাজ্যের বড় বড় মেডিকেল কলেজে নেই যথাযথ সুরক্ষা ব্যবস্থা। আরজি করের ঘটনার পর হাসপাতালগুলিতে চিকিৎসক সংকটের বিষয়টিকেও চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দিয়েছে।

এই আন্দোলন থেকে জানতে পারা যাচ্ছে, যে পড়াশোনা এতদিন মেধাবী ডাক্তার তৈরি করত, সেখানে ভিতরে ভিতরে দুর্নীতি আর অযোগ্যতা বাসা বেঁধেছে।

এরপর চারের পাতায়

প্রতিমার সামনে দাঁড়িয়ে স্লোগান

বোধনেও আরজি করের প্রতিবাদ

পারমিতা রায় ও শমিদীপ দত্ত

শিলিগুড়ি, ৯ অক্টোবর : পঞ্চমীর রাতে বর্ষণ। তারপর সকাল গড়িয়ে একটু বেলার দিকে আকাশ পরিষ্কার হয়। রাতে যদি আবার বৃষ্টি নামে, এই আশঙ্কায় অনেকেই এদিন দিনেরবেলায় প্যান্ডেল হপিংয়ে বেরিয়ে পড়েছিলেন। মণ্ডপে তখন মোটামুটি ভিড়। প্রতিমার সামনে দাঁড়িয়ে ছবি তোলার হিড়িক। এরই মাঝে হঠাৎ কানে ভেসে এল কোরাস, 'বোধনেও একই স্বর, জয়নগর টু আরজি কর।'

বুধবার শিলিগুড়ির বেশ কয়েকটি পুজোমণ্ডপে প্রতিমার সামনে দাঁড়িয়ে ওই স্লোগান তুললেন সুগন্ধা বিশ্বাস, অনামিকা কর, মার্টিনা বসু, চৈতালি বর্মন, আকাশ বর্মন, দ্বীপ বিশ্বাস। উৎসবের মাঝেও কেউ যাতে 'তিলোত্তমা'-কে ভুলে না যায়, তার জন্যেই এই কর্মসূচি, জানালেন ওই ছয়জন।

পঞ্চমীতেও পুজো দেখতে বেরিয়ে একইভাবে স্লোগান তুলেছিলেন ওই ছয়জন। নবমী পর্যন্ত রোজ এমনভাবেই প্রতিবাদ জানানোর পরিকল্পনা রয়েছে তাঁদের। তবে এর সঙ্গে রাজনীতির কোনও যোগসূত্র নেই বলে আগেভাগেই স্পষ্ট করে দিয়েছেন তাঁরা। এদিন প্রতিবাদের জন্যে তাঁরা বেছে নিয়েছিলেন উত্তরায়ণ, নবাঙ্কুর সংঘ, চম্পাসারির পুজোমণ্ডপকে।

আরজি করের ঘটনার প্রতিবাদে কয়েকদিন আগে পর্যন্ত যখন গোটা রাজ্য উত্তাল ছিল, সেই সময় মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় মন্তব্য করেছিলেন, 'উৎসবে ফিরুন।' তাঁর সেই মন্তব্যকে কটাক্ষ করতে ছাড়েনি বিরোধী দল থেকে শুরু করে নেটাগরিকরা। অনেকেই সেসময় মনে করেন, পুজো এলে প্রতিবাদ স্তিমিত হয়ে যাবে। কিন্তু বাস্তবে দেখা গেল তার উলটো ছবি। উৎসবের আবহেও যাতে আরজি করের তরুণীর ন্যায়বিচারের বিষয়টি হারিয়ে না যায়, তার জন্যে যাঁরা নানাভাবে প্রয়াস চালিয়ে যাচ্ছেন, তাঁদেরই পথের শরিক হওয়ার চেষ্টা করেছেন ওই ছয় তরুণ-তরুণী।

এর আগেও তাঁরা একাধিকবার পথে নেমেছেন। কখনও মশাল হাতে, কখনও আবার মোমবাতি নিয়ে।

এরপর চারের পাতায়

ষষ্ঠীর সন্ধ্যাতেও আরজি কর ইস্যুতে প্রতিবাদ। বাঘা যতীন পার্কে।

প্রয়াত রতন টাটা

মুম্বই, ৯ অক্টোবর : নক্ষত্রপতন। ৮৬ বছর বয়সে চলে গেলেন শিল্পপতি রতন টাটা। বুধবার রাতে মুম্বইয়ের একটি হাসপাতালে শেষনিঃশ্বাস ত্যাগ করেন তিনি। হাসপাতাল সূত্রে খবর, তাঁর রক্তচাপ একেবারে নীচে নেমে এসেছিল।

সাদামাঠা জীবনযাপনের জন্য বরাবরই সকলের শ্রদ্ধার পাত্র ছিলেন রতন। এত বড় শিল্পপতি হলেও তাঁর মধ্যে কোনও অহং দেখা যায়নি কোনওদিন।

মৃত্যুর সময় তিনি রেখে গেলেন প্রায় ৩৮০০ কোটি টাকার সাম্রাজ্য।

উৎসব থেকে কাজের রসদ খোঁজেন ওঁরা

ভরসার বোনাস

অনিমেষ দত্ত

পুজোর গন্ধে ম-ম করছে গোটা বাংলা। সেই সুবাস ছড়িয়ে পড়েছে পাহাড়, তরাই ও ডুয়ার্সের চা বাগানগুলিতেও। তবে চা শ্রমিকদের মন খারাপ। এবার বোনাস কম মিলেছে।

দার্জিলিং যাওয়ার পথে সোনাদার কাছে রিংটং চা বাগান। সেখানে পাঁচ বছর ধরে কাজ করছেন রুবিনা রাই। কিছুদিন আগে তিনি ২০ শতাংশ বোনাসের দাবি জানাতে শিলিগুড়ি এসেছিলেন। বলেছিলেন, 'বাঙালিদের যেদিন দশমী, ওই সময়টায় আমাদের দশই।' কী হয় তখন? রুবিনার আবেগী উত্তর, 'চাল আর রং দিয়ে টিকা বানাই আমরা। ওটা আমাদের কাছে আশীর্বাদের মতো। পরিবারের ছোট-বড় সবার কপালে ওই টিকা পরানো হয়।'

নাগরাকাটার কাঁঠালধুরা চা বাগানের স্থায়ী শ্রমিক তেজকলী ওরাওঁ। স্বামী মারা গিয়েছেন। ১৮ বছর ধরে বাগানে কাজ করে একা হাতে সংসার সামলাচ্ছেন। পুজোয় গতবছর ১৯ শতাংশ বোনাস পেয়েছিলেন। এবছর ১৬ শতাংশ। তাই কিছুটা মন খারাপ। বোনাসের টাকা দিয়ে কী করবেন? তেজকলী বললেন, 'ছেলের অ্যাডমিশনের জন্যে ওই টাকা থেকে কিছুটা সরিয়ে রাখব। নতুন জামাকাপড় কিনব ছেলের জন্য।' আর নিজের জন্য? 'হ্যাঁ, কম দামি কিছু একটা কিনে নেব।'

মালবাজারের রাঙ্গামাটি বাগান ডুয়ার্সের বড় চা বাগিচাগুলির একটি। সেখানে দেখা গেল একদিকে মণ্ডপ তৈরির কাজ শেষ। অন্যদিকে, পাতা তোলার পর ওজনের জন্যে শ্রমিকদের জটলা। সকলেই মহিলা। তাঁদেরই একজন গৌরী পান্না বিঘা (অস্থায়ী) শ্রমিক। পুজোয় যা যা কিনবেন বলে ভেবে রেখেছিলেন, ১৬ শতাংশ বোনাসে তার সবটা কেনা সম্ভব হচ্ছে না এবার। 'আমাদের তো ছয়-সাত মাস কাজ। তাই বোনাস অনেক কম। মাত্র ২০০০ টাকায় উৎসব পালন করা যায় বলুন?' প্রশ্ন গৌরীর। তবে স্থায়ী শ্রমিকরা ঘরের ছোটদের জন্যে নতুন জামাকাপড় কিনবেন।

পাহাড়ের শ্রমিকরাও বোনাসের টাকা দিয়ে নতুন জামাকাপড় কেনেন। পাশাপাশি ঘরের সমস্ত কিছু যেন নতুন হয়, সেদিকটা খেয়াল রাখেন মূলত মহিলারাই। পাঙ্খাবাড়ির লংভিউ চা বাগানের শ্রমিক সংগীতা ছেত্রী বলছিলেন, 'পর্দা, টেবিল ক্লথ, বিছানার চাদর থেকে শুরু করে সমস্ত জিনিস

উৎসবে এভাবেই মেতে ওঠে পাহাড়। -ফাইল চিত্র

বোনাসের টাকা দিয়ে কিনি। দশইতে পরিবারের লোকেরা আসেন। ছোটদের টিকা পরিয়ে হাতে ২০০-৫০০ টাকা আশীর্বাদস্বরূপ দেওয়া হয়। সঙ্গে ভালো খাওয়াদাওয়া।' তারপর হাসতে হাসতে, 'একটু মাংস, পানীয়ও চলে।'

দশইতে গান-বাজনার পাশাপাশি ঘরদোর আলো দিয়ে সাজাতে ভালোবাসেন মার্গারেট হোপ চা বাগানের শ্রমিক প্রভা তামাং। তিনি বলেন, 'গতবছর যা বোনাস পেয়েছিলাম তা দিয়ে দশই কাটিয়েছি।' কিন্তু এবছর? 'বাজেটে কিছু কাটছাঁট করতে হবে।'

কাটছাঁট হবে ডুয়ার্সেও। চালসায় মেটেলি বাগানের শ্রমিক মায়া মারান্ডি খ্রিস্টান ধর্মাবলম্বী। তাই পুজোয় দিনগুলো ঠাকুর দেখতে যাওয়ার খুব একটা চল নেই তাঁর পরিবারে। বোনাসের বেশিরভাগটাই সঞ্চয় করেন ডিসেম্বরের জন্যে। মেটেলি বাজার থেকে সেসময় জামাকাপড় কেনেন।

এরপর চারের পাতায়

বোমা ফেটে জখম শিশু

গোয়ালপোখর, ৯ অক্টোবর : গোয়ালপোখর থানার গোদাহাট এলাকায় নির্মীয়মাণ দোকানঘরে রাখা বোমা ফেটে ১০ বছরের এক শিশু গুরুতরভাবে জখম হয়েছে। ঘটনাস্থল থেকে আরও একটি তাজা বোমা উদ্ধার করেছে পুলিশ। বুধবার সকালে সেই বোমা নিষ্ক্রিয় করা হয়। ইসলামপুর পুলিশ জেলার সুপার জবি থমাস জানান, একজনকে আটক করে ঘটনার তদন্ত শুরু হয়েছে।

তদন্ত চলছে

- পায়রা ধরতে গিয়ে পাশের দোকানে বোমা ফেটে আহত শিশু
- শিশুর পরিবার জানিয়েছে, তার অবস্থা আশঙ্কাজনক
- ঘটনাস্থল থেকে আরও একটি তাজা বোমা উদ্ধার করেছে পুলিশ
- একজনকে আটক করে ঘটনার তদন্ত শুরু হয়েছে

স্থানীয় সূত্রের খবর, গোদাহাটের বাসিন্দা মহম্মদ ফিরদৌসের দোকানঘরে ওই বোমা বিস্ফোরণ ঘটে। বিভিন্ন অনুষ্ঠানে তিনি প্যান্ডেল তৈরির কাজ করতেন। সেই সুবাদে দোকানঘরে প্যান্ডেলের সামগ্রী মজুত রেখেছিলেন। সেই দোকানঘরে একটি প্লাস্টিকের বস্তায় বোমা মজুত ছিল বলে অভিযোগ উঠেছে।

ঘটনায় জখম শিশুর নাম মহম্মদ মোজাফফর। জানা যাচ্ছে, এদিন সেখানে পায়রা ধরতে গিয়েছিল সে। তারপর হঠাৎ বোমা ফেটে যায়। তাকে বিহারের কিশনগঞ্জে একটি বেসরকারি হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে। শিশুর পরিবার জানিয়েছে, তার অবস্থা আশঙ্কাজনক।

পুলিশ পৌঁছে ঘটনাস্থল ঘিরে রাখে। পরে তল্লাশি চালিয়ে একটি তাজা বোমা উদ্ধার করে নিষ্ক্রিয় করা হয়। পুলিশ সূত্রের খবর, তদন্তের স্বার্থে দোকানঘরের মালিক ফিরদৌসকে আটক করে থানায় নিয়ে গিয়ে জিজ্ঞাসাবাদ করা হচ্ছে।

এদিকে ফিরদৌসের পরিবারের দাবি, পরিকল্পনামাফিক তাঁদের পরিবারকে ফাঁসানোর চেষ্টা চলছে। স্থানীয় বাসিন্দা মহম্মদ হোসেনের বক্তব্য, 'এ ধরনের ঘটনা এর আগে এলাকায় কখনও দেখিনি। আমরা আতঙ্কে রয়েছি। এর পিছনে যারাই থাকুক, সবাইকে গ্রেপ্তার করে উপযুক্ত শাস্তি দিতে হবে।'

ত্রিমাত্রিক।। *ইসলামপুর তরুণ সংঘের পুজোমণ্ডপ। ছবি : রাজু সাহা*

পুজোয় কিশনগঞ্জ থেকে শিলিগুড়িতে বাজিয়েরা

কারুর ঢোলকে মেতে ওঠে শহর

শমিদীপ দত্ত

শিলিগুড়ি, ৯ অক্টোবর : অল্প বয়সে পোলিওতে আক্রান্ত হন। সেকারণে খুঁড়িয়েছিলেন চলার ক্ষমতা। কখনও লটারির ব্যবসা, কখনও আবার ট্রাইসাইকেলে জিনিসপত্র নিয়ে বিক্রি করে কোনওমতে দিনগুজরান। এরপর এলাকার খুদেদের নিয়ে একটি দল গড়েন। পুজোর কয়েকটা দিন এই দল নিয়ে চলে আসেন শহর শিলিগুড়িতে। ভিড়ে ঠাসা শহরের বড়ছোট গাড়ির ফাঁকতালে নিজের ট্রাইসাইকেলটা কোনওমতে গলিয়ে চলাচল করেন। সঙ্গে থাকে বাজনা। দলের সঙ্গে হইহই করে ঢোলক বাজিয়ে পুজোর কয়েকটা দিন সামান্য আয় হয় কারু মুর্মুর।

কিশনগঞ্জ জেলার খোলাবস্তির বাসিন্দা কারুর সঙ্গে গত তিন বছর ধরে একটা অন্যরকম সম্পর্ক তৈরি হয়ে গিয়েছে শহর শিলিগুড়ির। পুজোয় দলবল নিয়ে শহরে এসে গানবাজনা করে হাতে যতটুকু পান, তা নিয়ে ফের খোলাবস্তিতে ফেরেন। বাড়িতে ফিরে পুনরায় আনন্দে মাতেন কারু।

বুধবার ষষ্ঠীর দিন হিলকার্ট রোড ধরে এগিয়ে যাচ্ছিলেন কারু। সঙ্গে দলের তরুণতুর্কি সূর্য বাসকি, গৌতম মুর্মু, রাজ হেমব্রমরা। বাজনার প্রতি ভালোবাসাটা কীভাবে গড়ে উঠল? কারু বললেন, 'ছোটবেলা থেকেই ঢোলকের প্রতি আমার বিশাল টান। আমার গ্রামে বাজনার চর্চা হয়। সেখানেই আমার ঢোলক শেখা। তা বাজিয়েই জীবনের নতুন স্বাদ পাই।'

তবে জীবন-সংগ্রাম বড়ই কঠিন। শারীরিক প্রতিবন্ধকতা মাঝেমধ্যে সেই লড়াইতে বাড়তি বোঝা হয়ে দাঁড়ায় তাঁর কাছে। কারুর কথায়, 'কোনওমতে সংসার চালাই। তার মধ্যে দিয়েই যতটা পারা যায়, আমাদের চলতে হয়।' তবে ঢোলকের প্রতি তাঁর যে নেশা, তা অন্যমাত্রায়। বলছিলেন, 'নেশার চোটেই বছর তিনেক হল গ্রামের ছেলেদের নিয়ে একটা টিম তৈরি করেছি। তাদের নিয়ে শিলিগুড়িতে চলে আসি। পুজোয় এখান থেকে যা আয় হবে, তা দিয়েই গ্রামে আনন্দ করব।'

শিলিগুড়ির রাস্তায় দলবলে কারু মুর্মু।

> ঢোলের নেশার চোটেই বছর তিনেক হল একটা টিম তৈরি করেছি। তাদের নিয়ে শিলিগুড়িতে চলে আসি। পুজোয় এখান থেকে যা আয় হবে, তা দিয়েই গ্রামে আনন্দ করব।
>
> **কারু মুর্মু**

প্রতিবছর চতুর্থীতে শহরে আসেন কারু এবং তাঁর দল। তারপর দশমীর আগে ফিরে যান। কারুর সঙ্গে তিন বছর ধরে শিলিগুড়িতে আসছে সূর্য, গৌতম। তারা একসুরে জানাল, শিলিগুড়িতে যা আয় হয়, গ্রামে ফিরে আনন্দ করার জন্য তা যথেষ্ট। কারু বললেন, 'শিলিগুড়ির মানুষও আমাদের সঙ্গে বাজনার তালে তালে একটুআধটু আনন্দ করে নেন।'

এদিন হিলকার্ট রোডে কারুর দলের বাজনা উপভোগ করছিলেন অনীক দাস। তিনি বললেন, 'আসলে দুর্গাপুজোয় শহরে বিভিন্ন সংস্কৃতির মেলবন্ধন ঘটে। এটাই তো পুজোর বিশেষত্ব।'

বৈকুণ্ঠপুর বনদুর্গার মন্দির।

বুনোদের জন্য ভয়ে ভয়ে বনদুর্গার পুজো

জলপাইগুড়ি, ৯ অক্টোবর : পৌষের মাঘীপূর্ণিমায় বনদুর্গার বাৎসরিক পুজো হয় ঠিকই, কিন্তু দুর্গাপুজোর ষষ্ঠীর সকালে হাতির ভয়ে ফাড়াবাড়ির গহিন জঙ্গলের ভেতর বনদুর্গার মন্দিরে সাহস করে ধূপ ও প্রদীপ জ্বালিয়ে আসা হল না ট্যাপড়ামণি বর্মনের। অন্যদিকে, ফাড়াবাড়ির বনকর্মীদের থেকে আগাম হাতির খবর নিয়ে বাইকে চেপে বনদুর্গার মন্দিরে গিয়ে ধূপ জ্বালিয়ে এলেন সুকমল সাহা ও বৃন্দাবন রায়।

শুধু বাৎসরিক পুজোর সময় নয়, প্রতি মাসে এমনকি দুর্গাপুজোর এই চারদিন বনদুর্গার মন্দিরে পুজো দেওয়ার জন্য বনকর্মীদের নজরদারির পাশাপাশি নিরাপত্তা রাখা প্রয়োজন বলে শ্রীশ্রী বনদুর্গা পুজো কমিটির সম্পাদক রাজু সাহা জানিয়েছেন। যদিও বৈকুণ্ঠপুর বন বিভাগের এডিএফও রাজীব লামা বলেন, 'বাৎসরিক পুজোয় বন দপ্তর ভক্তদের নিরাপত্তার বিষয়টি গুরুত্ব দিয়ে দেখে থাকে। কিন্তু দুর্গাপুজোর সময় আগে থেকে জানিয়ে রাখলে আমরা অবশ্যই সহযোগিতা করব। ওপরমহলে জানানো হয়েছে।'

গত কয়েকদিন ধরেই বৈকুণ্ঠপুর বনাঞ্চলে হাতির পাল ঘোরাফেরা করছে। সোমবার একটি হাতিকে মৃত অবস্থায় পাওয়া গিয়েছে। হাতির আতঙ্ক থাকলেও ঝুঁকি নিয়েই ষষ্ঠী থেকে ডাবগ্রাম রেঞ্জের ফাড়াবাড়ি ফরেস্ট বিটের জঙ্গলে দেবী চৌধুরানি ও ভবানী পাঠকের আখড়ায় বনদুর্গার মন্দিরে যাওয়ার পরিকল্পনা নিয়েছেন অনেকেই।

এ ব্যাপারে ডাবগ্রাম ফরেস্ট রেঞ্জের সদ্য বদলি হওয়া রেঞ্জ অফিসার শ্যামাপ্রসাদ চাকলাদারের কথায়, 'বনদুর্গার মন্দিরকে ট্যুরিজম সার্কিট করতে আমি নিজে হেরিটেজ কমিশনের কাছে লিখিত সুপারিশ করেছিলাম। তাছাড়া নিরাপত্তার ক্ষেত্রে পৌষের বাৎসরিক পুজোর বাইরেও অন্য সময় বনকর্মীদের জানালে আমরা মানুষের পাশে থাকি।'

তবে স্থানীয় বাসিন্দা মলিন রায় বললেন, 'ষষ্ঠীর দিন বনকর্মীরা খবর দেন হাতির পাল নেই। সেই ভরসায় মন্দিরে গিয়েছি। কিন্তু ভক্তদের সঙ্গে বনকর্মীদের থাকা উচিত বলে মনে হয়।' উত্তরবঙ্গের বৈকুণ্ঠপুর বনাঞ্চলে বনদুর্গার পুজো হবে না তা কী করে হয়! গহীন জঙ্গলের ভেতর দেবী চৌধুরানি ও ভবানী পাঠকের সুরক্ষিত গোপন আস্তানায় আজও দেবী চৌধুরানিকে বনদুর্গা রূপেই পুজো করা হয়। জনশ্রুতি আছে, বৈকুণ্ঠপুর বনাঞ্চলে বাঘ-হাতির উপদ্রব থেকে রক্ষা পেতেই দেবী দুর্গাকে বনদুর্গা রূপে পুজো করেন স্থানীয় মানুষ। এই দেবী দুর্গা হলেন ইংরেজ শাসকদের অত্যাচার থেকে রক্ষাকারী দেবী চৌধুরানি।

কাজের প্রলোভন দেখিয়ে 'বিক্রি'

শিলিগুড়ি, ৯ অক্টোবর : নিউ জলপাইগুড়ি থানার মমতাপাড়া এলাকায় এক মহিলাকে কাজের প্রলোভন দেখিয়ে বিক্রি করে দেওয়ার অভিযোগ উঠল। গত মঙ্গলবার শিলিগুড়ি পুলিশ কমিশনারেটে লিখিত অভিযোগ দায়ের করেন ওই মহিলা।

লিখিত অভিযোগে তিনি উল্লেখ করেন, বেশ কয়েকবছর আগে কাজের প্রলোভন দেখিয়ে তাঁকে কয়েকজন প্রথমে একটি অজ্ঞাত জায়গায় নিয়ে যায়। তারপর বিক্রি করে দেয়। মহিলা জানান, তাঁকে সেখানে মারধর করা হয়। এর ফলে তিনি অসুস্থ হয়ে পড়েন। তারপর সেখানকার লোকেরা তাঁকে একটি হাসপাতালে ভর্তি করে দেন।

ওই মহিলা আরও জানিয়েছেন, হাসপাতালে বেশকিছুদিন থাকার পর ওই মহিলাকে একটি হোমে পাঠানো হয়। কয়েকবছর সেই হোমে বসবাস করেন তিনি। এরপর গত অগাস্ট মাসে হোম কর্তৃপক্ষ মহিলাকে তাঁর বাড়িতে পৌঁছে দেয়। তারপরেই তিনি লিখিত অভিযোগ জানান।

যদিও গোটা ঘটনাটি কোন এলাকায় ঘটেছে, তার বিবরণ দিতে পারেননি ওই মহিলা। পুলিশ কমিশনারেটের তরফে গোটা বিষয়টি খতিয়ে দেখে তদন্তের আশ্বাস দেওয়া হয়েছে। দোষীদের কড়া শাস্তির দাবি জানিয়েছেন ওই মহিলা।

ওয়ান ওয়ের ভাবনা

শিলিগুড়ি, ৯ অক্টোবর : দার্জিলিং জেলা হাসপাতালের সামনের যানজট সমস্যা মেটাতে ওয়ান ওয়ে চালু করার পথে হাঁটছে গোর্খাল্যান্ড টেরিটোরিয়াল অ্যাডমিনিস্ট্রেশন (জিটিএ)।

যানজটের জেরে মাঝেমধ্যে হাসপাতালে প্রবেশের মুখে অ্যাম্বুল্যান্স আটকে যায়। এই সমস্যার সমাধানের পথ খুঁজছিলেন জিটিএ কর্তারা। বুধবার দার্জিলিং হাসপাতাল পরিদর্শনে যান জিটিএ'র ডেপুটি চেয়ারম্যান রাজেশ চৌহান। তাঁর সঙ্গে স্বাস্থ্য দপ্তরের কর্তারা উপস্থিত ছিলেন। হাসপাতালের বিভিন্ন ওয়ার্ড ঘুরে দেখার পাশাপাশি সাফসাফাই নিয়ে একরাশ ক্ষোভ উগরে দেন ডেপুটি চেয়ারম্যান। রোগীর পরিজনদের কাছে তাঁদের সমস্যার কথাও জানতে চান। পরে রাজেশ বলেন, 'হাসপাতালের সামনের রাস্তায় যানজটে আটকে আগে কয়েকজন রোগীর মৃত্যুও হয়েছে। সেই কারণে ওয়ান ওয়ে চালু করার বিষয়ে আলোচনা চলছে।'

আজ টিভিতে

প্রেমের কাহিনী দুপুর ১টায় কালার্স বাংলা সিনেমায়

ধারাবাহিক

জি বাংলা : বিকেল ৪.৩০ রান্নাঘর, ৫.০০ দিদি নাম্বার ১, সন্ধ্যা ৬.০০ পুবের ময়না, ৬.৩০ আনন্দী, ৭.০০ জগদ্ধাত্রী, ৭.৩০ ফুলকি, রাত ৮.০০ নিমফুলের মধু, ৮.৩০ কোন গোপনে মন ভেসেছে, ৯.০০ ডায়মন্ড দিদি জিন্দাবাদ, ৯.৩০ মিঠিঝোরা, ১০.১৫ মালা বদল
স্টার জলসা : বিকেল ৫.৩০ দুই শালিক, সন্ধ্যা ৬.০০ তেঁতুলপাতা, ৬.৩০ গীতা এলএলবি, ৭.০০ কথা, ৭.৩০ রাঙামতি তীরন্দাজ, রাত ৮.০০ উড়ান, ৮.৩০ রোশনাই, ৯.০০ শুভ বিবাহ, ৯.৩০ অনুরাগের ছোঁয়া, ১০.০০ হরগৌরী পাইস হোটেল, ১০.৩০ চিনি
কালার্স বাংলা : বিকেল ৫.০০ ইন্দ্রাণী, সন্ধ্যা ৬.০০ রাম কৃষ্ণা, ৭.০০ সোহাগ চাঁদ, ৭.৩০ ফেরারি মন
আকাশ আট : সকাল ৭.০০ গুড মর্নিং আকাশ, দুপুর ১.৩০ রাঁধুনি, সন্ধ্যা ৬.০০ আকাশ বার্তা, ৭.০০ মধুর হাওয়া, ৭.৩০ সাহিত্যের সেরা সময়-বউচুরি, রাত ৮.০০ পুলিশ ফাইলস
সান বাংলা : সন্ধ্যা ৭.০০ বসু পরিবার, ৭.৩০ আকাশ কুসুম, রাত ৮.০০ কোন সে আলোর স্বপ্ন নিয়ে, ৮.৩০ দেবীবরণ

সিনেমা

জি বাংলা সিনেমা : দুপুর ১২.০০ মা দুগ্গার বাহন কথা, দুপুর ১.০০ মর্জিনা আবদুল্লা, বিকেল ৩.৫৫ পরিণাম, সন্ধ্যা ৬.৫৫ পুত্রবধূ, রাত ৯.১০ গানে গানে পুজো, রাত ১১.৩০ সুবর্ণলতা
কালার্স বাংলা সিনেমা : সকাল ১০.০০ টোটাল দাদাগিরি, দুপুর ১.০০ প্রেমের কাহিনী, বিকেল ৪.০০ নায়ক – দ্য রিয়েল হিরো, সন্ধ্যা ৭.০০ মহাগুরু, রাত ১০.০০ প্রেম আমার
জলসা মুভিজ : সকাল ১০.৩০ মহাপীঠ তারাপীঠ, দুপুর ১.৩০ দেবী, বিকেল ৫.০০ মন মানে না, রাত ৮.০০ অনুসন্ধান, রাত ১১.০৫ টাইগার
কালার্স বাংলা : দুপুর ২.০০ সেজ বউ
আকাশ আট : বিকেল ৩.০৫ সুখের আশা
ডিডি বাংলা : দুপুর ২.৩০ প্রেম প্রীতি ভালোবাসা

অনুসন্ধান রাত ৮টায় জলসা মুভিজে

জিরো দুপুর ২.৫৪ মিনিটে অ্যান্ড এক্সপ্লোর এইচডিতে

কহো না প্যায়ার হ্যায় বিকেল ৪.১৮ মিনিটে অ্যান্ড পিকচার্স এইচডিতে

দেবদাস বিকেল ৩.০৮ মিনিটে জি ক্লাসিকে

আজকের দিনটি

শ্রীদেবাচার্য্য
৯৪৩৪৩১৭৩৯১

মেষ : আজ চেনা পরিচিত কোনো ব্যক্তির দ্বারা প্রতারিত হওয়ার সম্ভাবনা। কাউকে বিশ্বাস করতে যাবেন না। বৃষ : বিভিন্ন কারণে সাংসারিক অশান্তি হতে পারে। চাকুরিক্ষেত্রে উন্নতির সম্ভাবনা। স্ত্রীকে অহেতুক ভুল বুঝবেন। মিথুন : অন্যের ভুল ধরতে গিয়ে বিপত্তিতে পড়বেন। ভ্রমণের সিদ্ধান্ত সফল। নতুন জমি ক্রয়ে সুযোগ আসবে। কর্কট : বিদ্যুৎ থেকে সাবধান থাকুন। কোনো পুরোনো বন্ধুকে আজ খুঁজে পেয়ে আনন্দ। ঈশ্বরে বিশ্বাস গভীর হবে। সিংহ : মানসিক দৃঢ়তা আজ আপনাকে জয়ী করবে। চিকিৎসকদের বিদেশে যাওয়ার ইচ্ছাপূরণ হবে। কন্যা : বিনিয়োগ করতে হলে সতর্ক থাকবেন। নতুন ব্যবসার পরিকল্পনা সফল হবে। স্বাস্থ্যভাব শুভ। তুলা : বহুদিনের কোনো স্বপ্ন আজ সফল হবে। কাজে উদ্যম বৃদ্ধি পাবে। মায়ের রোগমুক্তি। বৃশ্চিক : সংসারে আনন্দানুষ্ঠান। সন্তানের মেধার বিকাশ লক্ষ করে খুশি। কর্মক্ষেত্রে জটিলতার সম্মুখীন। ধনু : ঋণ নিতে হতে পারে। দাম্পত্যে সমস্যা তৈরি হবে। পাওনা আদায় হবে। মকর : সামান্য আর্থিক সমস্যা আসতে পারে। চাকুরিতে উন্নতির সংবাদ পাবেন। বাকসংযমের অভাবে সমস্যা। কুম্ভ : পৈতৃক সম্পত্তি নিয়ে বিবাদের নিষ্পত্তি হতে পারে। পেটের ব্যথায় দুর্ভোগ। মীন : সামান্য মতবিরোধ এড়িয়ে চলাই ঠিক হবে। কর্মক্ষেত্রের কারণে দূরস্থানে যেতে হতে পারে। স্বাস্থ্যভাব মধ্যম।

দিনপঞ্জি

শ্রীমদনগুপ্তের ফুলপঞ্জিকা মতে আজ ২৩ আশ্বিন ১৪৩১, ভাঃ ১৮ আশ্বিন, ১০ অক্টোবর ২০২৪, ২৩ আহিন, সংবৎ ৭ আশ্বিন সুদি, ৬ রবিঃ সানি। সূঃ উঃ ৫।৩৫, অঃ ৫।১৪। বৃহস্পতিবার, সপ্তমী দিবা ৭।২৫। পূর্বাষাঢ়ানক্ষত্র রাত্রি ১।৫১। অতিগণ্ডযোগ রাত্রি ২।২। বণিজকরণ দিবা ৭।২৫ গতে বিষ্টিকরণ রাত্রি ৭।৬ গতে ববকরণ। জন্মে- ধনুরাশি ক্ষত্রিয়বর্ণ নরগণ অষ্টোত্তরী বৃহস্পতির ও বিংশোত্তরী শুক্রের দশা, রাত্রি ১।৫১ গতে বিংশোত্তরী রবির দশা। মৃতে-একপাদদোষ, দিবা ৭।২৫ গতে দোষ নাই, রাত্রি ১। ৫১ গতে দ্বিপাদদোষ। যোগিনী- বায়ুকোণে, দিবা ৭।২৫ গতে ঈশানে। কালবেলাদি ২।১৯ গতে ৫।১৪ মধ্যে। কালরাত্রি ১১।২৫ গতে ১২।৫৭ মধ্যে। যাত্রা- মধ্যম দক্ষিণে বায়ুকোণে ও নৈর্ঋতে নিষেধ, দিবা ৭।২৫ গতে যাত্রা নাই, রাত্রি ৫।৫৪ গতে পুণঃ যাত্রা মধ্যম মাত্র দক্ষিণে নিষেধ, রাত্রি ৩।১২ গতে ঈশানে বায়ুকোণেও নিষেধ। শুভকর্ম- দীক্ষা, দিবা ৭।২৫ মধ্যে পুংসবন সীমন্তোন্নয়ন জলাশয়ারম্ভ বিক্রয়বাণিজ্য ধান্যচ্ছেদন কুমারীনাসিকাবেধ। বিবিধ (শ্রাদ্ধ)- অষ্টমীর একোদ্দিষ্ট ও সপিণ্ডন। দিবা ৭।২৫ গতে প্রায়শ্চিত্ত নিষেধ। শ্রীশ্রী শারদীয়া দুর্গাদেবীর নবপত্রিকা প্রবেশ। দেবীর দোলায় আগমন। ফল- মড়ক। অমৃতযোগ- দিবা ৭।১৫ মধ্যে ও ১।১২ গতে ২। ৪১ মধ্যে এবং রাত্রি ৫। ৪৬ গতে ৯। ১২ মধ্যে ও ১১। ৪৬ গতে ৩। ১২ মধ্যে ও ৪। ৩ গতে ৫। ৩৫ মধ্যে।

পূর্ব রেলওয়ে

ই-নিলাম বিজ্ঞপ্তি

নং. সিওএম/পে অ্যান্ড ইউজ/এমএলডিটি/এমআইএসসি./২০২৪, তারিখ : ০৮.১০.২০২৪। সিনিয়র ডিভিসনাল কমার্শিয়াল ম্যানেজার, পূর্ব রেলওয়ে, মালদা ডিভিসন, মালদা অফিস বিল্ডিং, ডাকঘর - ঝলঝলিয়া, জেলা- মালদা, পিন - ৭৩২১০২ (পশ্চিমবঙ্গ) (নিলাম পরিচালনকারী আধিকারিক) কর্তৃক মালদা ডিভিসনে মালদা টাউন (এমএলডিটি), তিনপাহাড় (টিপিএইচ) এবং জামালপুর (জেএমপি) রেলওয়ে স্টেশনে সুলভ শৌচালয় পরিচালনার জন্য www.ireps.gov.in ওয়েবসাইট-এ ই-অকশন ক্যাটালগ-এ লট-এর প্রকাশ করা হয়েছে। (ক) অকশন ক্যাটালগ নং : পে ইউজ-২৪-১১; নিলাম শুরু : ১৬.১০.২০২৪ তারিখ সকাল ১১টা ৪৫ মিনিট; ক্র. নং. ১ লট নং : পিএনইউ-এমএলডিটি-টিপিএইচ-টিওআই-১৮-২২-২, স্টেশন : তিনপাহাড়; ক্র. নং. ২ লট নং : পিএনইউ-এমএলডিটি-এমএলডিটি- টিওআই-২৫-২২-২, স্টেশন : মালদা টাউন। (খ) অকশন ক্যাটালগ নং : পে ইউজ-জেএমপি-১০; নিলাম শুরু : ২৫.১০.২০২৪ তারিখ সকাল ১০টা; লট নং : পিএনইউ-এমএলডিটি-জেএমপি-টিওআই-১৩-২২-১; স্টেশন : জামালপুর। সম্ভাব্য দরপ্রস্তাবদাতাদের আরও বিশদের জন্য আইআরইপিএস পোর্টালে ই-অকশন ম্যাডিউল দেখতে অনুরোধ করা হচ্ছে।

MLD-111/2024-25

টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি ওয়েবসাইট www.er.indianrailways.gov.in / www.ireps.gov.in-এও পাওয়া যাবে।

আমাদের অনুসরণ করুন : @EasternRailway @easternrailwayheadquarter

বস্ত্র বিলি

বাগডোগরা, ৯ অক্টোবর : লোয়ার বাগডোগরা দুর্গোৎসব কমিটির তরফে বুধবার দুঃস্থদের মধ্যে বস্ত্র বিতরণ করা হয়। এদিন ২৫০ জনের হাতে বস্ত্র তুলে দেওয়া হয়। অন্যদিকে, বাগডোগরা ক্ষুদিরামপল্লির পুজোর উদ্বোধন করেন তৃণমূলের জেলা সভানেত্রী পাপিয়া ঘোষ।

সোনা ও রুপোর দর

পাকা সোনার বাট (৯৯৫০/২৪ ক্যারেট ১০ গ্রাম)	৭৫০৫০
পাকা খুচরো সোনা (৯৯৫০/২৪ ক্যারেট ১০ গ্রাম)	৭৫৪০০
হলমার্ক সোনার গয়না (৯১৬/২২ ক্যারেট ১০ গ্রাম)	৭১৭০০
রুপোর বাট (প্রতি কেজি)	৮৮৭০০
খুচরো রুপো (প্রতি কেজি)	৮৮৮০০

* দর টাকায়, জিএসটি এবং টিসিএস আলাদা

পঃবঃ বুলিয়ান মার্চেন্টস্ অ্যান্ড জুয়েলার্স অ্যাসোসিয়েশনের বাজার দর

বিক্রয়

কোচবিহার বিমানবন্দর সংলগ্ন বারুইপাড়ায় 44 কাঠা জমি একলপ্তে বিক্রি হবে। যোগাযোগ : 9564634200.

CINEMA
সিনেমা

তিনসুকিয়া ডিভিশনে বৈদ্যুতিক কাজ

টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি নং. : টিএসকে/ইলেক্ট্রি/১৬৫, তারিখ : ০৮-১০-২০২৪; নিম্নলিখিত কাজের জন্য নিম্নস্বাক্ষরকারী দ্বারা ই-টেন্ডার আহ্বান করা হয়েছে। ক্রম. নং : ০১; টেন্ডার নং : এলডি-টি-১৪-টিএসকে-৮৮০; আইটেমের সংক্ষিপ্ত বিবরণ : সিগন্যালিং সিস্টেমের নির্ভরযোগ্যতা এবং উন্নতির জন্য আরআরআই থেকে ইলেকট্রনিক ইন্টারলকিং পর্যন্ত ডিব্রুগড় স্টেশনের উন্নয়নের সাথে সম্পর্কিত বিদ্যুতের কাজ। টেন্ডার মূল্য : ১৮,৫৫,৯৪২/- টাকা; বায়না মূল্য : ৩৭,১০০/- টাকা; ক্রম. নং : ০২; টেন্ডার নং : এলডি-টি-১৪-টিএসকে-৮৮১; আইটেমের সংক্ষিপ্ত বিবরণ : তিনসুকিয়া ডিভিশন:- ডিব্রুগড় টাউন এবং নিউ তিনসুকিয়ার রেলওয়ে হাসপাতালের উন্নতির জন্য বৈদ্যুতিক কাজ। টেন্ডার মূল্য : ১০,২৩,৩৬৪/- টাকা; বায়না মূল্য : ২০,৫০০/- টাকা; টেন্ডার বন্ধের তারিখ ও সময় ১৫:০০ ঘণ্টায় এবং খোলা ৩০-১০-২০২৪ তারিখে ১৫:০০ ঘণ্টায়। উপরের ই-টেন্ডারের টেন্ডার নথি সহ সম্পূর্ণ তথ্য ৩০-১০-২০২৪ তারিখে ১৫:০০ ঘণ্টা পর্যন্ত www.ireps.gov.in ওয়েবসাইটে পাওয়া যাবে।

ডিআরএম (ইলেক্ট্রি), তিনসুকিয়া
উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে
প্রসন্ন চিত্তে মানুষের সেবায়

সংশোধনী নং. ৬

ই-টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি নং. ৭২/ডব্লিউ-২/এপিডিজে, তারিখ : ১০-০৭-২০২৪-এর অধীনে প্রকাশিত ই-টেন্ডার নং. ২৩-এপি-II-২০২৪-এর মধ্যে নিম্নলিখিত পরিবর্তনগুলি করা হয়েছে। অনুগ্রহ করে পড়ুন : টেন্ডার বন্ধ হবে:- ০৮-১০-২০২৪-এর ১৩.০০ ঘণ্টার পরিবর্তে ২৫-১০-২০২৪-এর ১৩.০০ ঘণ্টা, টেন্ডার খুলবে:- ০৮-১০-২০২৪-এর পরিবর্তে ২৫-১০-২০২৪। টেন্ডারের অন্যান্য নিয়ম ও শর্তাবলি একই থাকবে।

ডিআরএম (ওয়ার্কস), আলিপুরদুয়ার জং.
উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে
প্রসন্নচিত্তে গ্রাহকদের সেবায়

বিভিন্ন নির্মাতার ও ক্ষমতার সিএলএস প্যানেলের মেরামতি

ই-টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি নং. : ইএল/২৯/১৪_২০২৪/কে/৮০৮, তারিখ : ০৭-১০-২০২৪। নিম্নলিখিত কাজের জন্য নিম্নস্বাক্ষরকারীর দ্বারা ই-টেন্ডার আহ্বান করা হচ্ছে টেন্ডার নং. : ১৪_২০২৪, কাজের নাম : কাটিহার ডিভিশনের বিভিন্ন স্থানে বিভিন্ন নির্মাতার ও ক্ষমতার সিএলএস প্যানেলের মেরামতি। টেন্ডার মূল্য : ৮,৪০,৭৮৮.০০ টাকা, বায়নার অর্থ : ১৬,৯০০.০০ টাকা। ই-টেন্ডার বন্ধ হবে ৩০-১০-২০২৪ তারিখের ১৫.০০ ঘণ্টায় এবং খুলবে ৩০-১০-২০২৪ তারিখের ১৫.৩০ ঘণ্টায়। উপরের ই-টেন্ডারের টেন্ডার নথি সহ সম্পূর্ণ তথ্য ৩০-১০-২০২৪ তারিখের ১৫.০০ ঘণ্টা পর্যন্ত www.ireps.gov.in ওয়েবসাইটে পাওয়া যাবে।

সিনি. ডিইই/জি অ্যান্ড সিএইচজি./কাটিহার
উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে
প্রসন্নচিত্তে গ্রাহকদের সেবায়

আগরতলা-আনন্দ বিহার (টি)-আগরতলা তেজস রাজধানী এক্সপ্রেস সাহেবগঞ্জ স্টেশনে পরীক্ষামূলক ভিত্তিতে থামবে

যাত্রীদের সুবিধার জন্য, ২০৫০১/২০৫০২ আগরতলা-আনন্দ বিহার (টি)-আগরতলা তেজস রাজধানী এক্সপ্রেস মালদা ডিভিশনের সাহেবগঞ্জ স্টেশনে পরীক্ষামূলক ভিত্তিতে থামবে। সাহেবগঞ্জের সময়সূচী নিম্নরূপ :

ট্রেন নম্বর ও নাম	সাহেবগঞ্জের সময়সূচী		সাহেবগঞ্জে স্টপেজ যে দিন থেকে কার্যকর
	পৌঁছবে	ছাড়বে	
২০৫০১ আগরতলা-আনন্দ বিহার (টি) তেজস রাজধানী এক্সপ্রেস (যাত্রা শুরুর তারিখ ১৪.১০.২০২৪ থেকে কার্যকর)	১৭.০১ ঘঃ	১৭.০৩ ঘঃ	১৫.১০.২০২৪
২০৫০২ আনন্দ বিহার (টি)-আগরতলা তেজস রাজধানী এক্সপ্রেস (যাত্রা শুরুর তারিখ ০৯.১০.২০২৪ থেকে কার্যকর)	১৩.৫৬ ঘঃ	১৩.৫৮ ঘঃ	১০.১০.২০২৪

চিফ প্যাসেঞ্জার ট্রান্সপোর্টেশন ম্যানেজার
পূর্ব রেলওয়ে

সেনাদল সম্পর্কীয় বেঙ্গডুবি মিল স্টেশনের একটি দোকান বণ্টনের জন্য আমন্ত্রণ প্রস্তাবের বিজ্ঞপ্তি প্রকাশিত করা হয়েছে।

১. বেঙ্গডুবি মিল স্টেশনের বিভিন্ন প্রকার দোকান বণ্টনের উদ্দেশ্যে তিন বছরের এবং কর্মক্ষমতার উপর নির্ভর করে ২ বছরের অতিরিক্ত সময়ের হিসেবে ইজারা দেওয়ার জন্য প্রাক্তন কর্মচারী/যুদ্ধে প্রয়াত ব্যক্তির বিধবা স্ত্রী/প্রাক্তন কর্মচারীদের বিধবা স্ত্রীদের আহ্বান করা হয়েছে নামমুদ্রাঙ্কিত আবেদনপত্র/প্রস্তাবপত্রের দ্বারা। দোকানগুলি বণ্টন করা হবে সবচেয়ে বেশি দরদাতাদের কাছে। শুধুমাত্র যুদ্ধে মৃত ব্যক্তির বিধবা স্ত্রী/কর্মরত অবস্থায় নিরাপত্তায় কর্মরত মৃত ব্যক্তির বিধবা স্ত্রী/বিকলাঙ্গ সৈন্য/প্রাক্তন কর্মচারী এবং তাদের স্ত্রী/প্রাক্তন কর্মচারীদের বিধবা স্ত্রী এই দোকানগুলি বণ্টনের যোগ্য আবেদনকারী হিসাবে নির্বাচিত হবে।
২. সম্পূর্ণভাবে পূর্ণ নথিপত্র এবং নিলাম জমা দেওয়ার শেষ তারিখ ২১শে অক্টোবর ২০২৪।
৩. নিম্নে উল্লেখিত দোকানগুলির বিশদ বিবরণ :-
ক. বাড়িতে ব্যবহৃত কার্যসাধনোপযোগী বস্তুর এবং বৈদ্যুতিক সরঞ্জামের দোকান।
খ. মিষ্টির দোকান গ. দর্জির দোকান ঘ. মুদিখানার দোকান
ঙ. হস্তশিল্পের দোকান চ. বৈদ্যুতিক দোকান ছ. বইপত্র এবং স্টেশনারির দোকান
জ. সৈন্যদের জন্য সাধারণ সামগ্রীর দোকান ঝ. মহিলাদের জন্য দর্জির দোকান
ঞ. ফাস্টফুডের দোকান (০২ x দোকান)
ট. ছবি তোলার সঙ্গে মোবাইল এবং বৈদ্যুতিক সরঞ্জামের দোকান ঠ. সেলুন
৪. আবেদনকারীদের যোগ্যতার শর্তাবলি এবং সহায়তাকারী নথিপত্র, অগ্রিম অর্থমূল্য এবং অন্যান্য ছাড় দেওয়া অর্থমূল্যের বর্ণনা, ভাড়া এবং এর স্বজাতীয় চার্জের সমস্ত বিশদ তথ্য বেঙ্গডুবি স্টেশন সেলে যে কোনও কার্যরত দিনে ০৮৩০ থেকে ১৪০০ ঘটিকার মধ্যে গ্রহণ করা যাবে ১৯শে অক্টোবর ২০২৪ তারিখ পর্যন্ত। আরও স্পষ্টতার জন্য মোবাইল নং-৭৫০১১৮৫৮১০তে যোগাযোগ করুন।

জন্মদিনে অথবা বিবাহবার্ষিকীতে শুভেচ্ছা জানাতে, বধূ জামাই অথবা পুত্রবধূ খুঁজতে, চাকরির খোঁজ পেতে অথবা শূন্যপদের জন্য প্রার্থী খুঁজতে, কখনও বা হারিয়ে যাওয়া প্রিয়জনকে খুঁজে পেতে বিজ্ঞাপন দেওয়ার প্রয়োজন হয়।

আর বিজ্ঞাপন দেওয়ার জন্য উত্তরবঙ্গের বাসিন্দাদের একমাত্র পছন্দ উত্তরবঙ্গ সংবাদ। আমরা সেই বিজ্ঞাপন দেওয়ার পথ অনেক সহজ করে দিচ্ছি।

আপনাকে আসতে হবে না। শুধু আপনি যেমন ভাষায় বিজ্ঞাপন দিতে চান লিখে পাঠিয়ে দিন আমাদের হোয়াটসঅ্যাপ নম্বরে। আমাদের প্রতিনিধি যোগাযোগ করবেন আপনার সঙ্গে।

ভেবে দেখুন, আমাদের কাছে একটি হোয়াটসঅ্যাপ মেসেজ পাঠিয়ে আপনি কত সহজে কত লক্ষ মানুষের কাছে পৌঁছে যেতে পারছেন।

হোয়াটসঅ্যাপ অথবা মেসেজ করুন
৯০৬৪৮৪৯০৯৬
এই নম্বরে

উত্তরবঙ্গের আত্মার আত্মীয়
উত্তরবঙ্গ সংবাদ

সতর্কীকরণ ঃ উত্তরবঙ্গ সংবাদ অথবা পত্রিকার কোনও এজেন্ট পত্রিকায় প্রকাশিত কোনও বিজ্ঞাপনের সততা, যথার্থতার জন্য দায়ী নয়। কোনও প্রকার বিজ্ঞাপন দ্বারা প্রভাবিত হওয়ার আগে বিজ্ঞাপনের যথার্থতা যাচাই করে নিতে পাঠকদের অনুরোধ করা হচ্ছে।

অপ্রত্যাশিত : রাহুল

কমিশনে নালিশ কংগ্রেসের

নয়াদিল্লি, ৯ অক্টোবর : হরিয়ানার হার হজম করতে নারাজ কংগ্রেস। বুধবার নির্বাচন কমিশনে গিয়ে কংগ্রেসের একটি প্রতিনিধিদল জাঠভূমের একাধিক বুথের ইভিএম নিয়ে অভিযোগ দায়ের করে আসে। ওই প্রতিনিধিদলে ছিলেন কেসি বেণুগোপাল, জয়রাম রমেশ, ভূপিন্দর সিং হুডা প্রমুখ। তাঁদের অভিযোগ, একাধিক আসনে ভোট গণনা প্রক্রিয়ায় অসংগতির ঘটনা সামনে এসেছে।

এদিন সকালে লোকসভার বিরোধী দলনেতা রাহুল গান্ধি এক্স হ্যান্ডেলে রাহুল এদিন লেখেন, 'আমরা হরিয়ানার অপ্রত্যাশিত ফলাফলের বিশ্লেষণ করছি। একাধিক বিধানসভা কেন্দ্র থেকে যে সমস্ত অভিযোগ আসছে সেগুলি নির্বাচন কমিশনের কাছে তুলে ধরব।' মঙ্গলবার কংগ্রেস কমিশনে অভিযোগ জানালেও তা খারিজ করে দেয়। মল্লিকার্জুন খাড়গেকে কমিশন বুধবার একটি চিঠি দিয়েছে। তারা বলেছে, 'দেশের মহান গণতান্ত্রিক ঐতিহ্যে এমন ধরনের কথা কখনও শোনা যায়নি।'

তবে জম্মু ও কাশ্মীর বিধানসভা ভোটে ইন্ডিয়া জোটের জয়কে সংবিধান এবং গণতান্ত্রিক স্বাভিমানের জয় বলে জানিয়েছেন রাহুল। এদিকে হরিয়ানায় হারের পর রাজ্য বিজেপির তরফে বিরোধী দলনেতার কাছে জিলিপি পাঠানো হয়েছে। কংগ্রেসের সদরদপ্তরে ওই জিলিপি পাঠানো হয়েছে।

রেপো রেট অপরিবর্তিত

মুম্বই, ৯ অক্টোবর : ফের অপরিবর্তিত রইল রেপো রেট। এই নিয়ে টানা ১০ বার। মানিটারি পলিসি কমিটির বৈঠক শেষে এই সিদ্ধান্তের কথা ঘোষণা করেছেন রিজার্ভ ব্যাংকের গভর্নর শক্তিকান্ত দাস।

পরিবর্তন না হওয়ায় রেপো রেট ৬.৫ শতাংশই রইল। অন্যদিকে রিভার্স রেপো রেট অপরিবর্তিত রইল ৩.৩৫ শতাংশে। কোনও পরিবর্তন হয়নি স্ট্যান্ডিং ডিপোজিট ফেসিলিটি (৬.২৫ শতাংশ) এবং মার্জিনাল স্ট্যান্ডিং ফেসিলিটিতে (৬.৭৫ শতাংশ)। এর পাশাপাশি কেন্দ্রীয় ব্যাংক জানিয়েছে, এই অর্থবর্ষে মুদ্রাস্ফীতি ৪.৫ শতাংশ থাকতে পারে। দ্বিতীয় কোয়ার্টারে এই হার হতে পারে ৪.১ শতাংশ। চলতি অর্থবর্ষে জিডিপি বৃদ্ধির হার ৭.২ শতাংশ।

রসায়নে নোবেল তিন বিজ্ঞানীকে

স্টকহোম, ৯ অক্টোবর : চলতি বছর রসায়নে নোবেল পুরস্কার পেলেন ডেভিড বেকার, ডেমিস হাসাবিস এবং জন জাম্পার। বেকার যুক্তরাষ্ট্র এবং হাসাবিস ও জাম্পার ব্রিটেনের নাগরিক। বুধবার সুইডেনের রয়্যাল সুইডিশ অ্যাকাডেমি অব সায়েন্সেস ২০২৪ সালের নোবেল পুরস্কার বিজয়ীদের নাম ঘোষণা করে জানিয়েছে, ডেভিড বেকারকে 'কম্পিউটেশনাল প্রোটিন ডিজাইন'-এর জন্য এবং ডেমিস হাসাবিস ও জন জাম্পারকে যৌথভাবে 'প্রোটিন স্ট্রাকচার প্রেডিকশন'-এর জন্য রসায়নে নোবেল পুরস্কার দেওয়া হচ্ছে। বেকার আমেরিকার সিয়াটলের ইউনিভার্সিটি অব ওয়াশিংটনের অধ্যাপক। অন্যদিকে হাসাবিস এবং জাম্পার গুগলের ডিপমাইন্ড প্রকল্পে কাজ করছেন।

মহাষষ্ঠীতে ধর্মতলাজুড়ে ডাক্তারদের অভয়া পরিক্রমা। পা মেলালেন সাধারণ মানুষ। ছবি : আবির চৌধুরী

'ঔদ্ধত্যের মাশুল দিয়েছে কংগ্রেস'

হরিয়ানায় হারের পর বাড়ছে শরিকি তোপ

নয়াদিল্লি, ৯ অক্টোবর : হরিয়ানায় ভরাডুবি হতেই শরিকি তোপে পড়ল কংগ্রেস। তৃণমূল, শিবসেনা (ইউবিটি), আপের মতো ইন্ডিয়া জোটের শরিক দলগুলি হারের জন্য হাতশিবিরের ঔদ্ধত্য এবং অতিরিক্ত আত্মবিশ্বাসকেই কাঠগড়ায় তুলেছে। যদিও জম্মু ও কাশ্মীরে কংগ্রেসের জোট শরিক ন্যাশনাল কনফারেন্স হরিয়ানায় হারের জন্য শুধুমাত্র কংগ্রেসকে কাঠগড়ায় তুলতে নারাজ। কেন এমন ফলাফল হল তার জন্য কংগ্রেসকে আত্মসমালোচনায় বসার পরামর্শ দিয়েছে সিপিএমও। এই অবস্থায় দিল্লিতে কংগ্রেসের সঙ্গে জোট হবে না বলে সাফ জানিয়ে দিয়েছে আপ। অন্যদিকে উত্তরপ্রদেশে আসন্ন ৬টি বিধানসভা উপনির্বাচনে একতরফাভাবে প্রার্থীদের নাম ঘোষণা করে দিয়েছে সপা।

কংগ্রেসের উদ্ধত আচরণের সমালোচনা করেছে ইন্ডিয়া শরিক তৃণমূল। দলের রাজ্যসভার সাংসদ সাকেত গোখলে কংগ্রেসের নাম না করে এক্স হ্যান্ডেলে লিখেছেন, 'ঔদ্ধত্য, কোনওকিছুকে নিজেদের দখলীকৃত বলে ভাবা এবং আঞ্চলিক দলগুলিকে নীচু নজরে দেখা পতনের মূল কারণ। এর থেকে শিক্ষা নেওয়া উচিত।' এই ধরনের আচরণে নির্বাচনি বিপর্যয় আসে বলেও জানিয়েছেন তৃণমূল সাংসদ।

অন্যদিকে কংগ্রেসকে বিঁধে উদ্ধব ঠাকরের শিবসেনা (ইউবিটি)-র মুখপত্র 'সামনা'র সম্পাদকীয়তে বলা হয়েছে, 'হরিয়ানায় কোনও ইন্ডিয়া জোট হয়নি। কংগ্রেস নেতারা অতিরিক্ত আত্মবিশ্বাসে ভুগছিলেন। সপা কিংবা আপের সঙ্গে অনায়াসে জোট করা যেত। সেক্ষেত্রে ফলাফল অন্যরকম হতে পারত।' আপের সঙ্গে কংগ্রেসের জোটের ব্যাপারে আগ্রহী ছিলেন লোকসভার বিরোধী দলনেতা রাহুল গান্ধি। কিন্তু ভূপিন্দর সিং হুডার আপত্তিতে শেষমেশ ওই জোটপ্রক্রিয়া ভেস্তে যায়। হুডার সঙ্গে কুমারী শৈলজার বিরোধের বিষয়টিও মুখপত্রে এসেছে। গতবছর মধ্যপ্রদেশ, ছত্তিশগড়ে কংগ্রেসের হারের বিষয়টিও টেনে আনা হয়েছে। শিবসেনা নেতা সঞ্জয় রাউতের কটাক্ষ, 'বিজেপি একটি হারা ম্যাচ জিতে গিয়েছে। অন্যদিকে একটি সহজ লড়াই হেরে গিয়েছে কংগ্রেস।'

সামনেই মহারাষ্ট্রে ভোট। তার আগে মহারাষ্ট্রে কংগ্রেস-এনসিপি (এসপি)-কে মুখ্যমন্ত্রী পদপ্রার্থী ঘোষণার জন্য চাপ দিতে শুরু করেছেন উদ্ধব ঠাকরে। তিনি বলেন, 'আমি আগেও বলেছি, এখনও বলছি, কংগ্রেসের মুখ কে সেটা অবিলম্বে ঘোষণা করা। এনসিপি (এসপি)-ও করতে পারে। এই ব্যাপারে নিজেদের মধ্যে কথা বলা দরকার দুই দলের। যাঁর নামই ঘোষণা করা হবে আমি তাঁকে সমর্থন করব। কারণ আমার কাছে মহারাষ্ট্রের স্বার্থই সব।'

অন্যদিকে সিপিআইয়ের সাধারণ সম্পাদক ডি রাজা কংগ্রেসকে হরিয়ানার ভোটের ফলাফল নিয়ে আত্মবিশ্লেষণে বসার পরামর্শ দিয়েছেন।

অতিশীকে উচ্ছেদ

নয়াদিল্লি, ৯ অক্টোবর : সরকারি বাসভবনে প্রবেশের মাত্র তিনদিনের মধ্যেই সেখান থেকে দিল্লির মুখ্যমন্ত্রী অতিশীকে বলপূর্বক উচ্ছেদ করার অভিযোগ উঠল উপরাজ্যপাল ভিকে সাক্সেনার বিরুদ্ধে। বুধবার আপের তরফে অভিযোগ করা হয়েছে, দেশের ইতিহাসে এই প্রথমবার বিজেপির মদতেই দিল্লির মুখ্যমন্ত্রীকে বলপূর্বক তাঁর সরকারি বাসভবন থেকে সরিয়ে দিয়েছেন উপরাজ্যপাল। তাঁর জিনিসপত্রও বাসভবনের বাইরে বের করে দেওয়া হয়েছে। যদিও বিজেপির তরফে পালটা অভিযোগ করা হয়েছে, ওই বাংলোটি এখনও আনুষ্ঠানিকভাবে পূর্ত দপ্তরের হাতে তুলে দেওয়া হয়নি।

পুজোয় উপচে পড়া ভিড় বার-রেস্তোরাঁয়

রিমি শীল

কলকাতা, ৯ অক্টোবর : পুজোর আমেজে ফিরেছে কলকাতা। তবে এবছর পুজোর আনন্দের থেকেও রসনাতৃপ্তির ঝোঁক যেন বেশি। পুজো শুরুর আগে থেকেই রেস্তোরাঁ এবং পানশালাগুলিতে উপচে পড়ছে ভিড়। ঘড়ির কাঁটায় রাত ২টো বাজলেও হুঁশ নেই আমজনতার। ফলে এবছর বাড়তি লাভের আশা রাখছেন রেস্তোরাঁ ও পানশালার মালিকরা। তাঁদের বক্তব্য, সপ্তাহের শেষে ভিড় ছিল চোখে পড়ার মতো। বোধনের আগেই যেন পুজোর আনন্দে মেতে উঠেছে মানুষ। এবছর তাই বিক্রি বাড়বে বলেই মনে করছেন তাঁরা। তাই আগে থেকেই খাবার তৈরির কাঁচামাল অনেকটাই বেশি করে এনে রাখা হয়েছে কলকাতার অধিকাংশ রেস্তোরাঁয়।

চলতি বছরের অগাস্ট থেকে আরজি করের ঘটনায় প্রতিবাদের ঢল নামে রাজপথে। ফলে এবছর ব্যবসা কেমন হবে সেই আশঙ্কাতেই ছিলেন রেস্তোরাঁ ও পানশালার মালিকরা। তবে পুজোর মরশুমে সেই দুশ্চিন্তা কেটেছে। সপ্তাহান্তে মানুষের ভিড়ে মুখে হাসি ফুটেছে কলকাতার রেস্তোরাঁ ও পানশালার মালিকদের। পানশালাগুলিতে নিরাপত্তা বাড়ানো হয়েছে। যাতে কোনও বিশৃঙ্খল পরিস্থিতি তৈরি না হয়। সোম ও মঙ্গলবারের মতো কাজের দিনেও তিলধারণের জায়গা ছিল না রেস্তোরাঁগুলিতে। রাত ২টো পর্যন্ত রেস্তোরাঁ খোলা রাখতে হয়েছে মালিকদের। শুধু রাত নয়, দিনেও বাড়ছে ভিড়। হোটেল ও রেস্টুরেন্ট অ্যাসোসিয়েশন অফ ইস্টার্ন ইন্ডিয়ার সভাপতি সুদেশ পোদ্দার বলেন, 'শুক্রবার থেকেই ভিড় যথেষ্ট বেড়েছে। অন্যান্য বছরের তুলনায় এবছর ১৫ থেকে ২০ শতাংশ বিক্রি বেশি হবে আশা করছি। বুধবার ষষ্ঠীর সকাল থেকেই মানুষ ভিড় করছে রেস্তোরাঁয়। গত ৫ দিনে দুপুর ও রাতে খাবার ও সুরা পানের ভিড় বেড়েছে। আশা করছি, অন্যান্য বছরের তুলনায় এবছর ভিড় অনেকটাই বেশি হবে। তাই আগে থেকেই সমস্ত ব্যবস্থা করে রাখা হয়েছে। এবছর আমরা নিরাপত্তারক্ষীও বাড়িয়েছি। পানশালাগুলিতে অন্তত তিনজন নিরাপত্তারক্ষী থাকে। কিন্তু এবছর পাঁচজন করে নিরাপত্তারক্ষী রাখছি।' মধ্য কলকাতার একটি বিখ্যাত পানশালার মালিক নীতিন কোঠারি বলেন, 'শনিবার থেকেই যথেষ্ট ভিড় রয়েছে। গত কয়েক মাসের চেয়ে অনেক বেশি। রাত ২টো পর্যন্ত বুধবার থেকে শনিবার আমাদের রেস্তোরাঁ খোলা রাখতে হয়েছে। পুজোর দিনগুলিতে আরও বেশি সময় ধরে খোলা রাখা হবে।' দক্ষিণ কলকাতার দুটি বিখ্যাত পানশালার অংশীদার শিলাদিত্য চৌধুরীর মন্তব্য, 'ভিড় দেখে ব্যবসা বাড়বে।' রেস্তোরাঁর মালিক অঞ্জন চট্টোপাধ্যায় বলেন, 'শেষ কয়েকদিন ধরে ১৫ শতাংশ বিক্রি বেড়েছে। বুধবারের জন্য ২০ শতাংশ অগ্রিম বুকিং করে রাখা হয়েছে।'

চন্দ্রচূড়ের বার্তা

নয়াদিল্লি, ৯ অক্টোবর : অবসর নিচ্ছেন সুপ্রিম কোর্টের প্রধান বিচারপতি ডিওয়াই চন্দ্রচূড়। ৮ নভেম্বর তাঁর অবসর। ভুটানের জেএসডব্লিউ ল স্কুলের সমাবর্তনে বুধবার তিনি বলেন, 'বিদায় নেওয়ার আগে দেশের বিচারব্যবস্থা নিয়ে মনের মধ্যে নানা প্রশ্ন ঘুরঘুর করছে। অনেকে ভাবেন, আধুনিক গণতান্ত্রিক ধারণা ভারতীয় ভাবধারার পরিপন্থী। এটা ভুল। ভারতীয় ঐতিহ্যের অন্তর্বস্তুতে বহুত্ববাদ ও গণতন্ত্র রয়েছে। তবে পশ্চিমী মানবাধিকারের ধারণা বৈচিত্র্যময় ভারতীয় সংস্কৃতির সূক্ষ্মতাকে পুরোপুরি ধরতে পারে না।'

বিজ্ঞাপন

ডিয়ার সাপ্তাহিক লটারির

₹১কোটির বিজয়ী হলেন

উত্তর ২৪ পরগণা-এর এক বাসিন্দা

ডিয়ার সাপ্তাহিক লটারির টিকিট নম্বর 93E 77942 এনে দেয় এক কোটি টাকার প্রথম পুরস্কার। তিনি কলকাতায় অবস্থিত নাগাল্যান্ড রাজ্য লটারির নোডাল অফিসারের কাছে পুরস্কার দাবির ফর্ম সহ তার বিজয়ী টিকিটটি জমা দিয়েছেন। বিজয়ী বললেন "এক কোটি টাকার এই বিশাল পরিমাণ পুরস্কারের অর্থ জেতার পর আমার জীবনের অবস্থা বদলে গিয়েছে। আমি আমার সমস্ত আন্তরিক ধন্যবাদ জানাই ডিয়ার লটারিকে এই রকম একটি চমৎকার স্কিম প্রদান করার জন্য যা সাধারণ মানুষকে কোটিপতিতে পরিণত করে। আমি সকলকে ডিয়ার লটারি কেনার এবং তাদের ভাগ্য পরীক্ষা করার পরামর্শ দেবো।" ডিয়ার লটারির প্রতিটি ড্র সরাসরি দেখানো হয়।

পশ্চিমবঙ্গ, উত্তর ২৪ পরগণা - এর একজন বাসিন্দা অনুপ কুমার হালদার - কে 29.07.2024 তারিখের ড্র তে

মদ্যপান নিয়ে বচসা, পিটিয়ে খুন

কলকাতা, ৯ অক্টোবর : পঞ্চমীর রাতে মদ খাওয়াকে কেন্দ্র করে বচসার জেরে এক ব্যক্তিকে পিটিয়ে খুন করার অভিযোগ উঠল এক তৃণমূল নেতার বিরুদ্ধে। ঘটনাটি ঘটেছে আরামবাগ পোস্ট অফিস সংলগ্ন এলাকায়। নিহত ব্যক্তি দেবাশিস আশ (৩২) নিজেও তৃণমূলকর্মী। এই ঘটনায় পুলিশ আরামবাগ পুরসভার ৪ নম্বর ওয়ার্ড কমিটির সভাপতি হেমন্ত পালকে গ্রেপ্তার করেছে। মঙ্গলবার রাতে দেবাশিস আশের ভাগ্নে সায়নের সঙ্গে হেমন্ত পালের বচসা থেকেই সায়নকে মারধর করেন। খবর পেয়ে সায়নের মামা দেবাশিস এলে তাঁকেও লোহার রড দিয়ে পেটানো হয়। দেবাশিসকে অচৈতন্য অবস্থায় উদ্ধার করে স্থানীয় বাসিন্দারা আরামবাগ মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতালে নিয়ে গেলে চিকিৎসকরা তাঁকে মৃত বলে ঘোষণা করেন।

বিক্ষোভ এড়ানো গেল না পুজোমণ্ডপে

কলকাতা, ৯ অক্টোবর : আরজি করের বিক্ষোভের আঁচ যাতে পুজোমণ্ডপগুলিতে না পড়ে সেইজন্য পুজোর থিম থেকে ভাবনা, সবক্ষেত্রেই পুলিশকে নজর রাখতে কড়া নির্দেশ দিয়েছিলেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। এত সতর্কতা সত্ত্বেও পুজোমণ্ডপে বিক্ষোভ এড়ানো গেল না। মহাষষ্ঠীর সন্ধ্যায় দক্ষিণ কলকাতার ম্যাডক্স স্কোয়ারের মণ্ডপে প্ল্যাকার্ড হাতে বিক্ষোভ দেখাতে শুরু করেন একদল তরুণ-তরুণী। 'উই ওয়ান্ট জাস্টিস' স্লোগানও দেন তাঁরা। তবে পুজো কমিটির কর্তারা তাঁদের বাধা দেননি। দক্ষিণ কলকাতার এই পুজোমণ্ডপের সামনে আড্ডা দেওয়ার চল দীর্ঘদিনের। স্কুল থেকে কলেজপড়ুয়া তরুণ প্রজন্ম এখানে আড্ডা দিতে সবচেয়ে বেশি পছন্দ করে। এদিনও দুপুর থেকেই ম্যাডক্স স্কোয়ারের মণ্ডপের সামনে বন্ধুদের নিয়ে আড্ডায় মেতেছিলেন অনেকেই। বিক্ষোভ শুরু হতেই তাঁদের কেউ কেউ ওই বিক্ষোভে শামিল হন।

তবে বিক্ষোভকারীদের বাধা না দেওয়ার পিছনে যুক্তি দেখিয়েছেন উদ্যোক্তারা। এক উদ্যোক্তা বলেন, 'এখানে বিক্ষোভকারীরা শান্তিপূর্ণভাবে বিক্ষোভ দেখাচ্ছেন। আমরা তাঁদের কাছে অনুরোধ করেছি, বিকাল ৫টা নাগাদ ধর্মীয় কিছু সংস্কার ও পুজোর ব্যাপার আছে। তাই তার আগে যেন তাঁরা বিক্ষোভ সেরে নেন। তাঁরা আমাদের সেই আশ্বাস দিয়েছেন। তাই আমরা তাঁদের বাধা দিইনি। কারণ, আমরাও নির্যাতিতার বিচার চাই।' আন্দোলনকারীরা অবশ্য জানিয়েছেন, ম্যাডক্স স্কোয়ার থেকে এই বিক্ষোভ শুরু হলেও শহরের অন্যান্য পুজোমণ্ডপের সামনেও এই বিক্ষোভ দেখানোর পরিকল্পনা রয়েছে। জনমত আরও বেশি করে তৈরি করতে পুজোর চারদিনই এই কর্মসূচি চলবে। শুধু কলকাতা নয়, শহরতলিতেও এই বিক্ষোভ কর্মসূচির আয়োজন করা হয়েছে। এদিকে কলকাতা পুলিশের একাধিক কর্তা তাঁদের হোয়াটসঅ্যাপ ডিপি বদলে দিয়েছেন। কেউ কেউ নতুন স্ট্যাটাসও দিয়েছেন। পরিচিত অশোকস্তম্ভের নীচে লেখা সত্যমেব জয়তে। অর্থাৎ সত্যের জয় হবে।

নবরাত্রির ভিড়ে যেন অষ্টমীর সন্ধ্যা

বিশ্বজিৎ মান্না

আহমেদাবাদ, ৯ অক্টোবর : আহমেদাবাদে গত কয়েকমাস বসবাসের সুবাদে জ্যান্ত বাটা মাছের ঝোল ছাড়া আর যদি কোনও জিনিস মিস করে থাকি, সেটা হলো দুর্গাপুজো। মহালয়ার দিন থেকেই মনটা একটু খারাপ। ইন্টারনেটের সৌজন্যে সেদিন ভোরে উঠে বীরেন্দ্রকৃষ্ণ ভদ্রের ম্যাজিক্যাল ভয়েস শুনেছি ঠিকই। তবুও কেমন যেন মনে হচ্ছিল, শারদীয়ার সেই হুল্লোড়, লোকজন, আলো এখানে নেই। এরই মধ্যে শহরের একটি বেসরকারি স্কুলের নবরাত্রি উৎসবে যোগ দেওয়ার আমন্ত্রণপত্র হাতে পেলাম। আহমেদাবাদে বিভিন্ন হাউজিং সোসাইটিতে নিয়ম করে নয় দিন ধরে নবরাত্রি পালিত হয়। পাশাপাশি শহর ও শহর লাগোয়া প্লটে অন্তত হাজার দশেক মানুষ তখনই জড়ো হয়েছেন। অধিকাংশই এসেছেন ট্র্যাডিশনাল পোশাক পরে। একদম কচিকাঁচা থেকে শুরু করে প্রবীণ কিংবা বৃদ্ধ, সমস্ত বয়সের মানুষই ভীড় জমিয়েছেন সেখানে। ভিতরে নিরাপত্তা ব্যবস্থাও ছিল চোখে পড়ার মতো। রীতিমতো ওয়াকিটকি, একে-৪৭ নিয়ে নিরাপত্তারক্ষী এবং বাউন্সাররা নজরদারি চালাচ্ছিলেন। পার্টি প্লটের চারিদিকে নানা আলোর বাহার। রয়েছে নানা ধরনের ফুড স্টল। তবে সবই ভেজ। চিকেন রোল বা চিকেন চাউমিনের আশা বাদ দিয়ে বাকি সব খাবার মোটামুটি পাওয়া যাবে। তবে চারিদিকে এত লোকের সমাগম, এত আলো দেখে এটা নবরাত্রি উৎসব নাকি অষ্টমীর সন্ধ্যা, সেটা বোঝা মুশকিল।

কিছুক্ষণ পরেই স্টেজে একের পর এক শিল্পী উঠতে থাকেন। তাঁরা

বিভিন্ন পার্টি প্লটেও চলে নবরাত্রি উৎসব। স্কুলের আমন্ত্রণে এরকমই একটা পার্টি প্লটে যখন পৌঁছোলাম, তখন প্রায় বিকাল সাড়ে ৫টা। গ্রীষ্মপ্রধান ঋতুর রাজ্য গুজরাটে শরৎকাল বলে আলাদা করে বোঝা কিছু সম্ভব নয়। এখানে সূর্যাস্ত হতে মোটামুটি সন্ধ্যা সাড়ে ৭টা বাজে। তাই পড়ন্ত বিকালেও রোদের তেজ বেশ তীব্র। সন্ধ্যা নামার সঙ্গে সঙ্গে ধীরে ধীরে ভিড় বাড়তে শুরু করল।

পার্টি প্লট বলতে হাইওয়ের পাশে বিশাল খালি জমি। চারিদিকে অজস্র গাছ। মাঠের মাঝখানে তৈরি করা হয়েছে বড় স্টেজ। বুকিং পাস দেখিয়ে ভিতরে ঢোকার পর যেটা দেখলাম, তাতে মহালয়ার দিন থেকে দুর্গাপুজা মিস করার আক্ষেপটা মোটামুটি কিছুটা কেটে গেল। পার্টি গুজরাটিতে নানা গান গাইতে শুরু করেন। এর মধ্যে পার্টি প্লটের গোটা মাঠে ভিড়টাও আগের চেয়ে অনেক বেড়ে গিয়েছে। আর তাঁরা গানের ছন্দে ছন্দ মিলিয়ে গোল গোল করে নাচতে শুরু করে দিয়েছেন, যাকে বলা হয় গরবা! আট থেকে আশি, ছাত্র থেকে শিক্ষক, ধনী কিংবা গরিব, সব কিছুর ভেদাভেদ বোধহয় এই গরবাতে শেষ হয়ে যায়। প্রোগ্রাম চলেছে গভীর রাত পর্যন্ত। রাত সাড়ে দশটা নাগাদ পার্টি প্লট থেকে বেরিয়ে পার্কিং লটে গাড়ির বহর দেখে বোঝা গেল, অন্তত হাজার কুড়ি মানুষ এই নবরাত্রি উৎসবে শামিল হয়েছেন। এটা তো শুধু একটা পার্টি প্লট। গোটা শহরজুড়ে এরকম আরও পার্টি প্লটে তাহলে কত মানুষ জড়ো হয়েছেন!

নিখোঁজদের সাহায্যে 'বন্ধু কলকাতা'

কলকাতা, ৯ অক্টোবর : কলকাতায় পুজোর ভিড়ে হারিয়ে যাওয়ার ঘটনা কম নয়। মূলত শিশু, মহিলা ও বৃদ্ধ-বৃদ্ধারা ভিড়ের মধ্যে অনেক সময়ই তাঁদের পরিজনদের খুঁজে পান না। তাঁদের দ্রুত খুঁজে বের করতে এবার বিশেষ ব্যবস্থা নিল কলকাতা পুলিশ। 'বন্ধু কলকাতা' নামে একটি বিশেষ প্রকল্প তারা নিয়েছে। নিখোঁজের সম্পর্কে তাঁর পরিবারের লোকজন বিকাল ৪টে থেকে ভোর ৪টে পর্যন্ত কলকাতা পুলিশের ফেসবুক পেজে সাহায্য চেয়ে পোস্ট করতে পারবেন। কলকাতা পুলিশের যুগ্ম কমিশনার (হেডকোয়ার্টার্স) মীরাজ খালিদ জানিয়েছেন, এর জন্য একটি বিশেষ মোবাইল নম্বরও দেওয়া হচ্ছে। প্রয়োজনে নিখোঁজ ব্যক্তির পরিবারের লোকজন সেখানে ফোন করে বিষয়টি জানাতে পারেন। নম্বরটি হল, ৯১৬৩৭৩৭৩৭৩। এছাড়া ১০০ ও ১০৯৮ নম্বরে ফোন করেও অভিযোগ জানানো যাবে।

কলকাতায় আজ নাড্ডা

কলকাতা, ৯ অক্টোবর : বাংলা ভাষাকে ধ্রুপদি ভাষার স্বীকৃতি দেওয়ার জন্য প্রধানমন্ত্রীকে ধন্যবাদ জানাবে বঙ্গ বিজেপি। বৃহস্পতিবার একদিনের সফরে রাজ্যে আসছেন বিজেপির সর্বভারতীয় সভাপতি তথা কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্যমন্ত্রী জগৎ প্রকাশ নাড্ডা। এবার মূলত ২টি দুর্গাপুজোর অনুষ্ঠানে যোগ দিতেই নাড্ডার রাজ্য সফর। নাড্ডার সঙ্গেই আসার কথা রাজ্যের কেন্দ্রীয় মুখ্য পর্যবেক্ষক সুনীল বনশালেরও।

বাংলা ভাষাকে ধ্রুপদি ভাষার স্বীকৃতির কৃতিত্ব নিয়েও চর্চা হয়েছে বিস্তর। বিজেপির দাবি, দেরিতে হলেও বাংলা ও বাংলা ভাষাকে মর্যাদা দিয়েছেন নরেন্দ্র মোদি। নাড্ডার সফরে বাংলা ভাষার স্বীকৃতির জন্য প্রধানমন্ত্রীকে ধন্যবাদ জানাবে বঙ্গ বিজেপি। বৃহস্পতিবার বিমানবন্দর থেকে প্রথমে বেলুড়মঠে, তারপর সন্তোষমিত্র স্কোয়ার হয়ে হোটেলে যাবেন নাড্ডা। সেখানে বাংলা ভাষাকে ধ্রুপদি ভাষার স্বীকৃতি দেওয়ার জন্য প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির উদ্দেশ্যে একটি ধন্যবাদজ্ঞাপক চিঠি নাড্ডার হাতে তুলে দেবেন গেরুয়া অনুগামী বিশিষ্টরা।

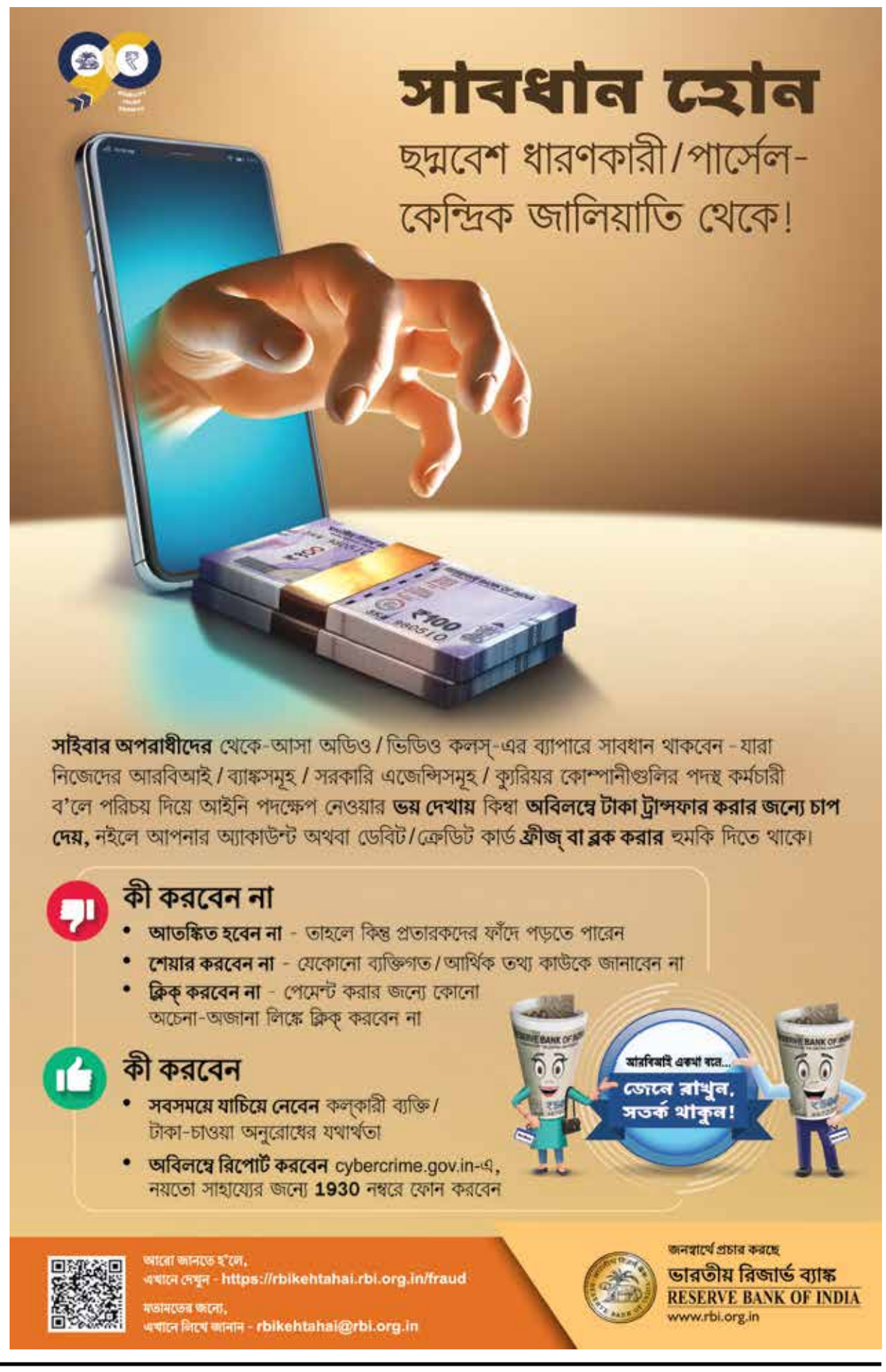

আতঙ্ক তিস্তা-তোর্ষা এক্সপ্রেসে

রেললাইনে পড়ে তার, চাকায় ঘর্ষণে আগুন

শিলিগুড়ি ও কিশনগঞ্জ, ৯ অক্টোবর : রেললাইনে পড়ে একগুচ্ছ মোটা তার। ট্রেনের চাকা তারের সংস্পর্শে আসতেই ঠিকরে বের হল আগুনের শিখা। মহাষষ্ঠীর রাতে সবাই যখন উৎসবের আনন্দে মশগুল, ঠিক তখন এই ঘটনাকে কেন্দ্র করে আতঙ্ক ছড়িয়ে পড়ল শিয়ালদাগামী তিস্তা-তোর্ষা এক্সপ্রেসে। বুধবার রাত সাড়ে সাতটা নাগাদ ঘটনাটি ঘটেছে কুরিয়াল স্টেশন এবং কুমেদপুর জংশনের মাঝে। ঠিক সময়ে লোকোপাইলট ট্রেন না দাঁড় করালে, বড় দুর্ঘটনা হতে পারত বলে মনে করছেন রেল আধিকারিকদের একাংশ। প্রশ্ন উঠছে, উৎসবের আবহে এটা কি তাহলে কোনও নাশকতার ছক? রেললাইন থেকে তার সরিয়ে ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে আরপিএফ।

উত্তর-পূর্ব সীমান্ত রেলের জনসংযোগ আধিকারিক নীলাঞ্জন ভট্টাচার্য বলেন, 'ট্র্যাকশনে কিছু সমস্যা দেখা দিয়েছিল বলে সংশ্লিষ্ট ডিভিশন থেকে জানানো হয়েছে। কিছু তার পাওয়া গিয়েছে। তবে তার জন্য ট্রেন চলাচলে বড় কোনও সমস্যা হয়নি।'

সাম্প্রতিক সময়ে একাধিকবার

মালগাড়ি বা যাত্রীবাহী ট্রেন লাইনচ্যুত করার চেষ্টা হয়েছে। কোথাও লাইনের ওপর ফেলে রাখা হচ্ছে কংক্রিটের টুকরো বা গ্যাস সিলিন্ডার, কোথাও আবার রাখা হচ্ছে লোহার পাত। এসবের জেরে উদ্বেগ বাড়ছে যাত্রীদের মধ্যে। বাড়ানো হয়েছে নজরদারি। কিন্তু তারপরও এই ধরনের ঘটনা এড়ানো যাচ্ছে না। এর মধ্যে নবতম সংযোজন রেললাইনের ওপর তার ফেলে রাখা। ঘটনাটি যথেষ্ট গুরুত্ব দিচ্ছে রেল।

রেল সূত্রের খবর, এদিন লাইনে পড়ে থাকা তারের সঙ্গে চাকার ঘর্ষণের বিষয়টি টের পেতেই চালক ট্রেন দাঁড় করিয়ে দেন। তিনি এবং গার্ড ট্রেন থেকে নেমে ঘটনার কথা ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষকে জানান। এরপর তার সরিয়ে দেওয়ার ব্যবস্থা করে আরপিএফ। ঘটনাস্থল পরিদর্শন করেন রেলের আধিকারিকরা। সংলগ্ন এলাকায় তল্লাশিও চালায় আরপিএফ।

তবে তার ছাড়া অন্য কিছু না মেলায় সবুজ সংকেত দেওয়া হয়। প্রায় ২৫ মিনিট দাঁড়িয়ে থাকার পর ফের শিয়ালদার উদ্দেশ্যে রওনা দেয় তিস্তা-তোর্ষা এক্সপ্রেস। এই ঘটনার পরে কাটিহার ডিভিশনে নজরদারি বাড়ানো হয়েছে বলে রেলের একটি সূত্র জানিয়েছে।

প্রকল্পের জট কাটাতে বৈঠক ১৮ই

জনপ্রতিনিধিদের সাহায্য চায় রেল

সানি সরকার

শিলিগুড়ি, ৯ অক্টোবর : কোথাও ডাবল লাইনের প্রয়োজনীয়তা রয়েছে, কিন্তু মিলছে না প্রয়োজনীয় জমি। কোথাও আবার নিজস্ব জমিতেও প্রকল্প গড়ে তোলা যাচ্ছে না জবরদখলের জন্য। এর জেরেই থমকে যাচ্ছে নতুন ট্রেন চালানোর পরিকল্পনা। এমন পরিস্থিতিতে জনপ্রতিনিধিদের সাহায্য চাইছে উত্তর-পূর্ব সীমান্ত রেল।

ওই লক্ষ্যেই আগামী ১৮ অক্টোবর সাংসদ এবং বিধায়কদের সঙ্গে উচ্চপর্যায়ের বৈঠকে বসছেন রেলের শীর্ষকর্তারা। নিউ চামটার একটি টি রিসর্টে হতে চলা বৈঠকে উপস্থিত থাকবেন উত্তর-পূর্ব সীমান্ত রেলের জেনারেল ম্যানেজার চেতনকুমার শ্রীবাস্তব।

নিউ জলপাইগুড়ি থেকে শিলিগুড়ি জংশন হয়ে ঠাকুরগঞ্জ পর্যন্ত ডাবল লাইনের পরিকল্পনা দীর্ঘদিনের। এই রুটে ডাবল লাইন হলে বিহার এবং কলকাতা সহ একাধিক গন্তব্যে এনজেপি থেকে নতুন ট্রেন ছোটানো সম্ভব হবে। কিন্তু ফুলেশ্বরী, হকার্স কর্নার, শিবমন্দির সহ একাধিক এলাকায় উচ্ছেদ চালাতে হবে। সেই উচ্ছেদের ক্ষেত্রে রাজনৈতিক বাধা আসার সম্ভাবনা প্রবল। কিন্তু রেলের কাছে প্রকল্পটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। পাহাড়ের যানজট রোধে রাস্তা এবং টয়ট্রেনের লাইন সমান রাখার পরিকল্পনাও অনেকদিনের। কিন্তু এখানেও রয়েছে জবরদখলের সমস্যা। গোটা উত্তরবঙ্গে এমন সমস্যা কম নয়। ফলে রেলপথের পরিকাঠামো উন্নয়ন ঘটানো যাচ্ছে না। কিন্তু জনপ্রতিনিধিদের কাছ থেকে বারবার উঠে আসছে নতুন ট্রেনের দাবি। তাঁদের দাবিকে গুরুত্ব দিতে গিয়ে সমস্যায় পড়তে হচ্ছে রেলকে। এমন কিছু বাস্তব সমস্যা তুলে ধরার পাশাপাশি জনপ্রতিনিধিদের সাহায্য চাইতে বৈঠকটি ডাকা হয়েছে বলে রেল সূত্রে খবর।

এক রেল আধিকারিকের বক্তব্য, 'জনপ্রতিনিধিরা তাঁদের এলাকার সাধারণ মানুষকে অনেক সহজে বোঝাতে পারেন। সেই সাহায্য পাওয়া গেলে অনেক প্রকল্প সহজে বাস্তবের মুখ দেখবে।'

উত্তর-পূর্ব সীমান্ত রেলের মুখ্য জনসংযোগ আধিকারিক কপিঞ্জলকিশোর শর্মা বলছেন, '১৮ অক্টোবর শিলিগুড়িতে একটি উচ্চপর্যায়ের বৈঠক ডাকা হয়েছে। ওই বৈঠকে সাংসদ, বিধায়কদের উপস্থিত থাকার কথা।'

কলকাতার কাশী বোস লেন দুর্গাপুজো সমিতির পুজো। বুধবার ছবিটি তুলেছেন আবির চৌধুরী।

উৎসব থেকে

প্রথম পাতার পর

ক্রিসমাসে গোটা ঘর আলো দিয়ে সাজান। 'খানাপিনা' চলে। তবে এবারে আড়ম্বর কিছুটা কমবে, জানালেন মায়া।

দুই-তিন দশক আগেও বোনাসের টাকা হাতে পেলে তরাই-ডুয়ার্সের চা শ্রমিকরা সাইকেল, রেডিও, টিভি ইত্যাদি কিনতেন। এখন সেই ট্রেন্ড বদলেছে। গতবছর বোনাসের টাকায় হোম থিয়েটার কিনেছিলেন মায়া। এবছর কম, তাই এখনও কিছু কেনার কথা ভাবেননি। তবে একটা আলমারি কেনার ইচ্ছে রয়েছে তাঁর।

বাংলায় দুর্গাপুজোর পরেই আসে লক্ষ্মীপুজো। পাহাড়ের চা বাগানে ওই সময়ে ভাইলনির আমেজ। ভাইলনি সম্পূর্ণ মহিলাদের দ্বারা পালিত উৎসব। মাথায় পাহাড়ি ফুল, নতুন জামাকাপড় পরে গান গাইতে গাইতে বাড়ি বাড়ি ঘোরেন তাঁরা। সেই গানের দু'কলি শোনালেন রুবিনা- 'ভাইলনি আইল আগা ন, বাড়ালি কুড়ালি রাখা ন..' অর্থাৎ ভাইলনি এসেছে, ঘরদোর সাফসুতরো রাখো।

তার পরেই আসে ধেউসি। সম্পূর্ণ পুরুষ পরিচালিত। একইভাবে নতুন জামা পরে বাড়ি বাড়ি ঘুরে চলে গান-বাজনা। ভাইলনি, ধেউসি নির্ভরশীল বোনাসের ওপরেই। পাহাড়ের সিংহভাগ শ্রমিক জামাকাপড় কেনেন বাড়ির কাছে মার্কেট থেকে। সুযোগ হলে তবেই শিলিগুড়ির বিধান মার্কেট কিংবা হংকং মার্কেটে আসেন, নচেৎ নয়। গাড়িভাড়ায় কুলোয় না যে।

পাহাড়ের মতোই ডুয়ার্সের চা শ্রমিকরা পুজো বা ক্রিসমাসের কেনাকাটা সারেন স্থানীয় মার্কেট থেকে। শিলিগুড়িতে অত বড় মার্কেট, সেখানে যান না? 'দিল্লি বহুত দূর হে'-র মতো করে তেজকলীর সটান জবাব, 'শিলিগুড়ি.. সে তো অনেক দূর!' শ্রমিকরা ভালো বোনাস পেলে স্থানীয় হাটবাজার জমে ওঠে। কম পেলে মার খায় ব্যবসা। এবছর যেমন কিছুটা মার খাবে বলে ইতিমধ্যেই আশঙ্কায় রয়েছেন স্থানীয় হাটের ব্যবসায়ীরা।

পাহাড়ের চা বাগিচায় মূলত নেপালি ভাষাভাষির শ্রমিকদের আধিক্য। তবে তরাই-ডুয়ার্সে মিশ্র। সংখ্যার বিচারে এগিয়ে আদিবাসী সম্প্রদায়। তারপর নেপালি। খুব কম সংখ্যক বাঙালি। প্রত্যেক চা বাগিচায় একটা অন্তত পুজো হবেই।

প্রত্যেকবারের মতো এবারও কাঁঠালধুরায় পুজো উপলক্ষ্যে পোহা বানাবেন শ্রমিকরা। চাল-ডাল-বেসন দিয়ে তৈরি বড়ার মতো দেখতে ওই পোহা। পুজোয় একদিন যাত্রা হবে বাগানে। একই রংয়ের শাড়ি পরে যাত্রায় নাচবেন মহিলা শ্রমিকরা। বোনাসের টাকা থেকে সকলে অল্প করে চাঁদা দিয়ে সমস্তটা আয়োজন করেছেন। স্থায়ী শ্রমিকদের বোনাস বেশি, তাই তাঁরা একটু বেশি চাঁদা দেন। অস্থায়ীরা একটু কম। কিন্তু বছরে এই একবার উৎসব পালনে কোনও খামতি থাকে না।

পাহাড় কিংবা ডুয়ার্স, বোনাস শ্রমিকদের কাছে শুধুমাত্র ক'টা টাকা নয়, আবেগ। সারা বছর কাজের পর সকলেই নিজেদের মতো করে আনন্দে মেতে উঠতে চান। তাতে একমাত্র ভরসা বোনাস। এবারে তরাই-ডুয়ার্স একরকম মেনে নিলেও পাহাড়ে বোনাস জট অব্যাহত। তবে এসব আপাতত সরিয়ে রেখে কয়েকটা দিন উৎসবে মন দিতে চাইছেন চা শ্রমিকরা। বছরে একবারই কিনা...

বোধনেও আরজি করের

প্রথম পাতার পর

এদিন মণ্ডপে প্রতিবাদ জানিয়ে বেরিয়ে আসার পর সুগন্ধা বললেন, 'পুজো বাঙালির আবেগ, তাই উৎসব তো হবেই। তবে উৎসবে মেতে গিয়ে লক্ষ্য ভুলে গেলে চলবে না।' মিছিল বা সভা করার পরিকল্পনা নেই তাঁদের। তবে প্রতিমার সামনে দাঁড়িয়ে নির্যাতিতার জন্য বিচার চেয়ে প্রার্থনা করবেন তাঁরা। চৈতালির কথায়, 'আমাদের থেমে থাকলে হবে না। লড়াইটা জারি রাখতে হবে।'

এদিন তাঁদের স্লোগান দিতে দেখে মণ্ডপে আসা দর্শনার্থীদের মধ্যে অনেকেই অবাক হয়ে যান। কেউ কেউ আবার এগিয়ে এসে স্লোগানের সঙ্গে গলা মেলান। তাঁদেরই মধ্যে একজন তুলিকা বর্মন। চম্পাসারির মণ্ডপে দাঁড়িয়ে বললেন, 'তিলোত্তমার বিচার চেয়ে এর আগেও পথে নেমেছি। এদিন দিদি-দাদাদের স্লোগান দিতে দেখে আমিও নিজেকে আর আটকে রাখতে পারলাম না। সেই দলে ভিড়ে গেলাম।' ওই ছয়জন যখন স্লোগান দিচ্ছেন, তখন কোনও পুজো কমিটি থেকেই আপত্তি কিংবা আটকানোর চেষ্টা করা হয়নি বলে জানিয়েছেন তাঁরা।

তাঁরা যখন পুজোমণ্ডপে দাঁড়িয়ে 'জাস্টিস' চাইছেন, তখন শহরের অন্যপ্রান্ত বাঘা যতীন পার্কে বিভিন্ন সংগঠনের তরফে আরজি করের ঘটনায় দোষীদের শাস্তির দাবিতে প্রতিবাদ কর্মসূচি চলেছে। এদিন 'এই প্রজন্ম' ও 'সচেতন সমাজ'-এর তরফে ৬২টি প্রদীপ জ্বালিয়ে প্রতিবাদ জানানো হয়। আয়োজকরা জানান, ঘটনার ৬২ দিন অতিক্রান্ত, তাই এমন উদ্যোগ।

বাঘা যতীন পার্ক থেকেই এদিন সমাজকর্মী, চিকিৎসক সহ বিভিন্ন স্তরের মানুষের উপস্থিতিতে একটি প্রতিবাদ মিছিল হয়।

মিছিলটি পার্কের সামনে থেকে শহরের মূল রাস্তা ধরে চিলড্রেন পার্কে গিয়ে শেষ হয়। মিছিল থেকে বার্তা দেওয়া হয়, 'প্রতিবাদের বোধন – দেবীগর্জন'। স্লোগান ওঠে 'উই ওয়ান্ট জাস্টিস।' মিছিলে ছিলেন চিকিৎসক উৎপল বন্দ্যোপাধ্যায়। সবমিলিয়ে উৎসবের মধ্যেও প্রতিবাদ যে জারি রয়েছে, তার-ই জানান দিল এদিনের শহর শিলিগুড়ি।

উত্তরের দুই মেডিকেলে গণ ইস্তফা

প্রথম পাতার পর

বিভিন্ন মেডিকেল কলেজে জুনিয়ার এবং সিনিয়ার চিকিৎসকরা প্রতীকী অনশনে বসছেন। মঙ্গলবার জলপাইগুড়ি মেডিকেল কলেজে চিকিৎসকরা অনশন কর্মসূচিতে অংশ না নিলেও এদিন সকাল থেকে রীতিমতো অনশন মঞ্চ তৈরি করে আন্দোলনে শামিল হন।

উত্তরবঙ্গ মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতালে অবশ্য অনশন শুরু হয়েছে সোমবার থেকে। জুনিয়ার চিকিৎসকদের হয়ে দুজন প্রতিনিধি সেখানে অনশনে বসেছেন। দিন-দিন তাঁদের শারীরিক অবস্থার অবনতি হচ্ছে। ষষ্ঠীর সকালে উত্তরবঙ্গ মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতালেও চিকিৎসকরা একে একে ইস্তফা দিতে শুরু করেন। প্রথম ইস্তফা দেন উত্তরবঙ্গ মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতালের নিউরো সাইকিয়াট্রি বিভাগের প্রধান ডাঃ নির্মল বেরা। এরপর অধ্যাপক চিকিৎসক দীপাঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায়, অরুণাভ ঘোষের মতো অনেকেই ইস্তফাপত্রে স্বাক্ষর করেন। তবে, প্রত্যেকে এদিন নিজ নিজ ডিউটি করেছেন। চিকিৎসকদের দাবি, সরকার এই ইস্তফা গ্রহণ না করলে প্রয়োজনে প্রত্যেকে ব্যক্তিগতভাবেও ইস্তফা দেবেন। মাইক্রোবায়োলজি বিভাগের প্রধান ডাঃ অরুণাভ ঘোষ বলছেন, 'এতদিন ধরে বিক্ষোভ চলছে, কিন্তু তার কোনও সমাধান নেই। এটা কী হচ্ছে? কোথায় রাজ্যের পদস্থ আমলারা? তিনদিন হয়ে গেল অনশন চলছে। এরপর কিছু একটা হয়ে গেলে তার দায় কে নেবে?'

আরজি করের জুনিয়ার চিকিৎসকদের অনশন কর্মসূচির ১০ দফা দাবিকে সমর্থন জানিয়ে এদিন সকাল ৯টা থেকে জলপাইগুড়ি মেডিকেল কলেজের সুপারস্পেশালিটি বিভাগের সামনে প্রতীকী অনশনে বসেন তিন চিকিৎসক। অনশন মঞ্চে জলপাইগুড়ি নাগরিক সংসদের তরফে একজন চিকিৎসক সহ চারজন প্রতিনিধিও শামিল হয়েছেন। চিকিৎসকরা জানিয়েছেন, সকাল ৯টা থেকে রাত ৯টা পর্যন্ত ১২ ঘণ্টা তাঁদের এই প্রতীকী অনশন চলবে।

দুপুরের পর চিকিৎসকদের একাংশ সেখানে গণ ইস্তফা দেওয়ার সিদ্ধান্ত নেন। এরপর গণ ইস্তফাপত্র লিখে তাতে একে একে চিকিৎসকরা স্বাক্ষর করেন। মেডিসিন বিভাগের চিকিৎসক সুদীপন মিত্র বলছেন, 'ইস্তফা দিলেও আমরা আগামী এক মাস স্বাস্থ্য পরিষেবা চালিয়ে যাব। তারপরও যদি সরকার দাবি নিয়ে কোনও সিদ্ধান্ত না নেয় সেক্ষেত্রে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নেওয়ার কথা ভাবব।' একই কথা বলেছেন মানসিক বিভাগের চিকিৎসক স্বস্তিশোভন চৌধুরী।

জলপাইগুড়ি মেডিকেল কলেজের অধ্যক্ষ ডাঃ প্রবীর দেব অবশ্য চিকিৎসকদের গণ ইস্তফা প্রসঙ্গে কিছুই জানেন না বলে দাবি করেছেন। তাঁর যুক্তি, 'কেউ আমাকে এই বিষয়ে কিছু জানাননি। তবে এদিন থেকে চিকিৎসকদের একাংশ অনশন কর্মসূচিতে বসেছেন। কিন্তু আমাদের হাসপাতালের চিকিৎসা পরিষেবা স্বাভাবিক রয়েছে।'

পঞ্চমীর আক্ষেপ মিটল ষষ্ঠীতে

প্রথম পাতার পর

রাত ৯টা নাগাদ নিউ জলপাইগুড়ি রেলওয়ে ইনস্টিটিউট সংলগ্ন রাস্তাগুলি কার্যত অবরুদ্ধ হয়ে পড়েছিল ভিড়ে। সেন্ট্রাল কলোনির পুজোকে কেন্দ্র করে মাঠের ভিতরেও মানুষের উপচে পড়া ভিড়। ভিড়টা নেহাত কম ছিল না শক্তিগড়ের উজ্জ্বল সংঘ, শক্তিগড় সর্বজনীনের দুর্গাপুজোকে কেন্দ্র করে। যথারীতি মানুষের লম্বা লাইন পড়েছিল সুব্রত সংঘ, দক্ষিণ ভারতনগরের ক্ষণিক সংঘের মণ্ডপের সামনেও। চম্পাসারির শ্রীগুরু বিদ্যামন্দরের মাঠে তো একটা সময় ভিড় এতটাই বেড়ে যায় যে, তা সামাল দিতে রীতিমতো হিমসিম খেতে হয় উদ্যোক্তাদের। খুব একটা পিছিয়ে ছিল না হায়দরপাড়া স্পোর্টিং ক্লাব, রবীন্দ্র সংঘ, রথখোলা স্পোর্টিং ক্লাব অথবা শান্তিনগর নবযুবক সংঘ।

রথখোলায় পুজোমণ্ডপের সামনের লাইনে দাঁড়িয়েছিলেন একদল তরুণ। লাইন না এগোনোয় শিলিগুড়ি কলেজের দ্বিতীয় বর্ষের পড়ুয়া শক্তিপদ দাস বললেন, 'আসতে আসতে তো স্যান্ডউইচ হয়ে গেলাম।' দুর্গাপুজোকে কেন্দ্র করে সূর্যনগরের মাঠে কয়েক বছর ধরেই মেলা হচ্ছে। এদিন রাত ১০টা নাগাদ নাগরদোলনার কাউন্টারের সামনেও লম্বা লাইন। এই ভিড়েই ছিলেন চয়নপাড়ার প্রদ্যুৎ কুশারী। তাঁর বক্তব্য, 'লম্বা লাইনের জন্য মণ্ডপে না ঢুকে মেলায় এসেছি। কিন্তু এখানেও ভিড়ের গেরোয় পড়তে হয়েছে।'

একজনকে বলতে শোনা গেল, 'কেউ আর সপ্তমী, অষ্টমীর জন্য কিছু রাখতে চাইছে না।'

অন্য ছবি অবশ্য ধরা পড়েছে বাগডোগরায়। পঞ্চমীতে বৃষ্টিতে ঠাকুর দর্শন পণ্ড হয়েছিল। ষষ্ঠীতে পুষিয়ে যাবে বলে প্রত্যাশা করা হলেও সেই ভিড় দেখা গেল না বাগডোগরা, শিবমন্দির, মাটিগাড়ায়। পথে যানবাহনের সংখ্যা বেশি থাকলেও, ভিড় জমেনি পুজোমণ্ডপগুলিতে। যাঁরা এদিন পুজো দেখতে এসেছেন তাঁদের সঙ্গে কথা বলে বোঝা গেল, কিছুটা ধুঁকি নিয়েই বের হয়েছেন।

মাটিগাড়া মায়াদেবী ক্লাবের পুজো দেখার জন্য পাথরঘাটা থেকে এসেছেন মেনকা বর্মনরা। মেনকা বললেন, 'গতকাল এসে ভিজে জবজবে হয়ে রাতে বাড়ি গিয়েছিলাম। পুজো দেখা হয়নি। এদিন বাড়ি থেকে বেরিয়েছি আকাশ দেখেই।'

শিবমন্দির বিএড কলেজের মাঠে পঞ্চানন স্মৃতি সংঘের পুজোয় সোনার তরী মণ্ডপ দেখতে এদিন ভিড় হলেও তুলনামূলকভাবে কম ছিল। হাটখোলা দুর্গাপুজোয় এদিন সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান হওয়ায় কিছুটা ভিড় ছিল। লোয়ার বাগডোগরা, বিবেকানন্দপল্লি, লেখানগর, হরেকৃষ্ণপল্লির মহিলা পরিচালিত পুজো, ভুজিয়াপানি, গোঁসাইপুর, রূপসিংজোতে পুজোর আমেজটা অবশ্য ছিল।

সপ্তমী থেকে ভিড়টা বাড়বে, আশায় উদ্যোক্তারা।

ট্রাকের ধাক্কা

কিশনগঞ্জ, ৯ অক্টোবর : কিশনগঞ্জের ঠাকুরগঞ্জ-কিশনগঞ্জ রাজ্য সড়কে বুধবার ষষ্ঠীর সন্ধ্যায় সড়ক দুর্ঘটনায় প্রাণ হারালেন মা ও ছেলে। তাঁরা বাইকের আরোহী ছিলেন। পুলিশ জানিয়েছে, মৃতরা হলেন খুশবু বেগম (৩২) ও রফিক আলম (১২)। গুরুতর জখম হয়েছেন খুশবুর স্বামী মহম্মদ ইসহাক।

নিষ্ফল বৈঠক

প্রথম পাতার পর

গাড়ি কলকাতায় চাঁদনি চকের সামনে পুলিশ আটকে দিলে ধর্মতলা এলাকাজুড়ে ধুন্ধুমার পরিস্থিতি হয়। দু'পক্ষের ধস্তাধস্তিতে জখম হন হেয়ার স্ট্রিট থানার অতিরিক্ত ওসি শ্রাবন্তী ঘোষ। আন্দোলনকারীরা শেষপর্যন্ত গাড়ি ছাড়িয়ে নেন। পরে গাড়ি বাদ দিয়ে হেঁটে পরিক্রমায় নামেন তাঁরা।

পদযাত্রাতেও বাধা দেয় পুলিশ। 'অনুমতি' না থাকায় গাড়ি ও পদযাত্রা আটকানো হয়েছে বলে পুলিশের দাবি। জুনিয়ার চিকিৎসকদের অবশ্য বক্তব্য, অনুমতি ছিল। এই দীর্ঘক্ষণ যানজটে স্তব্ধ হয়ে যায় ধর্মতলা। অফিস ফেরত মানুষ ও পুজোর দর্শনার্থীদের প্রবল ভোগান্তি হয়।

স্বাস্থ্য ভবনে বৈঠক চলাকালীন দক্ষিণ কলকাতার একটি মণ্ডপে বিচারের দাবিতে স্লোগান দেওয়ায় ৯ জনকে পুলিশ আটক করে। প্রতিবাদে অনশন মঞ্চ থেকে জুনিয়ার ডাক্তারদের মিছিল রওনা হয় লালবাজারের দিকে।

তৃণমূল নেতা কুণাল ঘোষ এইসব কর্মসূচিকে কটাক্ষ করে এক্স হ্যান্ডেলে লেখেন, 'মঞ্চে লোক আসছে না। ওদিকে পুজোয় ভিড়। তাই হঠাৎ ম্যাটাডোর নিয়ে পুজোর ভিড়ে গিয়ে প্রচারের নামে যানজট, গোলমালের অপচেষ্টা।' তিনি প্রশ্ন তোলেন, 'সিবিআইয়ের চার্জশিটের পরেও পুজোর সময় অশান্তির চেষ্টা কেন?'

বুধবার ধর্না মঞ্চে গিয়েছিলেন রাজ্যপাল সিভি আনন্দ বোস ও অভিনেত্রী অপর্ণা সেন। মুখ্যমন্ত্রীকে ধর্না মঞ্চে আসার আহ্বান জানান অপর্ণা। অনশনকারীদের সঙ্গে কথা বলেন রাজ্যপাল। অনশনস্থলের বাইরেও নানা কর্মসূচি ছিল আন্দোলনকারীদের। যেমন, আরজি কর হাসপাতালে নির্যাতিতার স্মরণে রক্তদান শিবিরের আয়োজন হয়েছিল। আবার সিবিআই তদন্ত নিয়ে প্রশ্ন তুলে চিকিৎসক ও নার্সদের তিনটি সংগঠন করুণাময়ী থেকে সিজিও কমপ্লেক্স পর্যন্ত মিছিল করে। অনশনকারীদের শারীরিক অবস্থার অবনতিতে গভীর উদ্বেগ প্রকাশ করেছেন শিল্পী-সাংস্কৃতিক কর্মী-বুদ্ধিজীবী মঞ্চের ৭৫ জন সদস্য। সংগঠনের সভাপতি নাট্যব্যক্তিত্ব বিভাস চক্রবর্তী, সাধারণ সম্পাদক দিলীপ চক্রবর্তীর পাশাপাশি মীরাতুন নাহার, সুজাত ভদ্র, পল্লব কীর্তনিয়া, পবিত্র সরকার প্রমুখ মুখ্যমন্ত্রীর হস্তক্ষেপ প্রার্থনা করেছেন। বৃহস্পতিবার তাঁরা ধর্মতলার অনশন মঞ্চে যাবেন। শুক্রবার যাবেন নির্যাতিতার বাড়িতে। মেয়ের খুনের বিচার চেয়ে সোদপুরে বাড়ির সামনে পঞ্চমী থেকে ধর্নায় বসেছেন নির্যাতিতার বাবা-মা।

প্রতিবাদের অপরিচিত ধারার

প্রথম পাতার পর

উঠে এসেছে কর্মক্ষেত্রে নিরাপত্তার অভাব, বিশেষ করে মেয়েদের। এখন গ্রামগঞ্জের প্রচুর ছেলেমেয়ে বাইরে পড়তে যান, তাঁদের অনেকে ডাক্তারি-নার্সিং পড়েন। এই ঘটনায় তাঁদের অভিভাবকরা ভয়, অনিশ্চয়তায় ভুগছেন।

এঁরা অনেকে চিকিৎসার জন্য সরকারি হাসপাতালে যান। সেখানকার চরম দুরবস্থা জানতে পারেন নিজেদের অভিজ্ঞতা থেকে। শ্রমিক হিসাবে, নারী হিসাবে, নাগরিক হিসাবে সুচিকিৎসার সুযোগ থেকে এই বঞ্চনার সঙ্গে এখন জুড়ে যাচ্ছে চিকিৎসকদের নিরাপত্তাহীনতাজনিত ক্ষোভ, যন্ত্রণা। তিলোত্তমার জন্য প্রতিবাদের সঙ্গে সব জুড়ে গিয়েছে।

গত কয়েক বছরে একের পর এক দুর্নীতির অভিযোগ সামনে এসেছে। চিটফান্ড কেলেঙ্কারি থেকে শিক্ষক ও অন্যান্য নিয়োগে দুর্নীতি, কাটমানি সংস্কৃতি, বালি-কয়লা ইত্যাদি পাচারে অনিয়ম, পঞ্চায়েত বা পুরসভায়, নানা আর্থিক কেলেঙ্কারি, ১০০ দিনের কাজ প্রকল্পের বরাদ্দ নয়ছয়- তালিকাটা দীর্ঘ। এইসব ঘটনায় ক্ষোভের বারুদ জমেছিল অনেকদিন। এর সঙ্গে সরকারের অসহিষ্ণু মনোভাব, নির্বাচনের নামে প্রহসন, দুর্নীতি-নৈরাজ্যের সিন্ডিকেট, শাসনের স্বৈরতান্ত্রিক ঝোঁক, বেকারত্ব ইত্যাদি এই আন্দোলনে স্ফুলিঙ্গের কাজ করেছে।

আরেকটি দিক থেকে নাগরিকদের এই আন্দোলন আলাদা হয়ে উঠেছে। তা হল রাজনৈতিক দলগুলির প্রথাগত আন্দোলনের ছক ভেঙে দেওয়া। পশ্চিমবঙ্গে বেশ কিছুদিন ধরে বিভিন্ন ঘটনায় গণবিক্ষোভ ফেটে পড়ার বহু উপাদান ছিল। যেমন কামদুনি, বগটুই ইত্যাদি। যেসবের প্রতিবাদ শুরু হলেও তা কখনও বিরোধী দলগুলির বিক্ষোভ বা নাগরিক সমাজের এক অতি ক্ষুদ্র অংশের নিয়মমাফিক প্রতিবাদে আটকে থাকায় শাসকের তেমন বিপদ হয়নি।

ফলে ক্রমাগত প্রতিটি নির্বাচনে তৃণমূল জয়লাভ করেছে, আসন বাড়িয়েছে। বিরোধীরা, বিশেষ করে বামপন্থীরা, পঞ্চায়েত ও অন্যান্য স্থানীয় স্বায়ত্তশাসিত সংস্থায় ক্ষমতাহীন এবং যোগাযোগহীন হওয়ার ফলে আন্দোলনের তীব্রতাকে বা মিছিল, জনসভার ভিড়কে নির্বাচনি ফলাফলে পরিণত করতে পারেনি। তৃণমূল বিরোধীদের প্রতিটি আন্দোলনকে সহজে দমিয়ে দিতে পেরেছে।

কিন্তু আরজি করের ঘটনা পরবর্তী রাজনৈতিক পরিচয়হীন এই রাজ্য সরকারের সামনে যে পরিস্থিতি তা তৈরি করেছে, তা নতুন এবং চিরাচরিত সিলেবাসের বাইরের। ফলে পরিচিত পথে সেই আন্দোলনকে দমন করতে পারছে না। কখনও উৎসবের নামে, কখনও রাজনৈতিক পরিচিতির নামে, কখনও ডাক্তার বনাম রোগীর বিভাজনে আন্দোলনটিকে ভেঙে দেওয়ার চেষ্টা করা হচ্ছে বটে, তবুও আন্দোলন চলছে। তরুণী চিকিৎসকের হত্যাকাণ্ডের পর প্রায় দুই মাস পার হলেও প্রতিবাদ বন্ধ হয়নি। স্বাভাবিক নিয়মে রাস্তায়, মিছিলে-জমায়েতে ভিড় কমলেও লাগাম পড়েনি বিক্ষোভের তীব্রতায়। বরং উৎসবেও প্রতিবাদ জারির বার্তা স্পষ্ট হচ্ছে। সেই আন্দোলন সফল হবে কি না, তার উত্তর না হয় ভবিষ্যতের উপরেই আপাতত ছেড়ে রাখা যাক।

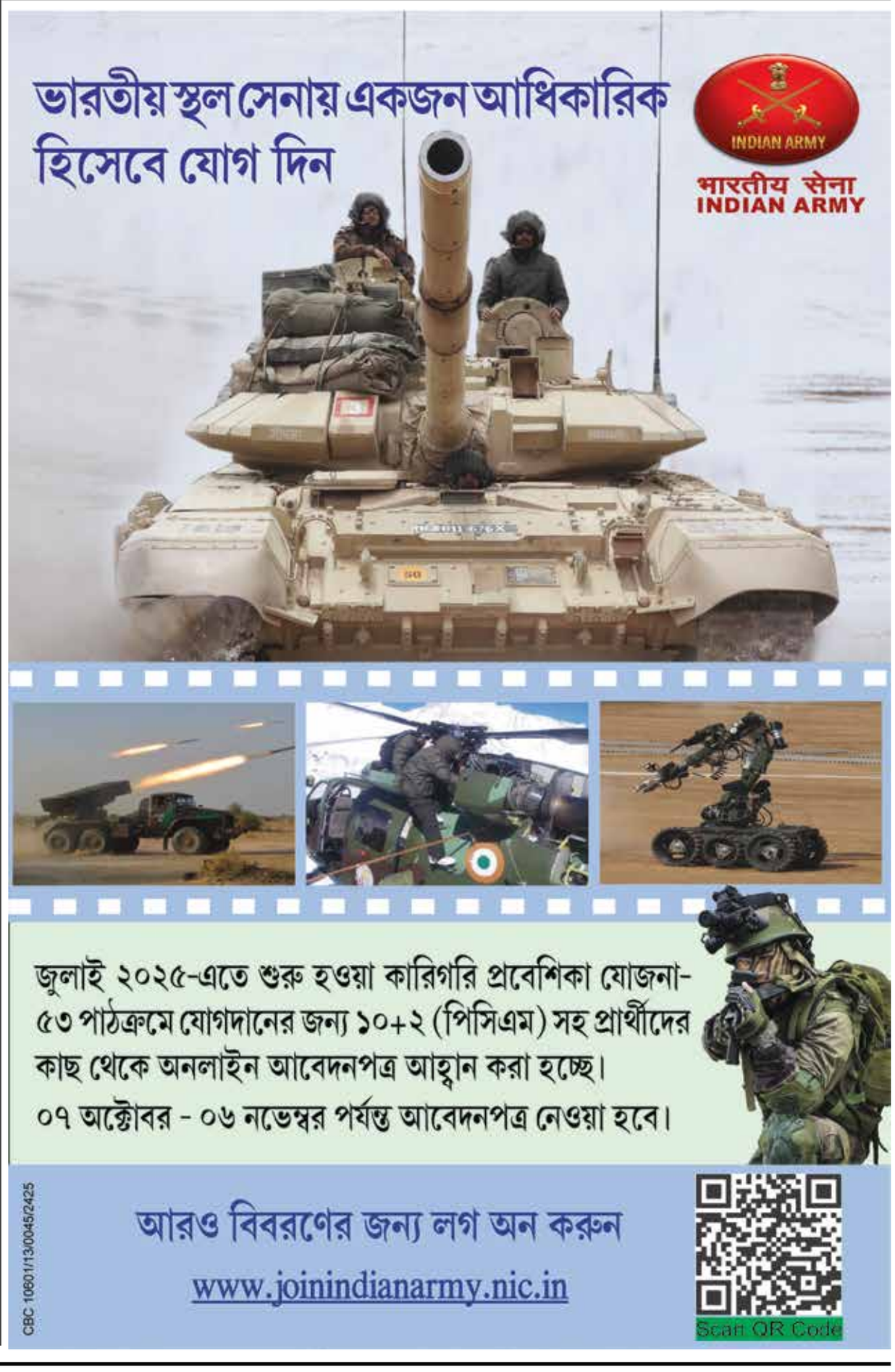

(১) সুব্রত সংঘে পুজো দেখতে দর্শনার্থীদের ঢল। (২) চয়নপাড়া মহিলা পরিচালিত পুজো কমিটির প্রতিমা। (৩) মিত্র সম্মিলনীর একচালার প্রতিমা। (৪) প্রবর্তক মহিলা সংগঠনের প্রতিমা। (৫) পূর্বাচল দুর্গাপুজো কমিটির মণ্ডপসজ্জা। ছবিগুলি তুলেছেন : শান্তনু ভট্টাচার্য, সূত্রধর ও তপন দাস।

বৈষ্ণব মতে পুজো

শিলিগুড়ি, ৯ অক্টোবর : ১১ বছর বয়স থেকেই দুর্গাপ্রতিমা গড়েন শুভঙ্কর দাস। আগে প্রতিবছর তাঁর তৈরি প্রতিমার পুজো হত মেজোবাড়িতে। কয়েক বছর ধরে অবশ্য কুমোরটুলি থেকে নিয়ে আসা হচ্ছে। সেখানে থাকছে সাবেকিয়ানার ছোঁয়া। বৈষ্ণব রীতি মেনে দেবীর আরাধনা হয় ঝংকার মোড় সংলগ্ন জ্যোতিনগরের মেজোবাড়িতে। ব্রাহ্মণবাড়ি থেকে নারায়ণ শিলা নিয়ে আসা হয় ষষ্ঠীতে। তারপরেই শুরু হয়ে যায় পুজো। সপ্তমীতে অর্পণ করা হয় সাদা ভোগ অর্থাৎ রংহীন পদ। কচিকাঁচাদের আনন্দ-উচ্ছ্বাস, প্রবীণদের স্মৃতিচারণা, তরুণ প্রজন্মের আড্ডায় জমজমাট থাকে গোটা এলাকা। শুভঙ্করের সঙ্গে কথা বলে জানা গেল, ছোটবেলা থেকেই নিজের হাতে গড়তেন দেবী প্রতিমা। সেই প্রতিমাকে পুজো করা হত বাড়িতে। এখন সময়ের অভাব এবং কর্মব্যস্ততায় সেটা হয়ে ওঠে না। কুমোরটুলি থেকে প্রতিমা কেনা হলেও আবেগটা একই রয়েছে। পুজো বৈষ্ণব রীতিতে হলেও দেওয়া হয় চালকুমড়ো বলি। সেসময় নারায়ণ শিলা আর শিবলিঙ্গ ঢেকে রাখা হয়।

ভোগেও রয়েছে অভিনবত্বের ছাপ। সপ্তমীতে সাদা ভোগ, অষ্টমীতে খিচুড়ি সঙ্গে অর্পণ করা হয় নানা পদ। সন্ধিপুজোয় চিনি, সন্দেশ আর পায়েস। নবমীতে পোলাও এবং রকমারি পদ। দশমীতে পান্তা আর কচু শাক। দেবীর জন্য শান্তিপুর ও বেগমপুরের তাঁতের শাড়ি নিয়ে আসা হয়। দশমীতে বিসর্জনে বাড়ির ছেলে-বৌরা অংশগ্রহণ করেন না। একাদশীতে একই মণ্ডপে হয় নারায়ণপুজো। বাড়ির পুজো হলেও গণ্ডি ছাড়িয়ে উৎসবের আমেজ ছড়িয়ে পড়ে পাড়াজুড়ে।

গোটা পাড়া যেন একসঙ্গে মেতে ওঠে এই কয়েকটি দিন। হয় নাচ-গান-কবিতা পাঠ। স্থানীয়দের মধ্যে বংশী মাহাতো, সুদর্শন সাহারা বলছিলেন, 'মেজোবাড়ির পুজোর জন্য সারাবছর অপেক্ষা করি।' শুভঙ্করের কথায়, 'আমাদের বাড়ির পুজো সবার কাছে একটা আবেগ। খুব আনন্দ হয় এই সময়ে।'

পুজোর গেটে হিম্মতের বিজ্ঞাপন

ফের দিলীপের তোপ মেয়রকে

শিলিগুড়ি, ৯ অক্টোবর : শিলিগুড়ি পুরনিগমের মেয়র পারিষদ দিলীপ বর্মনকে নিয়ে বিতর্ক কিছুতেই থামছে না। এর আগে তিনি নানা বিতর্কে জড়িয়ে খবরের শিরোনামে এসেছেন। এবার পুজোর গেট লাগানো নিয়ে বিতর্ক শুরু হয়েছে। ফের তিনি নিশানা করেছেন মেয়র গৌতম দেবকে। দিলীপকে চম্পাসারি মোড়ে বিজ্ঞাপনের গেট বানাতে না দেওয়া এবং সেই জায়গায় জমি কেলেঙ্কারিতে অভিযুক্ত হিম্মত সিং চৌহানের দোকানের বিজ্ঞাপনের গেট থাকাকে কেন্দ্র করে যাবতীয় ঝামেলা।

চম্পাসারি মোড়ে মুখ্যমন্ত্রী ও অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের ছবি সহ একটি বিজ্ঞাপনের গেট বানাতে চেয়েছিলেন দিলীপ। তাঁর অভিযোগ, 'মেয়র আইসির মাধ্যমে আমায় ওই ব্যানার না লাগানোর নির্দেশ দিয়েছেন।' মুখ্যমন্ত্রী ও অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের ছবির থেকেও জমি কেলেঙ্কারিতে নাম জড়িয়ে পড়া চৌহানের দোকানের বিজ্ঞাপন কেন বেশি গুরুত্বপূর্ণ হয়ে গেল, এই প্রশ্নও তুলেছেন মেয়র পারিষদ। যদিও বিষয়টি এড়িয়ে যাওয়ার চেষ্টা করেছেন মেয়র গৌতম দেব। তিনি বলেন, 'আমি শুধু ওখানে পুজোর উদ্বোধন করতে গিয়েছিলাম। এর থেকে বেশি কিছু জানি না।'

প্রসঙ্গত, চম্পাসারি মোড়ে সব্যসাচী ক্লাবের সামনে বাঁশের গেট বানানো নিয়ে বিতর্কের সূত্রপাত। সব্যসাচী ক্লাবের তরফে দাবি করা হয়, ওই জায়গায় তারা প্রতিবার বিজ্ঞাপনের গেট লাগিয়ে থাকে। তবে এবার মেয়র পারিষদ নিজের ছবি ব্যবহারের জন্য গেট বানাচ্ছেন।

> আমি শুধু ওখানে পুজোর উদ্বোধন করতে গিয়েছিলাম। এর থেকে বেশি কিছু জানি না।
>
> **গৌতম দেব,** *মেয়র*

এ নিয়ে সব্যসাচী ক্লাব মেয়রের দ্বারস্থ হয়। দিলীপের বক্তব্য, 'আইসিকে আমার ব্যানার খুলে দেওয়ার নির্দেশ দেন মেয়র।' আর এরপরই নাকি জমি কেলেঙ্কারিতে অভিযুক্ত হিম্মতের দোকানের বিজ্ঞাপন বসে যায় ওই গেটে। কিছুদিন আগেই রাস্তার কাজ নিয়ে মেয়রের বিরুদ্ধে সরব হয়েছিলেন দিলীপ। ফের তিনি সরব হলেন।

সেন্ট্রাল কলোনির থিমের প্রতিমা। ছবি : তপন দাস

দুষ্টুমি নয়, বোঝাচ্ছে পরিবার

কুমারী রূপে পুজো হবে ছোট্ট সুপ্রীতির

পারমিতা রায়

শিলিগুড়ি, ৯ অক্টোবর : শিলিগুড়ির শ্রীরামকৃষ্ণ বিবেকানন্দ সোসাইটিতে এবার কুমারী রূপে পূজিতা হবে সুপ্রীতি গঙ্গোপাধ্যায়। সারদা শিশুতীর্থের প্রথম শ্রেণির ছাত্রী সুপ্রীতি ৩৪ নম্বর ওয়ার্ডের সূর্য সেন কলোনির বি ব্লকের বাসিন্দা। মেয়ের কুমারী রূপে পূজিতা হওয়ার বিষয়ে বাবা সুবীর গঙ্গোপাধ্যায় বললেন, 'আমার মেয়ে আপাত শান্ত হলেও একটু দুষ্টুমিও করে। পুজোর জন্য তো দীর্ঘক্ষণ চুপচাপ বসে থাকতে হবে। সেকারণে বিষয়টি মেয়েকে বোঝাচ্ছি।'

শ্রীরামকৃষ্ণ বিবেকানন্দ সোসাইটির দুর্গাপুজোর এবার ৪০তম বর্ষ। প্রতিবারের মতো এবারও অষ্টমীর দিন বেলুড় মঠের নিয়ম মেনে কুমারীপুজোর আয়োজন করেছে তারা। সেখানেই পূজিতা হবে সুপ্রীতি। সপ্তাহ দুয়েক আগে স্কুল থেকে এবিষয়ে প্রস্তাব এসেছিল গঙ্গোপাধ্যায় পরিবারের কাছে। বাবা সুবীর গঙ্গোপাধ্যায় সহ পরিবারের সকলেই এখন সুপ্রীতিকে কুমারী রূপে পূজিতা হতে দেখার অপেক্ষায় প্রহর গুনছেন। সুবীরের কথায়, 'সপ্তাহ দুয়েক আগে স্কুলের তরফে মেয়েকে পুজোর কথা বলা হয়। আমিও সঙ্গে সঙ্গে রাজি হয়ে যাই।' শ্রীরামকৃষ্ণ বিবেকানন্দ সোসাইটিতে মেয়েকে নিয়ে গিয়েছিলেন সুবীর। সেখানেই চলে পরবর্তী প্রক্রিয়া। সুবীর বলেন, 'এখন ওকে ধীরে ধীরে পুজোর জন্য প্রস্তুত করা হচ্ছে।' এদিকে, পূজিতা হবে শুনে বছর সাতের সুপ্রীতিও বেজায় খুশি। বিষয়ের গুরুত্ব বুঝে প্রস্তুতিতে ব্যস্ত।

সোসাইটির সম্পাদক কমল মজুমদারের বক্তব্য, 'প্রতিবছর আমাদের এখানে কুমারীপুজো হয়। এবারও আমরা সেটাই করছি। বেশ কয়েকজনের মধ্যে শাস্ত্রীয় দিক থেকে যাকে ঠিক মনে হয়েছে, আমরা তাকে নির্বাচিত করেছি। উৎসবের দিনগুলো সবার ভালো কাটুক, সেটাই দুর্গা মায়ের কাছে প্রার্থনা।'

প্রতিমা দেখে শিশুর হাসি প্রবীণদের

তমালিকা দে

শিলিগুড়ি, ৯ অক্টোবর : পুজো দেখতে যাওয়ার আনন্দে সকাল সকাল বাড়ির কাজ সেরে নিয়েছিলেন রথখোলার বাসিন্দা কল্পনা চট্টোপাধ্যায়। দেশবন্ধুপাড়ার পূর্ণিমা রক্ষিত আবার আলমারি খুলে বের করে নিয়েছিলেন নতুন শাড়ি। বয়স যাই হোক না কেন, পুজোর প্যান্ডেল হপিংয়ের মজাই যে আলাদা। ষষ্ঠীর দুপুরে তাই প্রবীণ মুখগুলোতে দেখা গেল অনাবিল হাসি। কেউ ওয়াকিং স্টিক নিয়ে, কেউ আবার নাতির হাত ধরে এলেন প্রতিমা দর্শনের জন্য।

পুজোর আনন্দে যাতে সবাই মেতে উঠতে পারেন, সেজন্য শিলিগুড়ি পুরনিগমের কয়েকটি ওয়ার্ড কমিটির উদ্যোগে এলাকার প্রবীণদের নিয়ে পুজো পরিক্রমার আয়োজন করা হয়েছিল। বাসে করে তাঁদের ঘোরানো হয়েছে শহরের মণ্ডপে মণ্ডপে। আর তাতেই বেজায় খুশি সকলে।

পরিবারের প্রবীণদের মন ভালো রাখা যেমন জরুরি, তেমনই তাঁদের শখ পূরণ করাও খুব একটা কঠিন নয়। হাঁটু-কোমরের ব্যথায় নাস্তানাবুদ হলেও প্যান্ডেলে ঘুরে ঘুরে ঠাকুর দেখার ইচ্ছে সকলেরই ষোলো আনা। এই যেমন রথখোলার বাসিন্দা যোগমায়া ধরের কথাই ধরা যাক। বাতের ব্যথার জন্য বেশিক্ষণ হাঁটতে ভীষণ অসুবিধা তাঁর। কিন্তু ঠাকুর দেখা তো তাই বলে মিস করা যাবে না! ওয়ার্ড কমিটির উদ্যোগে পুজো পরিক্রমার আয়োজনের কথা শুনেই হাসি তাঁর মুখে। বুধবার ২২ নম্বর ওয়ার্ড কমিটির উদ্যোগে আয়োজিত পুজো পরিক্রমায় দাদাভাই স্পোর্টিং ক্লাবের পুজোমণ্ডপের সামনে দেখা গেল এই ষাটোর্ধ্বকে। একগাল হাসি দিয়ে বললেন, 'পুজোয় ঘোরার আনন্দ তো বছরে একবার। আর সবার সঙ্গে ঠাকুর দেখার মজা অন্যরকম।'

দেশবন্ধুপাড়ার বাসিন্দা রাখালচন্দ্র রায় তো ঘুরতে যাবেন বলে সকাল সকাল স্নান সেরে তৈরি হয়ে গিয়েছিলেন। তাঁর কথায়, 'ছোটবেলার মতো আজও পুজো এলে মনে হয়, কখন ঠাকুর দেখতে যাব।' ওয়ার্ডের প্রবীণদের মুখে এই হাসিটা দেখার জন্যই এদিন ৩০ নম্বর ওয়ার্ড কমিটির তরফে চারটি বাসে করে পুজো পরিক্রমার আয়োজন করা হয়েছিল। ওয়ার্ডের প্রায় একশো প্রবীণ পরিক্রমায় অংশ নেন। স্থানীয় কাউন্সিলার সাথী দাস বলছেন, 'খুব আনন্দ করে সবাই ঠাকুর দেখেছেন। শহরের সব বড় মণ্ডপগুলি ঘোরানো হয়েছে।'

পঞ্চমীর রাতে বৃষ্টি হওয়ায় ষষ্ঠীর দিন আবহাওয়া কেমন থাকবে তা নিয়ে চিন্তায় ছিলেন উদ্যোক্তারা। তবে, এদিন সকাল থেকে ঝলমলে আকাশ থাকায় দুপুরে স্বস্তিতে ঠাকুর দর্শন করতে পেরেছেন প্রবীণরা। ভিড় এড়াতেই যে ষষ্ঠীর দিন এই পরিক্রমা করানো হয়েছে, তা জানিয়েছেন ২২ নম্বর ওয়ার্ডের কাউন্সিলার দীপ্ত কর্মকার।

অন্যদিকে, পুজোয় অন্তত একটা দিন যাতে নতুন পোশাকে সেজে উঠতে পারেন দুঃস্থরা, সেইজন্য ৩৪ নম্বর ওয়ার্ডের সি ব্লকের রবীন্দ্র সংঘ ক্লাবের উদ্যোগে ও ওয়ার্ড কমিটির সহযোগিতায় স্থানীয় রবীন্দ্র মঞ্চে বস্ত্র বিতরণ করা হয়। ওয়ার্ডের ১০০ জন দুঃস্থ মহিলার হাতে শাড়ি তুলে দেওয়া হয়েছে বলে স্থানীয় কাউন্সিলার বিমান তপাদার জানিয়েছেন।

২২ নম্বর ওয়ার্ডে পুজো পরিক্রমায় প্রবীণদের সঙ্গে উদ্যোক্তারা। বুধবার ষষ্ঠীর দিন। –সংবাদচিত্র

বৃহস্পতিবার, ২৩ আশ্বিন ১৪৩১, ১০ অক্টোবর ২০২৪

উত্তরবঙ্গ সংবাদ

■ ৪৫ বর্ষ ■ ১৪৪ সংখ্যা

বাস্তবের নিরিখে

আরও একবার বিপুল ভোটে হরিয়ানা দখল করল বিজেপি। হরিয়ানায় এই প্রথম কোনও দলের ক্ষমতায় ফেরার হ্যাটট্রিক হল। এই কৃতিত্ব অর্জনে উচ্ছ্বসিত গেরুয়া শিবির। ভোটপর্বে আশাবাদী হলেও কংগ্রেসের যাত্রাভঙ্গ হয়েছে হরিয়ানায়। তবে জম্মু ও কাশ্মীরে ৩৭০ অনুচ্ছেদ বিলোপ পরবর্তী প্রথম বিধানসভা ভোটে ক্ষমতায় এল ন্যাশনাল কনফারেন্স-কংগ্রেস জোট। কাশ্মীর উপত্যকায় যথেষ্ট ভালো ফল করেছে ন্যাশনাল কনফারেন্স। কংগ্রেসের সাফল্য সেখানে আহামরি নয়।

বরং বিজেপি জম্মুতে প্রত্যাশিত ফল করেছে। তাদের আসন এবং প্রাপ্ত ভোট, দুটোই অনেক বেড়েছে। তবে উপত্যকা তাদের থেকে মুখ ঘুরিয়ে রাখায় প্রশ্নের মুখে বিজেপির কাশ্মীর নীতি। যদিও জম্মু ও কাশ্মীরে বিজেপির প্রধান বিরোধী দল হওয়ার কৃতিত্ব মামুলি ব্যাপার নয়। ধরাশায়ী মেহবুবা মুফতির পিডিপি এবং হরিয়ানায় প্রাক্তন উপমুখ্যমন্ত্রী দুষ্যান্ত সিং চৌতালার জেজেপি।

নরেন্দ্র মোদি সাফল্যের যাবতীয় কৃতিত্ব বিকাশের রাজনীতিকে দিয়েছেন। লোকসভা ভোটে বিজেপির ৪০০ পারের স্বপ্ন ভেঙে চুরমার হয়ে গিয়েছিল। শরিকদের সাহায্য নিয়ে সরকার গঠন করতে হয়েছিল মোদিকে। একদিকে শরিকি নির্ভরতা, অন্যদিকে সংসদে 'ইন্ডিয়া' জোটের শক্তিবৃদ্ধিতে বেকায়দায় পড়ে এনডিএ সরকার। হরিয়ানায় প্রত্যাবর্তন এবং জম্মুতে জয় সেই অস্বস্তি কাটিয়ে বিজেপিকে অনেকটা চাঙ্গা করে দিল।

মহারাষ্ট্র, ঝাড়খণ্ড এবং দিল্লির বিধানসভা ভোটের আগে এই সাফল্য গেরুয়া শিবিরের পালে হাওয়া দিল। উলটো ছবি কংগ্রেসে। রাহুল গান্ধি, মল্লিকার্জুন খাড়গেদের হরিয়ানা এবং জম্মু ও কাশ্মীর জয়ের আত্মবিশ্বাসে জোর ধাক্কা লেগেছে। গুচ্ছ গুচ্ছ প্রতিশ্রুতি দিয়েছিল কংগ্রেস। দলের ঘুণ ধরা অবস্থা তাদের বিবেচনার মধ্যে ছিল না। প্রদেশ স্তরে দলে প্রবল গোষ্ঠীকোন্দল সম্পর্কে ওয়াকিবহাল থাকলেও ড্যামেজ কন্ট্রোলে বিশেষ মাথা ঘামায়নি কংগ্রেস।

হরিয়ানায় 'ইন্ডিয়া'র শরিক আপের সঙ্গে জোটের কথাবার্তা অনেকদূর এগোলেও রাজ্যের নেতাদের কথায় আলোচনা ভেস্তে দেওয়া হয়। আপ প্রায় ২ শতাংশ ভোট পেয়েছে। বিজেপি এবং কংগ্রেসের মধ্যে ভোটপ্রাপ্তির ফারাক সামান্যই। আপের ২ শতাংশ কংগ্রেসের সঙ্গে থাকলে লজ্জাজনক হারের হাত থেকে মুক্তি পাওয়ার সম্ভাবনা থাকত।

কংগ্রেস হরিয়ানায় ইভিএমে কারচুপির অভিযোগ তুলেছে। নির্বাচন কমিশনের ভূমিকা নিয়েও প্রশ্ন তুলেছে। ইভিএমে কারচুপির অভিযোগ অতীতে বহুবার উঠলেও প্রমাণ হয়নি কখনও। বরং কংগ্রেসের তরফে জম্মু ও কাশ্মীরের জয়কে সংবিধানের জয় এবং হরিয়ানার হারকে অপ্রত্যাশিত বলার মধ্যে দ্বিচারিতা স্পষ্ট। অথচ হরিয়ানায় দলের রণকৌশলের ভুলটা নিয়ে উচ্চবাচ্য নেই কংগ্রেসে।

বিজেপির মতো রেজিমেন্টেড আরএসএসের সমর্থনপুষ্ট দলকে নির্বাচনে হারাতে যতটা ঐক্যবদ্ধ হয়ে লড়াইয়ে নামা উচিত, হরিয়ানায় কংগ্রেসে তেমন দেখা যায়নি। জম্মু ও কাশ্মীরে পিছিয়ে পড়ার পিছনে কংগ্রেসের সাংগঠনিক দুর্বলতা অন্যতম কারণ। গতবছর কর্ণাটক বিধানসভা ভোটে কংগ্রেস নেতারা যেভাবে একজোট হতে পেরেছিলেন, হরিয়ানায় তা হয়নি। তার প্রধান কারণ, জাঠভূমের নেতাদের বাস্তববোধের অভাব।

গোষ্ঠীকোন্দল বিজেপিতেও রয়েছে। কোনও কোনও ক্ষেত্রে কংগ্রেসের থেকে অনেক বেশি। কিন্তু বিজেপির শীর্ষ নেতৃত্ব সেই কোন্দল ঠেকাতে যতটা কঠোর হতে পারে, কংগ্রেস ততটা হতে পারে না।

সবথেকে বড় কথা বিজেপি লোকসভা ভোটের ভুল থেকে শিক্ষা নিয়ে ঘুরে দাঁড়িয়েছে। কংগ্রেস মুখে আত্মসমালোচনা এবং সংশোধনের কথা বললেও এআইসিসি থেকে ব্লক নেতৃত্ব কাজে তার প্রতিফলন দেখানোয় ততটা আগ্রহী ছিল না। নির্বাচন কমিশনকে দোষারোপ না করে জনতার রায় মাথা পেতে নিয়ে বরং ভুল থেকে শিক্ষা নিতে পারে কংগ্রেস নেতৃত্ব।

অমৃতধারা

পুণ্যকাজ হচ্ছে সেইটা যা আমাদের উন্নতি ঘটায়, আর পাপ হচ্ছে–যা আমাদের অবনতি ঘটায়। মানুষের মধ্যে তিনরকম সত্তা থাকে- পাশবিক, মানবিক এবং দৈবী। যা তোমার মধ্যে দৈবীভাব বাড়িয়ে তুলতে সাহায্য করে তা-ই হচ্ছে পুণ্য। আর যা তোমার মধ্যে পশুভাব বাড়িয়ে তোলে- তা পাপ। তোমাকে ধ্বংস করতেই হবে পশুসত্তাকে, হয়ে উঠতে হবে প্রকৃত 'মানুষ' প্রেমময় এবং দয়াশীল। তারপর তা-ও অতিক্রম করে যেতে হবে। হয়ে উঠতে হবে শুদ্ধ আনন্দ- সচ্চিদানন্দ ; যেন এমন এক আগুন যা দহন করবে না কখনও, অপূর্ব ভালোবাসায় পূর্ণ - যে ভালোবাসায় মানুষের ভালোবাসার দুর্বলতা নেই, নেই কোনও দুঃখবোধ।

-স্বামী বিবেকানন্দ

উত্তরবঙ্গের সশস্ত্র জীবন্ত দুর্গারা

বেঁচে থাকতে তাঁদের হাতে শস্ত্র তুলে নিতে হয়। শঙ্খ, চক্র, গদা, ত্রিশূলধারিণী দেবী নাই বা হলেন, তাঁরা আমাদের নমস্য।

শ্যামলী সেনগুপ্ত

সপ্তমীর নবপত্রিকা স্নান শুরু হল। নয়টি গাছের ডাল সহ পাতা বেঁধে দেওয়া হচ্ছে কলা গাছের কাণ্ডে, শ্বেত অপরাজিতার লতা আর হলুদ সুতো দিয়ে। বলা হয়, একেকটি গাছ দেবীর একেক রূপের প্রতীক। ভিন্ন ভিন্ন এই রূপ এক নারীর মধ্যে প্রকাশিত হয় সময় ও পরিবেশ-পরিস্থিতির চলন ও বদলের পরিপ্রেক্ষিতে। তাই কি নারীকে সময় বিশেষে দশভুজার সঙ্গে তুলনা করা হয়?

এ কথা অনস্বীকার্য যে, দশভুজা বললেই আমাদের কল্পনার চোখে ভেসে ওঠে মহিষাসুর দলনী দেবী দুর্গার রূপ। অসুর নাকি অশুভ যা, তার প্রতীক! সুতরাং, সাদা চোখে অর্থাৎ কনীনিকার ওপর একটি সাদা পর্দা টেনে আমরা শুভাশুভ-র ব্যাপারটি ব্যাখ্যা করতে পারি। তবে আরেকটু অন্যভাবে ভাবলে আর্য ও অনার্যদের সংঘর্ষ ভেসে ওঠে। জেগে ওঠে ভূমি দখলের প্রশ্ন। যে ভূমিতে আমার বিচরণ সেখানে যদি বাইরে থেকে অনুপ্রবেশকারী এসে দখলের লড়াই শুরু করে খনিজ ও শস্য সম্পদের জন্য, তবে সুর তো কাটবেই। সুর হয়ে উঠবে অসুর।

তীব্র অহং, ক্রোধ আর শক্তির বিরুদ্ধে তখন জয়পতাকাটি ঊর্ধ্বে তুলে ধরার জন্য অপারগ দেবতারা এগিয়ে আসবে, নারী শক্তিকে সামনে রেখে, তাকে অস্ত্রশস্ত্রে সাজিয়েগুছিয়ে, তাকে শিখণ্ডী করে। তাকে ভয়ংকরী করে তুলতে মাধ্বীকের সাহায্য নেওয়া হবে, যাতে সে তার চিন্তন ও মননকে ভুলে যেতে পারে সাময়িকভাবে।

এমনটা তো ভাবা যেতেই পারে যে, অনার্যরা নারীর বিরুদ্ধে অস্ত্র তুলত না, তার প্রতি তাচ্ছিল্যের কারণে নয়, তাকে সম্মান করে। আমার ভাবনা বরং আমাতেই ব্যাপৃত হোক। আমি বরং ঘুরে আসি বাস্তবের দুর্গাদের কাছ থেকে। আমার দুর্গারা প্রান্তিক, তারা এই অঞ্চলের আদি বাসিন্দা। আদিম নয় কিন্তু আদি।

এই ধরা যাক, আন্ধারি রাভার কথা। তিনি যান ধান গাড়ার কাজে, দেশি বাঙালিদের জমিতে। খুব ভোরে উঠে রান্না করে, খেয়ে, বেরিয়ে যান আরও অনেকের সঙ্গে। শুধু ধান গাড়া নয়, ফরেস্টে হাজিরা, জঙ্গল থেকে জ্বালানির জোগাড় সবই করতে হয় তাঁকে। এর পাশাপাশি তিনি রাভা লোকনৃত্য ও লোকগানের স্বীকৃত শিল্পী। সুতরাং যদি দুর্গার সঙ্গে তুলনা করতে যান ভদ্রমণ্ডলীগণ, তবে ইনি দুর্গার বরাবর।

বলছি, এই রাভা, মেচ, নেপালি জনজাতি হোক কিংবা জঙ্গলে কাজ করতে নিয়ে আসা ঝাড়খণ্ডী, ওরাওঁ, আদিবাসী সম্প্রদায়ের মহিলারাই হোক, যাঁরা বেশি করেন হাজিরার কাজ। নদী থেকে পাথর-বালি তোলার কাজ হোক অথবা খেতমজুরের কাজ কিংবা বনের হাজিরা। এইসব প্রান্তিক জনজাতির মহিলারা যেমন সামলান ঘর, তেমনই ঘর সামলানোর জন্য বেরিয়ে পড়েন বাইরের কাজে। ধান গাড়া, পাট কাটা, পাট জাগ দেওয়া, ধোয়া, মেলার কাজ মেয়ে-বৌরাই করেন।

আবার জাকোই নিয়ে বা ধকসা নিয়ে মেয়েরা বেরিয়ে পড়েন মাছ ধরতে। মাছ ধরা, মাছ বিক্রি করা সবটাই সামলে নেন নিজের হাতে। মাত্র দুটো হাত মানুষের। এই দুই হাতে কখনও জাকোই, কখনও গামলা, কখনও ইয়াব্বড় কাঁচি বা কাটারি। এই তাঁদের অস্ত্র। পূর্বজদের থেকে পাওয়া অস্ত্রশস্ত্র। কুরমাই বনবস্তির তারাতি ওরাওঁ মাঠের কাজ না থাকলে তোর্ষা নদীতে পাথর তুলতে যান। দোয়েল ডাকা ভোরে উঠে সংসারের কাজ, রান্নাবান্না সেরে, আরও অনেকের সঙ্গে পিকআপ ভ্যান ধরেন। পাঁচ-ছয়জন একেক দলে কড়াই বা গামলা হাতে। ট্র্যাক্টরের সঙ্গে জুড়ে দেওয়া একেকটা ট্রলির সঙ্গে একেকটি দল নদীর বুকে ঘুরে ঘুরে পাথর তোলেন। পাথর ডাম্পিং গ্রাউন্ডে দিয়ে খালি করে ফিরে আসতে বড়জোর পনেরো মিনিট। এটুকুই হাঁফ ছাড়ার সময়।

আর কয়েক দিন পরে কালীপুজো। তার আগে পথের ধারে মাটির প্রদীপ নিয়ে বসে যাবেন যে মহিলারা, তাঁরা প্রদীপ গড়ার কাজেও সিদ্ধহস্ত। তারপর শীত নামবে। রাস্তায় দেখা যাবে নানা বয়সের মহিলা ভাপা পিঠে বিক্রি করেন। অসাধারণ দক্ষতায় সামান্য সময়ে পিঠে তৈরি করে খবরের কাগজে মুড়ে হাতে তুলে দেন। কী স্বাদ সেই হাতেগরম পিঠের! সারাদিন ঘর গেরস্থালি সামলে, পিঠের উপকরণ প্রস্তুত করে, সরঞ্জাম নিয়ে বেরিয়ে পড়েন সন্ধ্যা নামলে।

এই তো আর কয়েক দিন পরে কালীপুজো। তার আগে আমাদের শহর ও শহরতলির পথের ধারে মাটির প্রদীপ নিয়ে বসে যাবেন যে মহিলারা, তাঁরা কিন্তু প্রদীপ গড়ার কাজেও সিদ্ধহস্ত। কালীপুজোর পর শীত নামবে গ্রাম ও শহরের বুকে। শহরের রাস্তায় দেখা যাবে নানা বয়সের মহিলাকে। এঁরা ভাপা পিঠে বিক্রি করেন। অসাধারণ দক্ষতায় সামান্য সময়ের মধ্যে পিঠে তৈরি করে খবরের কাগজের টুকরোয় মুড়ে আমাদের হাতে তুলে দেন। কী স্বাদ! সেই হাতেগরম পিঠের। সারাদিন ঘর গেরস্থালি সামলে, পিঠের উপকরণ প্রস্তুত করে, সরঞ্জাম নিয়ে বেরিয়ে পড়েন সন্ধ্যা নামলে।

ফিরতে ফিরতে রাত অনেক। সংসার সামলে, ওই সংসারের বেশ খানিকটা সুরাহা করতে কেউ কেউ বেরিয়ে পড়েন মোমো-চাউমিন-ঘুগনি-ডিমসেদ্ধর চলমান দোকান নিয়ে। খদ্দের সামলানোর সঙ্গে সঙ্গে অনেক অসভ্যতার ঝাঁঝালো জবাব দিতে হয় তাঁদের। তোলার টাকাও গুনে দিতে হয়। এসব করে এঁদের অনেকেই সন্তানদের উচ্চশিক্ষিত করে তুলতে সক্ষম হয়েছেন। কারও হয়তো আর দরকার নেই সেই ঠ্যালাভ্যানের দোকান চালানোর। তবু, ওই যে অনেক দিনের অভ্যাস!

তাই কেমন যেন রক্তে বসে গেছে, নরমসরম, কাঁচুমাচু মহিলা, যাকে বেগুনি করতে বলেছিলাম বলে পাতলা পাতলা করে কাটা বেগুনগুলো জাস্ট ভেজে রেখে দিয়েছিল, সে আজ এক তুখোড় রাঁধুনি! কখন যে সে তার হাতে তুলে নিয়েছিল অস্ত্রশস্ত্র, জানি না। আটটি সন্তানকে দাঁড় করিয়েছে। সকলেই রীতিমতো করে খাচ্ছে। শুধু তাই নয়, ওই প্রজন্মকে স্কুলের শিক্ষায় শিক্ষিত না করতে পারলেও আজ তার নাতি-নাতনিরা স্কুল-কলেজের জাঁকালো পড়ুয়া। আমি পারি না তাকে কারও সঙ্গে তুলনা করতে।

অধিকার রক্ষা করতে গেলে হাতে অস্ত্র তুলতে হয়। বেঁচে থাকতে এবং বাঁচিয়ে রাখতে গেলে হাতে শস্ত্র তুলে নিতে হয়। সে অস্ত্র খুন্তি থেকে খাঁড়া অথবা পেন্সিল থেকে ড্রাইভিং-হুইল হতে পারে। হতে পারে কাটারি থেকে ছুরি-কাঁচি-গজ-ব্যান্ডেজ-তুলো। শঙ্খ, চক্র, গদা, পদ্ম, ত্রিশূলধারিণী দেবী নাই বা হলেন, তাঁরা আমার, আমাদের নমস্য।

অধিকারের কথা যখন উঠলই, একটু বলতে চাইছি সেই অধিকারের কথা। সে হল অরণ্যের অধিকার, জলজমির অধিকার। এই অধিকারের জন্য লড়াই চলছে সেই ইংরেজ আমল থেকে আজও ঠিকাদার, মহাজন, ফড়েদের সঙ্গে। নয়টি গাছের সংযোগে নবপত্রিকা বন্দনা হচ্ছে প্রতিটি পুজোমণ্ডপে। আর, অরণ্যের অধিকারের প্রশ্নে, প্রকৃতি পরিবেশের প্রশ্নে কোনও সরকারের সঙ্গে কোনও সরকারের পার্থক্য নেই। বনকর্তা ও প্রশাসনের আচরণ মনে করিয়ে দেয় সাগরপারের সেই মহারানির কথা।

আমার মহীয়সীরা, আদিবাসী সেই সব নারী সবার আগে ঘর ছেড়েছিলেন পুরুষদের সঙ্গে। আমি কিন্তু মরদ বলিনি। সহকর্মী বলেছি। তাঁরা মাঠের কাজে বেরিয়ে থাকেন সাতসকালেই। আবার কালপ্রবাহে, বিশ্বায়নের থাবায় যখন তছনছ হচ্ছে তাঁদের আবাসভূমি, অস্তিত্ব যখন সংকটে, তাঁরাই তখন দাবি ও অধিকার আদায়ে উচ্চকিত।

আভূমি প্রণাম তাঁদের।

(লেখক সাহিত্যিক। শিলিগুড়ির বাসিন্দা)

আজ

২০২২

আজকের দিনে প্রয়াত হন উত্তরপ্রদেশের প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী মুলায়ম সিং যাদব।

২০১১

বিশিষ্ট গজল গায়ক জগজিৎ সিংয়ের জীবনাবসান হয় আজকের দিনে।

আলোচিত

মহারাষ্ট্রে মহা বিকাশ আঘাড়ির শরিকদের উচিত, মুখ্যমন্ত্রীর মুখ হিসেবে কারও নাম ঘোষণা করা। কংগ্রেস বা এনসিপি, যাঁর নাম ঘোষণা করবে আমরা তাঁকে নিঃস্বার্থে সমর্থন করব। কারণ, আমি মহারাষ্ট্রের স্বার্থ দেখি।

- উদ্ধব ঠাকরে

ভাইরাল/১

সারা দেশের সঙ্গে নবরাত্রি উৎসব পালিত হচ্ছে পাকিস্তানের করাচিতে। সমাজমাধ্যমে শেয়ার করা একটি ভিডিওয় দেখা যাচ্ছে, একটি দুর্গা মন্দির, একটু উঁচু জায়গায় দুর্গার ছবি। সবাই আনন্দ করছে। সম্প্রীতির এই ছবিতে ভারতও অভিভূত।

ভাইরাল/২

এক নববধূ রাস্তায় স্পোর্টস বাইক চালাচ্ছেন, কখনও হাত ছেড়েও। পরনে লাল লেহেঙ্গা, হাতে-কানে, গলায় জমকালো অলংকার। পথচলতি মানুষ তাঁকে উৎসাহ দিচ্ছেন। বিয়ের দিনকে স্মরণীয় করার এই ভিডিও ভাইরাল।

জনমন জনমত

পুলিশকে অনুরোধ প্রবীণদের

শিলিগুড়িতে বেশিরভাগ প্রতিমাই মহানন্দায় বিসর্জন দেওয়া হয়। প্রায় প্রতিটি প্রতিমাই হাসমি চক হয়ে হিলকার্ট রোড দিয়ে মহানন্দায় নিয়ে যাওয়া হয়। হিলকার্ট রোডের মাঝে লোহার রেলিং দিয়ে ভাগ করে ওয়ান ওয়ে করা হয়েছে। সেজন্য সব প্রতিমাই রাস্তার বাঁদিক দিয়ে নিয়ে যাওয়া হয়। ডানদিক ফাঁকা থাকে।

এই সব প্রতিমা দেখার জন্য প্রায় দেড় থেকে দুই লক্ষ মানুষ রাস্তার বাঁদিকে দাঁড়িয়ে থাকেন। এরমধ্যে বাঁদিকেই শতশত দোকান ও বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের প্যান্ডেল হয়। কেন যে অনুমতি দেওয়া হয়! বড় কোনও প্রতিমার ট্রাক এলে সবার মধ্যে ধাক্কাধাক্কি লেগে যায়। ফলে অনেক প্রবীণ পড়ে যান, এমনকি কেউ কেউ আঘাতও পান।

এই অবস্থায় প্রবীণদের তরফে পুলিশ কমিশনারের কাছে অনুরোধ, রাস্তার বাঁদিকে কোনও প্যান্ডেল বা দোকান বসতে দেবেন

না। তাহলেই আমরা প্রবীণরা নিশ্চিন্তে দুর্গার বিসর্জন যাত্রা দেখতে পারব।

যতন পালচৌধুরী, শিলিগুড়ি।

ভুল খবর, সদুত্তর মেলেনি

আমি পাপিয়া রায় একজন শিক্ষিকা। ৮ অক্টোবর উত্তরবঙ্গ সংবাদের দশ নম্বর পাতায় আমার ছবি সহ একটি খবর ছাপা হয়েছে সাংবাদিক দীপেন রায়ের কলমে। আমার ছবি সহ উক্ত খবর করার বিষয়ে সাংবাদিক দীপেন রায় আমার সঙ্গে কোনওরকম যোগাযোগ করেননি, কথা বলেননি, এমনকি আমার কোনও অনুমতিও নেননি। খবরটি দেখামাত্র আমি দীপেন রায়ের সঙ্গে ফোনে যোগাযোগ করলে তিনি আমার প্রশ্নের কোনও সদুত্তর দিতে না পেরে ফোন কেটে দেন এবং পুনরায় ফোন করলে রিসিভ করেননি।

দীপেন রায়ের খবরে ব্যবহৃত আমার ছবি এবং উল্লেখিত বয়ান সম্পূর্ণ তাঁর মস্তিষ্কপ্রসূত এবং আমার মতামতের সঙ্গে এর কোনও সংযোগ নেই। বিনা অনুমতিতে আমার ছবি ব্যবহার করা এবং প্রকাশিত খবরে উল্লেখিত বয়ান মিথ্যে, যা আমার সামাজিক সম্মানহানি করেছে।

পাপিয়া রায়, কোচবিহার।

বিদেশের পুজোয় হারানো প্রাপ্তি নিরুদ্দেশ

পরদেশে পুজোটা আছে বলেই আমরা অনাবাসীরা দেশের মাটিকে ভুলতে পারি না। দেশান্তর বড় বেদনার ও ব্যবধানের।

শুভঙ্কর মুখোপাধ্যায়

নাই মামার চেয়ে কানা মামা ভালো। পরবাসের পুজো এমনই। পরভূমে আপন বলতে তো কিছুই নেই। তবু এই বিদেশবিভুঁইয়ে পুজোটুকু তো অন্তত আছে, হোক না তা কেবলই পুতুলখেলা!

আমাদের পুজো পঞ্জিকার বাইরে। সে ছোটবেলার মতো আপনমনে 'মিছিমিছি' আসে যায়। হপ্তান্তের তিন দিনকা খেল। সেপ্টেম্বর অক্টোবরে এই মার্কিন মুলুকেও সুনীল আকাশে পুজোর উপহারের প্যাকেটের মতো কিছু সাদা মেঘ থাকে। বাতাসে শিরশিরানি, সকালে ঘন কুয়াশা, রাতে অমলিন শিশিরকণা। আমাদের তাই সই। 'শিউলি ফুটুক না ফুটুক, আজ শরৎ'!

আমাদের মৃন্ময়ী কুমোরপাড়া থেকে ভ্যানে চেপে আসেন না। আমাদের পরাশ্রিত জীবনে দুর্গাদেবী সম্বৎসরের বাক্সবন্দিনী। আমাদের প্যান্ডেল বলতে ঝুলনযাত্রার মতো সাজানো একটা উঁচু প্ল্যাটফর্ম! তবু তাকে ঘিরেই একটা মাঝারি ভিড়। ধুতি পাঞ্জাবির কোলাজ। পুজোয় চাই নতুন শাড়ির মন্তাজ। আর বাংলাভাষার কোরাস! এই ছিন্নমূল পরবাসে ওই পুজোটুকু না থাকলে, একটা জনমনিষ্যিহীন রাস্তাঘাটের দেশে কী নিয়ে বাঁচতাম আমরা!

দেশত্যাগের সুবাদে আমরা হারিয়ে ফেলেছি মহানন্দা ঘাটের ভাসান, বাঁধ রোডে লুকিয়ে দেখা মেয়েদের পুজো পরিক্রমা। স্বেচ্ছা উদ্বাস্তুর দল আমরা, সব হারিয়েও এই নিরুদ্দেশের দেশে ওই প্রবাসী পুজোই আমাদের সেরা প্রাপ্তি। পরদেশে সে একাই একশো। জানি নকল পুজো, এমনি এমনি। আসলটুকু নিরুদ্দেশ। তবু পুজো তো! আমাদের পরগাছা

জীবনের এই প্রিয় পুজোটি আসলে 'হারানো প্রাপ্তি নিরুদ্দেশ'!

এই নিবাসিনের মতো পরবাসেও, আমরা পুজোয় যাই টিনের বায়োস্কোপের চোঙায় চোখ রেখে চিরপুরোনোকে নতুন করে পেতে। ওই যে, হাটখোলা সর্বজনীনে বাম্পার ভিড়। মাইকে তারস্বরে 'মনে পড়ে রুবি রায়'। সেই সুযোগে মেয়েটির হাত ধরে ছেলেটি যেন কী বলে! মেয়েটি জবাব দেয়, 'আমাকে একটু সময় দে'! ওই যে, সংঘশ্রীর পুজোমণ্ডপের পাশে বইয়ের স্টল। প্রায় মাঝরাত ইস্তক গলা ফাটিয়ে গুলতানি। অবশেষে সেই উৎসবের রাতে বাড়ি যেতে যেতে ছেলেটিকে মেয়েটি বলে, 'তুই কী বলবি আমি জানি'!

পুজোটুকু না থাকলে, এই নিরঞ্জনের পরবাসে ওই সব কথা কি আর ভেসে উঠত নদীজলে ভাসন্ত প্রতিমার মুখের মতো। এই 'পুজো পুজো খেলা' আছে বলেই তো ক'টা দিন আমরা খানিক 'কাগের ঠ্যাং, বগের ঠ্যাং' নাচি। বেসুরো গান গাই। পার্ট ভুলে নাটকের ভুলভাল ডায়ালগ বলি! পুজো না থাকলে, এই কসমেটিক্স পরবাসে আমরা কি কয়েকটা দিনের জন্য হলেও এমন ওলটপালট উথালপাথাল জীবন ফিরে পেতাম!

প্রবাসে এই 'নমো-নমো করা' পুজোতেই আমরা উদ্বেগের অভিবাসী জীবন ভুলে একান্নবর্তী পংক্তিভোজন করি। এক ছাদের তলায় একচালার প্রতিমার মতো মিলেমিশে 'হ্যাপি পুজো' করতে যাই। গাড়িতে যেতে যেতে পথে, সপ্তমীর সকালে আমার মেয়ে জানতে চায়, 'অষ্টমীতে কোন শাড়িটা পরব মা'? আমেরিকায় সদ্যাগত তরুণটির পাঞ্জাবি বুকে লেখা 'তাই বলে কি প্রেম দিবি না'! তাই না দেখে শর্মিলা মেয়েটি বলে, 'আহা, ঢং'! ওই 'নাম কা ওয়াস্তে' পুজোটা আছে বলেই তো এভাবে কলকাতা চলে আসে এই উচ্ছিষ্টের ভিনদেশে।

বারোয়ারি নয়, বাড়ির পুজোও নয়। তবু পরদেশে এই পুজোটা আছে বলেই আমরা দেশের মাটিকে ভুলতে পারি না। দেশান্তর বড় বেদনার ও ব্যবধানের। তাই চিরনাস্তিক হয়েও আমি যাব পরবাসী প্রতিমার পুজোয়। এ পরবাসেই 'আমার ব্যথার পূজা হবে সমাপন'!

(লেখক প্রবন্ধকার। আমেরিকার ন্যাশভিলের বাসিন্দা)

সম্পাদকীয় বিভাগে লেখা পাঠান। ৪০০ শব্দের মধ্যে। ইউনিকোডে ডক ফাইলে লেখা পাঠান। মেল—ubsedit@gmail.com এবং uttarbangaedit@gmail.com

শব্দরঙ্গ ■ ৩৯৬০

১		২	★	৩			
	★	৪			★	★	★
	★		★	৫		৬	
৭	৮	★	★		★		★
★		★	৯	★	★	১০	১১
১২				★	১৩	★	
★	★	★	১৪			★	
১৫				★	১৬		

পাশাপাশি : ১। জগজ্জননী দুর্গার এক নাম ৩। বাংলায় যেখানে প্রথম বারোয়ারি পুজো হয় ৪। কবচ বা মাদুলি ৫। রাস্তায় টাকাপয়সা ছিনতাই ৭। এক ধরনের ধাতু ১০। বহু পুরোনো ইনডোর গেম ১২। ঘরের বিভিন্ন জিনিসপত্র ১৪। যে কাচের মধ্যে দিয়ে সূর্যের আলো বিশ্লেষণ করা যায় ১৫। পিতৃপক্ষের শেষ, দেবীপক্ষ শুরুর দিন ১৬। তাজা বা আনকোরা।

উপর-নীচ : ১। হিমালয়ের কন্যা দুর্গা ২। যে অস্ত্র দিয়ে কাটা যায় ৩। গান্ধিজি যে রাজ্যে জন্মগ্রহণ করেন ৬। দৈনিক হিসেবের খাতা ৮। কলা গাছের ভেলা ৯। শিবের প্রিয় যে দেবী ১১। ঘরের হাওয়া চলাচলের পথ ১৩। আদালতের পরওয়ানা।

সমাধান ■ ৩৯৫৯

পাশাপাশি : ২। দেবমাতা ৫। হাওড় ৬। সুরসুন্দরী ৮। কন্দ ৯। পর্ণ ১১। পুরুষকার ১৩। বলয় ১৪। শিবপ্রিয়া।

উপর-নীচ : ১। মহাদেবী ২। দেড় ৩। মাজার ৪। কৌমারী ৬। সুন্দ ৭। সুবর্ণ ৮। কলুষ ৯। পর ১০। ত্রিনয়নী ১১। পুলোমা ১২। কাবাব ১৩। বয়া।

বিন্দুবিসর্গ

-অভি

সম্পাদক : সব্যসাচী তালুকদার। স্বত্বাধিকারী মঞ্জুশ্রী তালুকদারের পক্ষে প্রলয়কান্তি চক্রবর্তী কর্তৃক সুহাসচন্দ্র তালুকদার সরণি, সুভাষপল্লি, শিলিগুড়ি-৭৩৪০০১ থেকে প্রকাশিত ও বাড়িভাসা, জলেশ্বরী-৭৩৫১৩৫ থেকে মুদ্রিত। কলকাতা অফিস : ২৪ হেমন্ত বসু সরণি, কলকাতা-৭০০০০১, মোবাইল : ৯০৭৩২০৪০৪০। জলপাইগুড়ি অফিস : থানা মোড়-৭৩৫১০১, ফোন : ৯৬৪১২৮৯৬৩৬। কোচবিহার অফিস : সিলভার জুবিলি রোড-৭৩৬১০১, ফোন : ৯৮৮৩৫৫০৮০৫। আলিপুরদুয়ার অফিস : এনবিএসটিসি ডিপোর পাশে, আলিপুরদুয়ার কোর্ট-৭৩৬১২২, ফোন : ৯৮৮৩৫৩৯৮৭৮। মালদা অফিস : মিউনিসিপ্যাল মার্কেট কমপ্লেক্স, তৃতীয় তল, নেতাজি মোড়-৭৩২১০১, ফোন : ০৩৫১২-২২১৬৯৩ (সংবাদ), ৯৮০০৫৮৫৯৫০ (বিজ্ঞাপন ও অফিস)। শিলিগুড়ি ফোন : সম্পাদক ও প্রকাশক : ৯৫৬৪৫৪৬৮৬৮, জেনারেল ম্যানেজার : ২৪৩৫৯০৩, বিজ্ঞাপন : ২৫২৪৭২২/৯০৬৪৮৪৯০৯৬, সার্কুলেশন : ৯৭৭৫৭৮৫৮৭৭, অফিস : ৯৫৬৪৫৪৬৮৬৮, নিউজ : ৭৮৭২৯৩৩৮৮৮, হোয়াটসঅ্যাপ : ৯৭৩৫৭৩৯৬৭৭।

Uttar Banga Sambad: Published & Printed by Pralay Kanti Chakraborty on behalf of Manjusree Talukdar from Siliguri, West Bengal, Pin 734001, Printed at Jaleswari, West Bengal, Pin 735135, Editor: Sabyasachi Talukdar, Regn. No. 35012/1980 and Postal Regn. No. WB/NBSR/D-03/2003-08. E.Mail : uttarbanga@hotmail.com, Website : http://www.uttarbangasambad.in

শেষবেলায়।। *বালুরঘাট রেলস্টেশনে দেবজ্যোতি রায়ের তোলা ছবি।*

পাঠকের লেন্সে 8597258697 picforubs@gmail.com

দুর্ঘটনার জেরে লোডশেডিং

নতুন খুঁটি লাগাতে ফিরল বিদ্যুৎ

শিলিগুড়ি, ৯ অক্টোবর : ষষ্ঠীর দিন পথ দুর্ঘটনা। বুধবার সকালে ফুলবাড়ি-২ গ্রাম পঞ্চায়েতের সিপাহীপাড়ায় একটি ছোট চারচাকার গাড়ি নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে বিদ্যুতের খুঁটিতে সজোরে ধাক্কা মারে। এর ফলে খুঁটিটি একদিকে অনেকটা হেলে যায়। মুহূর্তের মধ্যে বিদ্যুৎ বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ে গোটা এলাকা। খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে পৌঁছান গেটবাজার বিদ্যুৎ দপ্তরের কর্মীরা। দ্রুত ব্যবস্থা নেন তাঁরা।

এরপর বেশ কয়েক ঘণ্টার প্রচেষ্টায় সেখানে নতুন একটি বিদ্যুতের খুঁটি বসানো হয়। শেষমেশ বিকেলে বিদ্যুৎ সংযোগ আসে। বিদ্যুৎ দপ্তরের এক কর্মী বলেন, 'খুঁটির নীচের অংশে পাথর রাখা ছিল। ফলে ধাক্কা মারার আগের মুহূর্তে গাড়ির গতি কমে যায়। পাথর না থাকলে খুঁটি সম্পূর্ণ ভেঙে পড়ে যেতে পারত।'

অপরদিকে, দুর্ঘটনায় ক্ষতিগ্রস্ত হয় চারচাকা গাড়ির সামনের অংশ। নিউ জলপাইগুড়ি থানার পুলিশ এসে গাড়িটি থানায় নিয়ে যায়। যদিও দুর্ঘটনায় গাড়িচালক ও যাত্রীদের কোনও ক্ষতি হয়নি।

৭-৮ কিমি ঘুরপথে যাতায়াতে ভোগান্তি

বিকেল হতেই রাস্তায় বিধিনিষেধ

মিঠুন ভট্টাচার্য

শিলিগুড়ি, ৯ অক্টোবর : শিলিগুড়ি পুলিশ কমিশনারেটের তরফে দুর্গাপুজো উপলক্ষ্যে শহরের বেশ কিছু রাস্তায় যান চলাচল নিয়ন্ত্রণ করা হয়েছে। এর মধ্যে রয়েছে সেন্ট্রাল কলোনির রাস্তাও। মঙ্গলবার বিকেল চারটে থেকে এখানে যান চলাচল নিয়ন্ত্রণ করা শুরু হয়েছে। যা কার্যকর থাকবে ১৪ তারিখ পর্যন্ত। রাস্তায় যান চলাচলে বিধিনিষেধ জারি থাকায় সমস্যায় পড়ছেন শহর ও লাগোয়া এলাকার প্রায় ১৫-২০ হাজার বাসিন্দা। তাঁরা বলছেন, এর জেরে সন্ধ্যার পর কাউকে ৪-৫ কিলোমিটার, কাউকে আবার ৭-৮ কিলোমিটার ঘুরে বাড়ি ফিরতে হচ্ছে।

স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, সেন্ট্রাল কলোনির রাস্তার বিকল্প হিসেবে আগে অনেকেই মোড় বাজারের জোড়াপানি নদী সেতু বা 'কাঠপুল' দিয়ে যাতায়াত করতেন। কিন্তু নতুন করে তৈরির জন্য কয়েক মাস আগে সেটি ভেঙে ফেলা হয়েছে। হেঁটে যাতায়াতের জন্য একটি অস্থায়ী সেতু তৈরি করা হয়েছে ঠিকই। কিন্তু তা দিয়ে যানবাহন চলাচল করতে পারছে না। যার ফলে পুজোর সময় সমস্যা বেড়েছে বলে জানিয়েছেন স্থানীয় বাসিন্দা রীতা পাল।

বিকেল চারটে থেকে সেন্ট্রাল কলোনির রাস্তায় যান চলাচল নিয়ন্ত্রণ করা হচ্ছে। আর এর জেরে সন্ধ্যার পর পুরনিগমের ডিএস কলোনি, রাজা হাউলি, ফুলবাড়ি-১ ও ২ গ্রাম পঞ্চায়েতের সাউথ কলোনি, মাইকেল মধুসূদন কলোনি, অম্বিকানগর সিপাহীপাড়া, জোড়পাকুরির বাসিন্দারা ঘরে ফিরতে বিপাকে পড়ছেন। কাজ থেকে বাড়ি ফেরা হোক বা পুজো দেখে, সন্ধ্যার পর অসুবিধায় পড়ছেন অনেকেই।

বুধবার শহর লাগোয়া বিভিন্ন গ্রামীণ এলাকা থেকে স্কুটারে চেপে শিলিগুড়িতে পুজো দেখতে এসেছিলেন পূজা রায়, তিয়াসা মণ্ডল, সবণী মজুমদারের মতো অনেকেই। রাত সাড়ে আটটা নাগাদ বাড়ি ফিরতে গিয়ে সমস্যায় পড়েন তাঁরা। গেট বাজার থেকে নিউ জলপাইগুড়ি থানা পর্যন্ত রাস্তায় বিধিনিষেধ জারি থাকায় উত্তরকন্যা ফুলবাড়ি ক্যানাল হয়ে ফেরার ক্ষেত্রে নিরাপত্তা নিয়ে প্রশ্ন থেকে যায়।'

একটি অনলাইন ডেলিভারি সংস্থায় কাজ করেন অপূর্ব হালদার। ষষ্ঠীর দিন সন্ধ্যায় সাউথ কলোনিতে সামগ্রী পৌঁছে দিতে যাওয়ার ক্ষেত্রে বাধার মুখে পড়তে হয় অপূর্বকে। তাঁর বক্তব্য, 'এই ক'দিন রাস্তায় তীব্র যানজট থাকবে। ছুটিও পাওয়া যাবে না। সময়মতো ডেলিভারি দিতে না পারলে অনেকেই ওপরমহলে অভিযোগ জানাচ্ছেন। সমস্যা তো হচ্ছেই।'

গেটবাজার থেকে ঘুরিয়ে দেওয়া হচ্ছে যানবাহন। বুধবার।

> এই ক'দিন রাস্তায় তীব্র যানজট থাকবে। ছুটিও পাওয়া যাবে না। সময়মতো ডেলিভারি দিতে না পারলে অনেকেই ওপরমহলে অভিযোগ জানাচ্ছেন। সমস্যা তো হচ্ছেই।
>
> **অপূর্ব হালদার**
> *অনলাইন ডেলিভারি সংস্থার কর্মী*

তাহলে সমস্যা মিটবে কীভাবে? এক ট্রাফিক পুলিশকর্মীর কথায়, 'গেটবাজার থেকে তিনবাত্তির দিকে যেতে বাঁ দিকে একটি রাস্তা নিউ জলপাইগুড়ি থানার দিকে চলে আসে। সেই পথ ধরে অথবা উত্তরকন্যা বা ফুলবাড়ি হয়ে গ্রামীণ এলাকাগুলোতে যাওয়া যেতে পারে।' দর্শনার্থী ও বাসিন্দাদের নিরাপত্তায় পর্যাপ্ত ব্যবস্থা রয়েছে বলে নিউ জলপাইগুড়ি থানার তরফে জানানো হয়েছে। ফুলবাড়ি ট্রাফিক পুলিশের তরফেও পর্যাপ্ত ব্যবস্থা থাকছে।

উধাও 'উই ওয়ান্ট জাস্টিস'

রাতারাতি বদলে গেল পুজোর থিম

মনজুর আলম

চোপড়া, ৯ অক্টোবর : এ যেন সুকুমার রায়ের হ য ব র ল। ছিল রুমাল, হয়ে গেল বেড়াল। পঞ্চমী অবধি পুজো কমিটির থিম ছিল 'নারীশক্তি'। ষষ্ঠীতে সম্পূর্ণ বদলে হয়ে গেল 'আলো আধারে'।

চোপড়া বাজার কমিটি আয়োজিত পুজো এবার ৬৬তম বর্ষে পা দিয়েছে। ওই পুজো হচ্ছে তৃণমূলের অঞ্চল সভাপতি তনয় কুণ্ডুর বুথে। পুজো উদ্যোক্তারা 'নারী শক্তি' থিমে প্রথমে মণ্ডপ সাজিয়েছিলেন। এমনকি মণ্ডপের ভিতরে দু'দিন আগেও লেখা ছিল 'উই ওয়ান্ট জাস্টিস।' কিন্তু বোধনের দিন সব উধাও।

ওই পুজো কমিটির সম্পাদক সৌভিক দাস বলেন, 'কমিটির সদস্যদের অধিকাংশের মতামতের ভিত্তিতে শেষমুহূর্তে থিম বদল করা হয়েছে।' তাঁর সাফাই, 'এর মধ্যে অন্য কোনও ব্যাপার নেই।' কিন্তু বাস্তব সম্পূর্ণ ভিন্ন কথা বলছে।

ব্লকের অন্য কোথাও পুজোমণ্ডপে এধরনের স্লোগান চোখে পড়েনি। অথচ শাসকদলের অঞ্চল সভাপতির নিজের বুথের পুজোমণ্ডপে এমন স্লোগান থাকায় এলাকায় কানাঘুষো শুরু হয়ে যায়। সূত্রের খবর, শাসকদলের অন্দরেও এ নিয়ে কথা চালাচালি হয়। তারপরেই রাতারাতি বদলে যায় গোটা চিত্রটা। তাহলে কি চাপে পড়েই থিম বদল? ঘুরপাক খাচ্ছে প্রশ্ন।

অঞ্চল সভাপতি তনয় এর সপক্ষে যুক্তি খাড়া করে বলেছেন, 'পুজো কমিটির সদস্যরা ব্যক্তিগতভাবে হয়তো ওই ব্যানার লাগিয়েছিলেন। ব্যানার লাগানোর সময় আমায় কেউ কিছু জিজ্ঞেস করেননি। পরে খুলে ফেলেছেন। কেন খুলেছেন, সে ব্যাপারেও আমাকে জানানো হয়নি।'

কিন্তু 'উই ওয়ান্ট জাস্টিস' লেখাটি যে আসলে ব্যানার নয়, থিমেরই একটা অংশ, তা মণ্ডপ সেজে উঠতেই সাধারণ মানুষের কাছে স্পষ্ট হয়ে যায়। তাঁরা ভেবেই নেন, আরজি কর কাণ্ড মাথায় রেখেই এমন ভাবনা। এখন গোটা বিষয়টা বদলে যাওয়ায় ধন্দে পড়ে গিয়েছেন স্থানীয়রা।

নারীশক্তি থিমে নানা পোস্টার (উপরে)। ষষ্ঠীতে সব উধাও (নীচে)। চোপড়া বাজার সমিতির মণ্ডপে।

এদিকে তনয় আরও বলেছেন, 'আরজি করের ঘটনায় প্রকৃত দোষীদের শাস্তি হোক, এটা সবাই চায়। আমরাও চাই।' কিন্তু থিমে বদল ঘটানো হল কেন, তার সদুত্তর মেলেনি কোনও তরফেই।

পুড়ে ছাই বাংলো

শিলিগুড়ি, ৯ অক্টোবর : অগ্নিকাণ্ডের জেরে ভস্মীভূত হয়ে গেল দার্জিলিংয়ের সিংথাম চা বাগানের ব্রিটিশ আমলের বাংলো। বাগানের সহকারী ম্যানেজারের ওই বাংলোতে বুধবার বিকেলে আচমকা আগুন লাগে। পুলিশের অনুমান, শর্টসার্কিট থেকে আগুন ছড়িয়ে পড়ে। এরপর কাঠ ও টিনের তৈরি ওই বাংলোটি দাউদাউ করে জ্বলতে থাকে। দমকল পৌঁছানোর আগেই সমস্ত ঘর পুড়ে ছাই হয়ে যায়। কিছুদিন আগে নানা কারণে বাগানটি বন্ধ হয়ে যায়। পুনরায় চালু করার চেষ্টা হলেও তা সম্ভব হয়নি।

পত্রিকা প্রকাশ

বাগডোগরা, ৯ অক্টোবর : বুধবার ইউনিভার্সিটি অ্যাভিনিউপাড়া সমিতির পুজোমণ্ডপে প্রকাশিত হল মাগুরমারি নদী বাঁচাও সমিতির বার্ষিক পত্রিকা 'টোরেনিয়া'। গত কয়েক বছর শিবমন্দির এবং আশপাশের এলাকায় পরিবেশের ভারসাম্য বজায় রাখতে মানুষকে সচেতন করে চলেছে এই সংগঠন।

এদিন উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়ের উলটোদিকে সমিতির মঞ্চে পত্রিকা প্রকাশ অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন সমিতির সভাপতি মদন গুপ্ত, সম্পাদক জগদীশ সরকার। মুখ্য অতিথি হিসেবে ছিলেন ধূপগুড়ি মহাবিদ্যালয়ের অবসরপ্রাপ্ত অধ্যক্ষ নিরঞ্জন পাল। সমিতির সদস্য প্রদীপ বসাক জানান, টোরেনিয়া এই অঞ্চলের একমাত্র পরিবেশ সংক্রান্ত পত্রিকা।

ত্রাণ বিলি

শিলিগুড়ি, ৯ অক্টোবর : ষষ্ঠীর দিন বিপর্যস্ত চমকডাঙ্গিতে ত্রাণ নিয়ে পৌঁছালেন বহিষ্কৃত তৃণমূল নেতা গৌতম গোস্বামী। তিস্তা ভাঙনের কবলে চমকডাঙ্গির প্রায় ৭০টি পরিবার। তাদের জন্যে এদিন শুকনো খাবার নিয়ে যান গৌতম।

স্টল উদ্বোধন

শিলিগুড়ি, ৯ অক্টোবর : প্রতি বছরের ন্যায় এবারও রাজ্যের বহু জায়গায় বইয়ের স্টল দিয়েছে সিপিএম। বুধবার ষষ্ঠীর সন্ধ্যায় গেটবাজারে বুকস্টলের উদ্বোধন হয়। দলের নিউ জলপাইগুড়ি এরিয়া কমিটির তরফ থেকে ওই স্টল দেওয়া হয়েছে।

খেলায় আজ

২০০৮ : টি২০-তে শ্রীলঙ্কার হয়ে অভিষেক হল রহস্য স্পিনার অজন্তা মেন্ডিসের। জিম্বাবোয়ের বিরুদ্ধে প্রথম ম্যাচেই ৪ উইকেট নিয়েছিলেন তিনি।

সেরা অফবিট খবর

কোটি টাকার স্টেডিয়ামে বিপত্তি

১০,৮০০ কোটি টাকা দিয়ে সান্তিয়াগো বের্নাবিউ স্টেডিয়াম নতুন ভাবে বানিয়ে প্রশংসিত হওয়ার বদলে নিন্দা কুড়োচ্ছে স্পেনীয় ক্লাব। রিয়ালের এই সিদ্ধান্তে ক্ষিপ্ত প্রতিবেশীরাই। স্টেডিয়ামে নতুন ছাদ লাগানোর পাশাপাশি নতুন ঘাস, আলো, দোকান, ভিআইপি এলাকা তৈরি করা হয়েছে। মাঠটি এমনভাবে বানানো হয়েছে যাতে খেলা হওয়ার পর সেটি তুলে নিয়ে স্টেডিয়ামেরই আলাদা জায়গায় রেখে রক্ষণাবেক্ষণ করা যায়। রিয়ালের আসল উদ্দেশ্য, খেলা না হওয়ার সময় স্টেডিয়ামটি বিভিন্ন নাচগানের অনুষ্ঠান, বিয়েবাড়ি বা অন্য কোনও কাজে ভাড়া দিয়ে অর্থ রোজগার। সেটা করতে গিয়েই তৈরি হয়েছে বিপত্তি। প্রায় রোজই বার্নাব্যুতে কোনও না কোনও অনুষ্ঠান থাকছে। আওয়াজের জেরে কান ঝালাপালা হয়ে যাচ্ছে প্রতিবেশীদের।

ভাইরাল

অবাক পেনাল্টি

বিশ্বফুটবলের ইতিমধ্যে সব থেকে অবাক করা দৃশ্যগুলোর মধ্যেই একটা দেখা গেল জার্মানির দ্বিতীয় ডিভিশনের লিগে। বুন্দেশলিগা টুয়ে জার্মানির ম্যাগদেবার্গ ও গ্রিউথার ফার্থের মধ্যে ম্যাচ ছিল। ম্যাচের মধ্যে শুরুতেই ফার্থ গোলরক্ষক নাহুয়েল নোল বল বাড়িয়ে দেন দলের ডিফেন্ডার গিডিয়ন জাংকে উদ্দেশ্য করে। তিনি হঠাৎই সেই বলকে গোল কিক ভেবে হাত দিয়ে ধরে বসাতে গেলেন শট নেওয়ার জন্য। রেফারি তখনই পেনাল্টি উপহার দেন প্রতিপক্ষ দলকে।

উত্তরের মুখ

ইস্ট জোন জুনিয়ার অ্যাথলেটিক্স চ্যাম্পিয়নশিপে রুপো জিতল উত্তর দিনাজপুর জেলা ক্রীড়া সংস্থার মহম্মদ মহসিন আওয়াল। সে ৮০০ মিটারে নেমেছিল।

স্পোর্টস কুইজ

১. বলুন তো ইনি কে?

২. এক বছরে ৫ বা তার বেশি টেস্ট সেঞ্চুরি একাধিকবার করার নজির রয়েছে তিন ক্রিকেটারের। একজন জো রুট। বাকি দুই জন কারা?

■ উত্তর পাঠান এই হোয়াটসঅ্যাপ নম্বরে ৯৩৩৯৬৮৬৭৫৯। আজ বিকাল ৫টার মধ্যে। ফোন করার প্রয়োজন নেই। সঠিক উত্তরদাতার নাম প্রকাশিত হবে উত্তরবঙ্গ সংবাদে।

সঠিক উত্তর

১. জেমিমা রডরিগেজ,
২. বিষাণ সিং বেদি।

সঠিক উত্তরদাতারা

নিবেদিতা হালদার, নীলরতন হালদার, সুজন মোহন্ত, নির্মল সরকার, নীরাদীপ চক্রবর্তী, সুখেন স্বর্ণকার, অমৃত হালদার, নীলেশ হালদার, সমরেশ বিশ্বাস, দেবব্রত সাহা রায়।

বিশ্বের সেরা চারে থাকা লক্ষ্য : সৌরভ

সায়ন ঘোষ

কলকাতা, ৯ অক্টোবর : 'বিশ্বের প্রথম চারটি দলের মধ্যে থাকাই ভারতের লক্ষ্য।' বক্তা ভারতীয় টেবিল টেনিস দলের কোচ সৌরভ চক্রবর্তী। এশিয়ান টেবিল টেনিস চ্যাম্পিয়নশিপে প্রথমবার পদক জিতে ইতিহাস গড়েছে ভারতীয় মহিলা দল। কোয়ার্টার ফাইনালে তারা দক্ষিণ কোরিয়াকে ৩-২ ব্যবধানে হারিয়ে সেমিফাইনালে

টানা তিনবার পদক পাচ্ছে পুরুষদল

ওঠার পাশাপাশি পদক নিশ্চিত করেছিল তারা। বুধবার সেমিফাইনালে অবশ্য জাপানের কাছে ১-৩ ব্যবধানে হেরে গিয়েছেন ঐহিকা মুখোপাধ্যায়, মণিকা বাত্রারা। বুধবার ওপেনিং সিঙ্গলসে ঐহিকা ২-৩ গেমে জাপানের মিয়া হারিমোটোর কাছে পরাজিত হন। পরের সিঙ্গলসে সাতসুকি ওডোকে ৩-০ গেমে হারিয়ে সমতা ফেরান অভিজ্ঞ টিটি তারকা মণিকা। পরের দুইটি ম্যাচে সুতীর্থা মুখোপাধ্যায় ও মণিকা পরাজিত হন।

তবে ভারত হারলেও মেয়েদের খেলায় খুশি কোচ সৌরভ। সুদূর কাজাখাস্তান থেকে ফোনে উত্তরবঙ্গ সংবাদকে বলেছেন, 'মেয়েদের খেলায় খুশি। ওরা সেমিফাইনালে জাপানের কাছে হারলেও দুর্দান্ত লড়াই করেছে। কোয়ার্টার ফাইনালে দক্ষিণ কোরিয়ার মতো দলকে হারানোটা মুখের কথা নয়। কোরিয়া অলিম্পিকে ব্রোঞ্জ পদক পেয়েছিল।' তিনি আরও যোগ করেছেন, 'আমাদের লক্ষ্য বিশ্বের প্রথম চারটি দলের মধ্যে থাকা। এই দলটার ভবিষ্যৎ উজ্জ্বল। ওরা আগামীদিনে আরও ভালো পারফরমেন্স করবে।'

কোয়ার্টার ফাইনালে ভারতের দুরন্ত জয়ের কারিগর ঐহিকা। তাঁর প্রশংসায় পঞ্চমুখ সৌরভ। তিনি বলেন, 'ঐহিকা দারুণ ছন্দে রয়েছে। এশিয়ান চ্যাম্পিয়নশিপের আগে ও কঠোর অনুশীলন করেছিল। তারই ফল পাচ্ছে।'

এদিকে, ভারতের পুরুষদলও সেমিফাইনালে উঠে পদক নিশ্চিত করেছে। এই নিয়ে টানা তিনবার পদক পেতে চলেছে ভারতের ছেলেরা। বুধবার কোয়ার্টার ফাইনালে কাজাখাস্তানকে ৩-১ ফলে হারিয়েছে তারা। প্রথম সিঙ্গলসে মানব ঠক্কর কাজাখাস্তানের কিরিল গেরাসিমেনাকোকে হারিয়ে ভারতকে প্রথম লিড এনে দেন। পরের সিঙ্গলসে হারমিত দেশাইকে হারিয়ে কাজাখাস্তানকে সমতায় ফেরান অ্যালান কুরমানগিলেইভ। তবে পরের দুইটি সিঙ্গলসে জিতে ভারতকে শেষ চারে নিয়ে যান বর্ষীয়ান অচিন্ত্য শরথ কমল ও হরমিত। সেমিফাইনালে ভারতের প্রতিপক্ষ চাইনিজ তাইপেইয়ের বিরুদ্ধে। এই নিয়ে কোচ সৌরভ বলেছেন, 'ছেলেরা এই নিয়ে টানা তিনবার পদক নিশ্চিত করেছে। সেমিফাইনালে চাইনিজ তাইপেইয়ের বিরুদ্ধে খেলব আমরা। ওরা খুব শক্ত প্রতিপক্ষ। তবে আমরা শেষ পর্যন্ত লড়াই করব।'

ব্রোঞ্জ জিততেই উল্লাস ঐহিকা মুখোপাধ্যায়, মণিকা বাত্রাদের।

পদক নিশ্চিত হওয়ার পর ভারতীয় পুরুষ টেবিল টেনিস দলের সঙ্গে কোচ সৌরভ চক্রবর্তী।

স্ট্রাইকিং লাইনই সমস্যা

ভিয়েতনামের বিপক্ষে ভারতের সঙ্গে মানোলোরও পরীক্ষা

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ৯ অক্টোবর : পুজো শেষ হওয়ার আগেই নির্ধারিত হয়ে যাবে ভারতীয় ফুটবল দলের ভাগ্য।

গত নভেম্বরের পর থেকে জয় নেই ভারতের। গত জুন মাসে আগামী ফিফা বিশ্বকাপের যোগ্যতা অর্জন পর্বের প্রায় শেষ ম্যাচ পর্যন্ত তৃতীয় রাউন্ডে যাওয়ার সম্ভাবনা

> সদ্য প্রাক মরশুম প্রস্তুতি শুরু হওয়ায় তৈরি নয় দল। সময় লাগবে।
>
> **মানোলো মার্কুয়েজ**

জিইয়ে রাখতে পারলেও সেটা সম্ভব হয়নি। ইতিমধ্যে অবসর নিয়ে ফেলেন সুনীল ছেত্রী। অপসারিত হন ইগর স্টিমাক। টালমাটাল পরিস্থিতির মধ্যেই নতুন কোচ হিসাবে অগাস্টের শেষে নাম ঘোষণা করা হয় এফসি-র গোয়ার দায়িত্বে থাকা মানোলো মার্কুয়েজের। তিনি আপাতত দুই জায়গাতেই কাজ চালাচ্ছেন। মানোলোর প্রথম কাজ ছিল ঘরের মাটিতে ট্রাই নেশনস কাপ। সেখানে একটাও ম্যাচ জিততে না পারাই শুধু নয়, বিশ্রি পারফরমেন্স করে ভারতীয় দল। যার পর মানোলো বলেছেন, 'সদ্য প্রাক মরশুম প্রস্তুতি শুরু হওয়ায় তৈরি নয় দল। সময় লাগবে।' এবারই তাঁর সেই পরীক্ষা। ভিয়েতনামেও নেই খুব ভালো জায়গায়। তারাও গত এগারো ম্যাচের মধ্যে দশটাই জিততে পারেনি। এই অবস্থায় নিজেদের ফিফা ক্রমতালিকায় এগোনোর খানিকটা সুযোগ রয়েছে ভারতের সামনে। কিন্তু সমস্যা হল, এই মুহূর্তে ভারতীয় দলে গোল করার লোক নেই। সুনীলের পর স্ট্রাইকার খুঁজতে এখন ফেডারেশন সভাপতিকে রাজস্থানে ট্রায়াল করাতে হচ্ছে।

নতুন করে ফারুখ চৌধুরীর মতো স্ট্রাইকারকে সাড়ে তিন বছর পর ফিরিয়ে আনা হয়েছে। তবে বাদ গেছেন রহিম আলি। এখন দেখার ১২ তারিখ ভিয়েতনামের বিপক্ষে জিতে দল নিয়ে ফিরতে পারেন কিনা মানোলো। যদি পারেন তাহলে হয়তো হারানো আত্মবিশ্বাস আবার ফেরাতে পারেন কিনা তিনি।

ভিয়েতনাম ম্যাচের প্রস্তুতিতে শুভাশিস বসু।

অষ্টমীতে শুরু রনজি অভিযান, নেই আকাশ

হয়তো তিন পেসারের ভাবনায় অভিমন্যুরা

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা,৯ অক্টোবর : বোধন হয়ে গিয়েছে। উৎসবে মাতোয়ারা বাংলা। পথেঘাটে জনজোয়ার।

কলকাতা থেকে হাজার কিলোমিটার দূরে লখনউয়ে বসে বাংলা ক্রিকেট দলও রনজি ট্রফির বোধনের অপেক্ষায়। লখনউতে বেশ কয়েকটি দুর্গাপুজো হয়। গতরাতে সেখানে পৌঁছানোর পর থেকে লখনউয়ে কোথায় পুজো হয়, তার খোঁজ নিয়ে ফেলেছেন বাংলা দলের ক্রিকেটাররা। আর তার মধ্যেই চলছে অষ্টমী থেকে উত্তরপ্রদেশের বিরুদ্ধে শুরু হতে চলা রনজি অভিযানের প্রস্তুতি।

শেষ মরশুমটা একেবারেই ভালো যায়নি বাংলা দলের। ব্যর্থতায় ভরা সেই মরশুম ভুলে নতুনভাবে সামনে তাকাতে চাইছেন অনুষ্টুপ মজুমদাররা। আজ বেলার দিকে লখনউয়ের একানা স্টেডিয়ামে ঘণ্টা তিনেক অনুশীলন করেছেন ঋদ্ধিমান সাহারা। শুক্রবার থেকে উত্তরপ্রদেশের বিরুদ্ধে রনজি অভিযান শুরু করতে চলেছে বাংলা। তার আগে দলের নতুন অধিনায়ক অনুষ্টুপ লখনউ থেকে মোবাইলে বলছিলেন, 'অতীত নিয়ে না ভেবে সামনে তাকাতে চাইছি আমরা। নতুন মরশুমের শুরুটা ভালো হওয়া প্রয়োজন। সেকথা মাথায় রেখেই আমরা উত্তরপ্রদেশ ম্যাচের পরিকল্পনা করছি।' জানা গিয়েছে, বাংলা তিন পেসারে প্রথম একাদশ গড়তে চলেছে। ১৬ অক্টোবর থেকে নিউজিল্যান্ডের বিরুদ্ধে টিম ইন্ডিয়ার টেস্ট সিরিজ শুরু। ভারতীয় স্কোয়াডে থাকবেন আকাশ দীপ। তাই তাঁকে ছাড়াই রনজি অভিযান শুরু করছে বাংলা দল। মুকেশ

> বিপক্ষ শিবিরে কে বা কারা রয়েছে, কোনওদিন সেটা নিয়ে বেশি ভাবিনি। ক্রিকেটের বেসিক হল, মাঠে নেমে নিজের কাজটা সঠিকভাবে করা। সেটা করতে পারলেই বাকি কাজও সহজ হয়ে যাবে।
>
> **লক্ষ্মীরতন শুক্লা**

কুমার, মহম্মদ কাইফ ও সুরজ সিন্ধু জয়সওয়ালকে নিয়ে তৈরি হচ্ছে বাংলার পেস আক্রমণ। স্পিনার হিসেবে শাহবাজ আহমেদ ও ঋত্বিক চট্টোপাধ্যায়ের খেলার কথা।

ওপেনিংয়ে থাকছে চমক। দলীপ ও ইরানি ট্রফিতে স্বপ্নের ফর্মে থাকা অভিমন্যু ঈশ্বরণের সঙ্গে উত্তরপ্রদেশ ম্যাচে ওপেন করতে চলেছেন সুদীপ চট্টোপাধ্যায়। অভিজ্ঞ সুদীপ-অভিমন্যুর ডান ও বাঁহাতি কম্বিনেশন বাংলা দলের জন্য বড় সুবিধার হতে পারে, মনে করছেন কোচ লক্ষ্মীরতন শুক্লাও। সন্ধ্যার দিকে লখনউ থেকে তিনি উত্তরবঙ্গ সংবাদকে বলছিলেন, 'নতুন মরশুমে নতুন ওপেনিং জুটির কথা ভেবেছি আমরা। অভিমন্যুর সঙ্গে সুদীপকে দিয়ে ওপেন করাচ্ছি আমরা। আর তিন পেসারে দল নামানোর পরিকল্পনা রয়েছে। দুই স্পিনারও থাকবে প্রথম একাদশে।' প্রতিপক্ষ উত্তরপ্রদেশও বেশ ভালো দল। স্কোয়াডে যশ দয়াল, সৌরভ কুমার, নীতীশ রানা, প্রিয়ম গর্গদের মতো সর্বভারতীয় ক্রিকেটে পরিচিত একাধিক ক্রিকেটার রয়েছেন। বাংলার কোচ লক্ষ্মীরতন অবশ্য প্রতিপক্ষকে নিয়ে তেমন ভাবতে রাজি নন। তাঁর কথায়, 'বিপক্ষ শিবিরে কে বা কারা রয়েছে, কোনওদিন সেটা নিয়ে বেশি ভাবিনি। ক্রিকেটের বেসিক হল, মাঠে নেমে নিজের কাজটা সঠিকভাবে করা। সেটা করতে পারলেই বাকি কাজও সহজ হয়ে যাবে।'

লখনউয়ের একানা স্টেডিয়ামের পিচ নিয়ে বাংলা শিবিরে রয়েছে ধোঁয়াশা। আজ পিচ দেখা সম্ভব হয়নি। কিন্তু বাংলা শিবির মনে করছে, স্পোর্টিং পিচ হবে। যেখানে পরের দিকে স্পিনাররা সাহায্য পাবেন। সেভাবেই তৈরি হচ্ছে নতুন শুরুর পরিকল্পনা।

ভারতীয় টেনিসের উন্নতি প্রয়োজন : লিয়েন্ডার

হকি ইন্ডিয়া লিগের রাঢ় বেঙ্গল টাইগার্স দলের আত্মপ্রকাশের অনুষ্ঠানে ফ্র্যাঞ্চাইজির কর্ণধার রাহুল টোডির সঙ্গে লিয়েন্ডার পেজ। -ডি মণ্ডল

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ৯ অক্টোবর : ভারতীয় টেনিসের যথেষ্ট উন্নতির অবকাশ রয়েছে বলে মনে করেন টেনিস তারকা লিয়েন্ডার পেজ। তাঁর মতে, তৃণমূল স্তরে উন্নতি করতে না পারলে খেলোয়াড় উঠে আসবে না। লিয়েন্ডার বলেছেন, 'আমার মনে হয়, এখনও ভারতীয় টেনিসকে অনেক উন্নতি করতে হবে। এর জন্য তৃণমূল স্তর থেকে নজর দেওয়া উচিত। আমার মতে, ক্রিকেটের পর টেনিস এখন দেশের অন্যতম জনপ্রিয় খেলা।' তিনি আরও যোগ করেছেন, 'আমি, মহেশ ও সানিয়া মির্জা প্রায় ৪০টির কাছাকাছি গ্র্যান্ড স্ল্যাম জিতেছি। এর সঙ্গে রোহন বোপান্নাকে যোগ করুন। এছাড়া অলিম্পিক, এশিয়ান গেমসেও পদক এসেছে টেনিস থেকে। এটাই প্রমাণ করে, চাইলে আমরাও বিশ্বের একনম্বর হতে পারি।'

বাবা ভেস পেজ ১৯৭২ সালে অলিম্পিকে পদকজয়ী হকি দলের সদস্য। বাবাকে দেখেই অনুপ্রেরণা পেয়েছেন লিয়েন্ডার। এই নিয়ে তিনি বলেছেন, 'বাবা ১৯৭২ অলিম্পিকে ব্রোঞ্জজয়ী ভারতীয় হকি দলের সদস্য। বাবাকে দেখেই অলিম্পিক পদক জয়ের অনুপ্রেরণা পেয়েছি।' ১৯৯৬ সালে আটলান্টা অলিম্পিকে লিয়েন্ডার ব্রোঞ্জ পদক পেয়েছেন।

চলতি বছরে হকি ইন্ডিয়া লিগে বাংলা অংশগ্রহণ করতে চলেছে রাঢ় বেঙ্গল টাইগার্স নামে। বুধবার বেঙ্গল টাইগার্সের এক সাংবাদিক সম্মেলনে উপস্থিত ছিলেন লিয়েন্ডার। তিনি রাঢ় বেঙ্গল টাইগার্সের সাফল্যের বিষয়ে ভীষণ আশাবাদী। প্রথমবার অংশগ্রহণ করে চমক দিতে চাইছে বাংলার এই ফ্র্যাঞ্চাইজি দলটি। এই ফ্র্যাঞ্চাইজির পুরুষ দলের কোচের দায়িত্ব সামলাবেন অস্ট্রেলিয়ার বর্তমান কোচ কোলিন বাক। মহিলা দলের দায়িত্ব সামলাবেন গ্লেন টার্নার। দলটি সল্টলেকে সাইয়ের মাঠে অনুশীলন করবে বলেই দলের কর্তারা জানিয়েছেন।

প্রথম দশে অর্শদীপও

সেরা তিনে ফিরলেন হার্দিক

দুবাই, ৯ অক্টোবর : আইসিসি র‍্যাংকিংয়ে অলরাউন্ডারদের তালিকায় প্রথম তিনে প্রত্যাবর্তন হার্দিক পান্ডিয়ার। বাংলাদেশের বিরুদ্ধে গোয়ালিয়রে অনুষ্ঠিত প্রথম টি২০ ম্যাচে ব্যাটে-বলে সাফল্য পেয়েছেন। সাফল্যের প্রতিফলন আইসিসি ক্রমতালিকায়। ইংল্যান্ডের লিয়াম লিভিংস্টোন ও নেপালের দীপেন্দ্র সিং আইরের ঠিক পিছনেই রয়েছেন হার্দিক।

ব্যাটিং বিভাগেও লাভবান হয়েছেন হার্দিক। সাত ধাপ এগিয়ে ৬০তম স্থানে রয়েছেন। অস্ট্রেলিয়ার ট্রাভিস হেড শীর্ষস্থান

দখলে রেখেছেন। দ্বিতীয় স্থানে থাকা সূর্যকুমার যাদবের (৮০৭) ৭৪ পয়েন্টে এগিয়ে হেড। সূর্য ছাড়া যশস্বী জয়সওয়াল (৫) ও রুতুরাজ গায়কোয়াড় (৯) প্রথম দশে রয়েছেন। বোলিং বিভাগে সেরা দশে ঢুকে পড়েছেন অর্শদীপ সিং। সংক্ষিপ্ত ফরম্যাটে বেশ কিছুদিন ধরেই সাফল্যের মধ্যে রয়েছেন বাঁহাতি পেসার। প্রথম ম্যাচে তিন উইকেট নেওয়ার সুফল আট ধাপ এগিয়ে অষ্টম স্থানে পৌঁছে গিয়েছেন। প্রথম দশে অর্শদীপই একমাত্র ভারতীয় বোলারও। জসপ্রীত বুমরাহ, মহম্মদ সিরাজের অবর্তমানে অর্শদীপের কাঁধে পেস ব্রিগেডের দায়িত্ব। গোয়ালিয়রে যে দায়িত্ব সাফল্যের পুরস্কার কেরিয়ারের সর্বোচ্চ ৬৪২ রেটিং পয়েন্টে অর্শদীপ। বোলিং বিভাগে কিছুটা এগিয়েছেন ওয়াশিংটন সুন্দরও। চার ধাপ উন্নতি করে আছেন ৩৫তম স্থানে। বোলিং বিভাগের শীর্ষে ইংল্যান্ডের স্পিন-তারকা আদিল রশিদ।

নিউজিল্যান্ড সিরিজের প্রস্তুতি শুরু করলেন রোহিত শর্মা। বুধবার।

ঝাড়খণ্ডের নেতৃত্বে ঈশান

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ৯ অক্টোবর : ঘরোয়া ক্রিকেট তিনি অনেকদিনই খেলতে চান না। ঘরোয়া ক্রিকেট না খেলার কারণেই ভারতীয় ক্রিকেট কন্ট্রোল বোর্ডের বার্ষিক চুক্তি থেকেও বাদ পড়তে হয়েছিল তাঁকে।

'অবাধ্য' ঈশান কিষানকে নিয়ে ভারতীয় ক্রিকেটের অন্দরমহলের ছবিটা ক্রমশ বদলাচ্ছে। আসন্ন রনজি মরশুমে তিনি ঝাড়খণ্ড দলে ফিরেছেন। শুধু নিজের রাজ্য দলে ফেরা বা রনজি খেলার সিদ্ধান্ত নেওয়াই নয়, ঝাড়খণ্ডের অধিনায়ক হিসেবে ঈশান ফিরতে চলেছেন ঘরোয়া ক্রিকেটের মূল স্রোতে।

২০১৮-'১৯ সালে শেষবার ঝাড়খণ্ড রাজ্য দলকে নেতৃত্ব দিয়েছিলেন ঈশান। শেষ মরশুমে দলের অধিনায়ক ছিলেন বিরাট সিং। এবার তিনি ঈশানের ডেপুটির দায়িত্বে। দলে ফিরে নিজের রাজ্যের নেতৃত্বের দায়িত্ব কাঁধে তুলে নিলেও ঈশান উইকেটকিপিংয়ের দায়িত্ব পালন করবেন কিনা, স্পষ্ট নয়। কুমার কুশাগ্রও রয়েছেন স্কোয়াডে। মনে করা হচ্ছে, হয়তো তিনিই উইকেটকিপিংয়ের দায়িত্ব সামলাবেন। আজ ঝাড়খণ্ডের দল ঘোষণার পাশে ঈশানকে অধিনায়ক করার সিদ্ধান্ত নেওয়ার পর রাঁচিতে

সাংবাদিকদের সামনে হাজির হয়েছিলেন সেখানকার নির্বাচক প্রধান সুব্রত দাস। তিনি বলেছেন, 'ঈশান অভিজ্ঞ ক্রিকেটার। ওর আন্তর্জাতিক অভিজ্ঞতা আমাদের রনজি অভিযানে কাজে লাগবে। অধিনায়ক হিসেবেও যথেষ্ট দক্ষ ঈশান।'

ইংল্যান্ডই পাখির চোখ চাহালের

নয়াদিল্লি, ৯ অক্টোবর : চৌষট্টি খোপের খেলা ছেড়ে ব্যাট-বলের চৌহদ্দি। সেখানেও জাঁকিয়ে বসা। ওডিআই এবং টি২০ মিলিয়ে ১৫২টি ম্যাচ খেলেছেন ভারতের হয়ে। উইকেট সংখ্যা ২১৭।

যদিও গত কয়েক বছরে আন্তর্জাতিক ক্রিকেটে নিয়মিত নন। ভারতীয় দল থেকে বাদ পড়েছেন। টিম ইন্ডিয়ায় প্রত্যাবর্তনের লড়াইয়ে ২০২৫-এর ইংল্যান্ড সফরকেই পাখির চোখ করছেন যুযবেন্দ্র চাহাল।

অফসিজনে প্রস্তুতি সারতে কাউন্টিতে খেলার সিদ্ধান্ত নেন এবার। প্রথম কাউন্টি সফরেই নটিংহ্যামের হয়ে সফল ভারতীয় লেগস্পিনার। চারদিনের ও ওয়ান ডে- দুই ফরম্যাটেই নটিংহ্যাম বোলিংয়ের অন্যতম অস্ত্র হয়ে ওঠেন। সংক্ষিপ্ত কাউন্টি সফরে মাত্র ১৭ গড়ে ২৪ উইকেট নেন। ইংল্যান্ডের মাটিতে পাওয়া যে সাফল্য নতুন আশা দেখাচ্ছে চাহালকে। জানান, আগামী বছর ভারত যখন ইংল্যান্ড সফরে যাবে, তিনি তাঁর ক্ষমতা দেখিয়ে দেবেন। চাহালের দাবি, 'কাউন্টি ক্রিকেট বেশ কঠিন মঞ্চ। কাউন্টিতে অংশ নেওয়া আমাকে সুযোগ করে দিয়েছে ভালো মানের প্রতিপক্ষের বিরুদ্ধে নিজের স্কিল দেখানোর। ভারতীয় দলের সঙ্গে আগামী বছর ইংল্যান্ড সফরে থাকলে বুঝিয়ে দেব আমি কতটা দক্ষ।'

নটিংহ্যামের হয়ে বাইশ গজে ম্যাচ জেতানো পারফরমেন্সই শুধু নয়, উঠতি ক্রিকেটারদের দিকেও সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দিয়েছেন। চাহাল বলেন, 'আমি কৃতজ্ঞ ব্রাইডন স্যারের কাছে। উনি কাউন্টি খেলার সুযোগ করে দিয়েছেন আমাকে। কাউন্টির সূত্রেই আলাপ হয় অসম্ভব প্রতিভাবান ১৮ বছরের তরুণ ক্রিকেটার কৃশ প্যাটেলের সঙ্গে। উজ্জ্বল ভবিষ্যৎ অপেক্ষা করছে ওর জন্য।'

নিরাপত্তা প্রশ্নে জোরালো হাতিয়ার মোহনবাগানের

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ৯ অক্টোবর : এএফসি চ্যাম্পিয়ন্স লিগ টু থেকে বাতিল করা হয়েছে মোহনবাগান সুপার জায়েন্টকে।

কিন্তু এরইমধ্যে এসতেকলাল বনাম আল নাসের ও ট্র্যাক্টর এফসি-র বিরুদ্ধে এফসি রাভসানের ম্যাচ সম্ভবত সরে যাচ্ছে দুবাইতে। যে খবর এএফসি সূত্রে ইতিমধ্যেই পেয়েছে মোহনবাগান। আর এটাকেই এখন হাতিয়ার করতে চাইছে সবুজ-মেরুন কর্তৃপক্ষ। ইরান যে ম্যাচ খেলার উপযুক্ত ছিল না,

ইরানের সব ম্যাচ সম্ভবত দুবাইয়ে সরছে

এটা জানিয়ে আবেদন করার কথা আগেই জানায় মোহনবাগান। এবার সেই আবেদন আরও জোরালো হবে এএফসি এই সিদ্ধান্ত সরকারিভাবে জানালে। তারা প্রমাণ করতে পারবে, এই ম্যাচ খেলতে যাওয়ার মতো উপযুক্ত আবহ সেই সময়েও ছিল না কারণ ইরান তাদের সব বিমানবন্দর ম্যাচের দিন সকালেই বন্ধ করে দেওয়ায়। খেলতে গেলেও আটকে থাকতে হত গোটা দলকে।

এদিকে, দল নিয়ে প্রতিদিনই অবশ্য অনুশীলন চালাচ্ছেন হোসে ফ্রান্সিসকো মোলিনা। এদিন সকালে অনুশীলনের পর অবশ্য পুজোর ছুটি দিয়ে দেন তিনি। আবার ১৩ অক্টোবর থেকে শুরু হবে ডার্বির প্রস্তুতি। মহমেডান স্পোর্টিং ক্লাব ম্যাচ থেকে দল খানিক ছন্দে ফেরায় হাঁফ ছেড়ে বাঁচলেও মোলিনা অবশ্য গা-ছাড়া মনোভাব আনতে দিতে রাজি নন। কারণ তাঁরও জানা, ডার্বি না জিততে পারলে সমর্থকদের আস্থা এবার পাকাপাকিভাবে হারাবেন তিনি।

নীতীশ-ঝড়ের সঙ্গে রিঙ্কু শো কোটলায়

ভারত-২২১/৯ বাংলাদেশ-১৩৫/৯

নয়াদিল্লি, ৯ অক্টোবর : আইপিএল টিম!

বাস্তবিক অর্থে ঠিক তাই। দলে মাত্র তিনজন বিশ্বকাপজয়ী। রোহিত শর্মা, বিরাট কোহলি, রবীন্দ্র জাদেজা অবসর নিয়েছেন। বাকিরা বিশ্রামে। কিন্তু টাইগার ব্রিগেডের গর্জন থামাতে সেটাই যথেষ্ট। গোয়ালিয়রে ব্যাটে-বলে বাংলাদেশকে দুরমুশ করেছিল তরুণ ভারত। দিল্লির ফিরোজ শা কোটলাতে তারই পুনরাবৃত্তি। নিটফল ৮৬ রানের বড় ব্যবধানে টাইগার-বধে ২-০ ব্যবধানে আরও এক সিরিজ জয় ভারতের।

নীতীশকুমার রেড্ডি (৩৪ বলে ৭৪), রিঙ্কু সিংয়ের (২৯ বলে ৫৩) ব্যাটিং-গর্জনের সামনে বেড়ালে পরিণত পদ্মাপাড়ের তথাকথিত বাঘেরা। পাওয়ার প্লে-তে ভারতকে বেকায়দায় (৪৬/৩) ফেলে সিরিজ ১-১ করার আশা তৈরি করেছিল। যদিও নীতীশ-ঝড়, রিঙ্কু শোয়ের পর বোলারদের দাপটে ফের লজ্জার হার। ভারতের ২২১/৯ রানের জবাবে বাংলাদেশ আটকে যায় ১৩৫/৯ স্কোরে।

পারভেজ হোসেন ইমনকে (১৬) ফিরিয়ে প্রথম ধাক্কা দেন অর্শদীপ সিং। এরপর ওয়াশিংটন সুন্দর, বরুণ চক্রবর্তী, অভিষেক শর্মাদের স্পিন-মায়াজালে হাঁসফাঁস হাল লিটন দাস (১৪), নাজমুল হোসেন শান্ত (১১), তৌহিদ হৃদয় (১), মেহেদি হাসান মিরাজ (১৬), জাকের আলিদের (১)। কেরিয়ারের অন্তিম সিরিজ খেলতে নামা মাহমুদুল্লাহ রিয়াদ করেন ৪১।

ভারতের শুরুটা অবশ্য আশঙ্কার। পাওয়ার প্লে-তে সঞ্জু স্যামসন (১০), অভিষেক (১৫), সূর্যকুমার যাদবকে (৮) হারিয়ে চিন্তার ছাপ গৌতম গম্ভীর, অভিষেক নায়ারদের চোখেমুখে। তাসকিন আহমেদ, মুস্তাফিজুর রহমান, তানজিম সাকিব-পেস ত্রয়ীর দাপটে ৪১/৩ ভারত।

১৭৫ পৌঁছোনো যাবে তো? আশঙ্কা রবি শাস্ত্রী, সুনীল গাভাসকারদের কথাতেও। চিন্তা দূর নীতীশ, রিঙ্কুর ৫১ বলে ১০৮ রানের বিস্ফোরক জুটিতে। প্রথমে নীতীশ কিছুটা নড়বড়ে। ৫ রানের মাথায় ক্যাচ দিয়ে বেঁচেও যান। সুযোগের সদ্ব্যবহারে কোটলা দখল।

ইনিংসের টার্নিং পয়েন্ট অবশ্য মাহমুদুল্লাহর নো বল, ফ্রি হিটে নীতীশের ছক্কা। ছক্কার আগে ১৩ বলে ১৩ রান করেছিলেন। পরের ২১ বলে ৬১! ২৭ বলে কেরিয়ারের প্রথম হাফ সেঞ্চুরি নীতীশের। মাটিতে বল রাখার বদলে শেষদিকে বেশিরভাগ উড়ে যাচ্ছিল গ্যালারিতে।

কোটলার বাউন্ডারি ছোট। কিন্তু নীতীশের বিগহিটগুলি যে কোনও মাঠেই বাউন্ডারি পেরোবে, প্রশংসা করতে গিয়ে বলছিলেন গাভাসকার। তাসকিনকে মারা ফোরহ্যান্ড শট কিংবা মিড উইকেটের ওপর দিয়ে পুল- বছর একুশের অন্ধ্রপ্রদেশ ব্যাটারের যে ব্যাটিং-শোয়ে কোটলায় তখন উৎসবের মেজাজ।

আন্তর্জাতিক কেরিয়ারের প্রথম অর্ধশতরানের পর নীতীশ কুমার রেড্ডি।

আশঙ্কা সরিয়ে সিরিজ দখল

অনভিজ্ঞ নীতীশের বেধড়ক ঠ্যাঙানিতে দর্শক মিরাজ, তানজিম, রিশাদরা। মুস্তাফিজুরের (৩৬/২) অভিজ্ঞতার কাছে শেষপর্যন্ত থামে নীতীশ-ঝড়। তবে ফেরার আগে ৭টি ছক্কা, ৪টি চারের বিস্ফোরক ইনিংসে বাংলাদেশের যাবতীয় আশায় জল ঢেলে দেন। স্ট্রাইক রেট ২১৭.৬৪!

নীতীশের পাওয়ার-হিটিংয়ের পাশে রিঙ্কুর বুদ্ধিদীপ্ত ব্যাটিং। ক্রিজে নেমেই চাপ কাটানোর কাজে হাত লাগান রিঙ্কু। ফিল্ডিংয়ের ফাঁকফোকর যেমন খুঁজে নিলেন, তেমনই চোখধাঁধানো শটের ফুলঝুরি। গত কয়েক ইনিংসে ব্যর্থতায় তৈরি হওয়া চাপ ঝেড়ে ফিরলেন ২৯ বলে ৫৩ রানের অক্সিজেন নিয়ে।

স্লগ ওভারে হার্দিক পান্ডিয়ার (১৯ বলে ৩২) ক্যামিও ইনিংস। রিয়ান পরাগ জোড়া ছক্কায় ৬ বলে ১৫ করেন। নিট ফল প্রত্যাশা ছাপিয়ে ২২১/৯-এ পৌঁছে যাওয়া। সাধ থাকলেও যে স্কোর অতিক্রমের সাধ্য ছিল না বাংলাদেশের।

এদিন টসে জিতে ফিল্ডিংয়ের সিদ্ধান্ত নেন নাজমুল। মাথায় ঘুরপাক খাচ্ছিল গোয়ালিয়রে প্রথমে ব্যাটিং করে ১২৭ রানে গুটিয়ে যাওয়ার টাটকা ক্ষত। বাংলাদেশ অধিনায়কের যুক্তি, বোলাররা ভারতকে নাগালের মধ্যে আটকে দিতে পারলে সিরিজে প্রত্যাবর্তনের সুযোগ থাকবে।

সূর্য জানান, তিনি টসে জিতলে নাকি ব্যাটিংই নিতেন। মিরাজের প্রথম ওভারে ১৫ রান আসার পর সূর্যর হিসেবে গোলমাল। দৃষ্টিনন্দন জোড়া অফড্রাইভে শুরু করলেও ফের স্যামসনকে ঘিরে প্রত্যাশার অপমৃত্যু। তাসকিনের স্লোয়ারে মিডঅফে ক্যাচ প্র্যাকটিস। এরপরও বাদ পড়লে, প্রশ্ন তোলা অবান্তর।

মেন্টর যুবরাজ সিং প্রথম ম্যাচের পর মস্তিষ্ক কাজে লাগানোর পরামর্শ দেন অভিষেককে (১৫)। কিন্তু সব বল আড়া চালাতে যাওয়ার বদভ্যাসে উইকেট খোয়ান। তানজিমের ১৪৭ কিলোমিটার গতির বল ব্যাটের কানা ছুঁয়ে উইকেট ভেঙে দেয়। সূর্য (৮) আগাগোড়াই মেঘের আড়ালে। তাসকিন-মুস্তাফিজুরের স্লোয়ারের গোলকধাঁধায় খোলস ছেড়ে বেরোতে পারেননি। স্যামসনের আউটের কার্বন কপি। সূর্য দ্রুত অস্তমিত হলেও ভারত ঝলমলেই। নীতীশ যদি ম্যাচের নায়ক হন, দোসর অবশ্যই রিঙ্কু।

২৯ বলে মারমুখী ৫৩ রান করার পথে রিঙ্কু সিং। বুধবার নয়াদিল্লিতে।

বদলা নিয়ে জয় হরমনপ্রীতদের

ভারত-১৭২/৩ শ্রীলঙ্কা-৯০

দুবাই, ৯ অক্টোবর : পাকিস্তানের বিরুদ্ধে জয় এলেও ভারতীয় ব্যাটারদের মন্থর ব্যাটিং সমালোচকদের হাত শক্ত করেছিল। সঙ্গে ছিল অধিনায়ক হরমনপ্রীত কাউরের ঘাড়ের চোট ও দুর্বল নেট রানরেটের ভ্রূকুটি। বুধবার মহিলাদের চলতি টি২০ বিশ্বকাপে সবকিছুকেই ঝেড়ে ফেললেন স্মৃতি মান্ধানা, হরমনপ্রীতরা। নিটফল, এশিয়া কাপের ফাইনালের হারের বদলা নিয়ে শ্রীলঙ্কার বিরুদ্ধে ৮২ রানের বিশাল জয়। সঙ্গে ৩ ম্যাচে ৪ পয়েন্ট নিয়ে লিগ টেবিলের দুই নম্বরে উঠে আসার পাশাপাশি রানরেটে নিউজিল্যান্ডকে টপকে যাওয়া।

ফিট হরমনপ্রীতের টস করতে নামা ম্যাচ শুরুর আগেই ভারতীয় শিবিরকে বাড়তি আত্মবিশ্বাস জুগিয়েছিল। কয়েন যুদ্ধেও ভাগ্য ভারতের সঙ্গ দেয়। ফলে টসে জিতে ব্যাটিং নিতে দু'বার ভাবেননি হরমন। চলতি বছরের মহিলাদের এশিয়া কাপের ফাইনালে এই শ্রীলঙ্কার কাছেই অপ্রত্যাশিত হার হজম করতে হয়েছিল ভারতকে। বুধবার প্রথম বল থেকেই বদলা নেওয়ার মেজাজে ছিলেন শেফালি ভার্মা (৪৩), মান্ধানা (৩৮ বলে ৫০)। পাকিস্তান ম্যাচে শেফালি-মান্ধানার ওপেনিং জুটি ক্লিক করেনি। এদিন সেই হতাশা এই দুই তারকা সুদে-আসলে মেটালেন। ওপেনিং জুটিতে এল ৯৮ রান। যার শুরুটা করেছিলেন শেফালি। মহিলাদের ক্রিকেটে অন্যতম বিধ্বংসী ব্যাটার হিসেবে সুনাম রয়েছে তাঁর। এদিন অবশ্য শেফালি বুঝেশুনে ঝুঁকি নিলেন। অর্ধশতরান না পেলেও রেকর্ড গড়লেন শেফালি। মহিলাদের টি২০ আন্তর্জাতিকে সর্বকনিষ্ঠ হিসেবে ২ হাজার রান হয়ে গেল ২০ বছরের এই ব্যাটারের।

মান্ধানা বরাবরই টাচ প্লেয়ার। তাঁর ব্যাটিং সবসময়ই চোখের পক্ষে আরামদায়ক। এদিনও মান্ধানার ব্যাট থেকে মন ভালো করে দেওয়া কিছু শট বেরোল। অর্ধশতরানের মাঝেই ভারতের তৃতীয় ব্যাটার হিসেবে টি২০ বিশ্বকাপে ৫০০ রানের গণ্ডি টপকে যান তিনি। ওপেনিং জুটি ভাঙে মান্ধানার দুর্ভাগ্যজনক রানআউটে। পরের বলে ফিরে যান শেফালিও।

এখান থেকেই স্মৃতিদের সাজানো মঞ্চকে দুর্দান্ত ব্যবহার করলেন অধিনায়ক হরমনপ্রীত। পাকিস্তানের বিরুদ্ধে দল জিতলেও ম্যাচ ফিনিশ করে আসতে পারেননি। এদিন অবশ্য ভারতীয় ক্রিকেটের 'হ্যারি'-কে নড়ানো যায়নি। শুরুটা দেখেশুনে করার পর কার্যত ঝড় তুললেন হরমন। ২৭ বলে অপরাজিত ৫২ রানের ইনিংসে দলের স্কোর ১৭২/৩-এ পৌঁছে দেন তিনি।

রানরেটে কিউয়িদের টপকে যেতে হলে শ্রীলঙ্কাকে ১২৭ রানের মধ্যে থামাতে হত। নতুন বলে রেণুকা সিং ঠাকুর (১৬/২) শ্রীলঙ্কার টপ অর্ডারকে ভেঙে দেন। ৬/৩ হয়ে যাওয়ার ধাক্কা শ্রীলঙ্কা গোটা ইনিংসে কাটিয়ে উঠতে পারেনি। অরুন্ধতী রেড্ডি (১৯/৩) ও আশা শোভানার (১৯/৩) পেস-স্পিনের ককটেলে শ্রীলঙ্কা ১৯.৫ ওভারে ৯০ রানে গুটিয়ে যায়। ঝোড়ো অর্ধশতরানের জন্য ম্যাচের সেরা হিসেবে হরমনপ্রীত ছাড়া দ্বিতীয় কারও নাম ভাবার দরকার পড়েনি।

ঝোড়া অর্ধশতরান করে সাজঘরে ফিরছেন অধিনায়ক হরমনপ্রীত কাউর।

স্মৃতির অর্ধশতরান, শেফালির রেকর্ড

শ্রীলঙ্কার বিরুদ্ধে অর্ধশতরানের পথে স্মৃতি মান্ধানা। বুধবার দুবাইয়ে মহিলাদের টি২০ বিশ্বকাপে।

নীতীশের মধ্যে আগামীর তারকা দেখছে ভারতীয় শিবির।

সূর্য, গম্ভীরকে কৃতিত্ব নীতীশের

নয়াদিল্লি, ৯ অক্টোবর : প্রথম ম্যাচে সম্ভাবনা তৈরি করেছিলেন। বুধবার আন্তর্জাতিক কেরিয়ারের দ্বিতীয় ম্যাচে ঝলসে উঠল নীতীশ কুমার রেড্ডির ব্যাট। চার নম্বরে নেমে দেশের জার্সিতে প্রথম অর্ধশতরানের (৩৪ বলে ৭৪) সঙ্গে দলকে নির্ভরতা দিলেন। নীতীশ ও রিঙ্কু সিংয়ের (২৯ বলে ৫৩) ৫১ বলে ১০৮ রানের বিস্ফোরক জুটিতে ৪১/৩ পরিস্থিতি থেকে ভারত ২২১/৯ স্কোরে পৌঁছে যায়। পরে বল হাতেও জোড়া উইকেট নেন অন্ধ্রপ্রদেশের ২১ বছরের অলরাউন্ডার নীতীশ। দ্বিতীয় টি২০-তে বাংলাদেশকে ৮৬ রানে হারিয়ে সিরিজ জয় ও ম্যাচের সেরা হওয়ার উচ্ছ্বাস নিয়ে নীতীশ বলেছেন, 'ভারতের জার্সিতে খেলতে পারা বিরাট অনুভূতি। নিজেকে ভাগ্যবান মনে করি। কোচ গৌতম গম্ভীর ও অধিনায়ক সূর্যকুমার যাদবকে ধন্যবাদ দেব। ওরা আমাকে নিজের সহজাত ক্রিকেট খেলার ছাড়পত্র দিয়েছিল। শুরুতে একটু সময় নিয়েছিলাম। কিন্তু মাহমুদুল্লাহর নো বলটার পরই মনে হয়েছিল আজকে সব আমার পক্ষে যাবে। সেটাই হয়েছে।'

প্রথম টেস্টে অনিশ্চিত উইলিয়ামসন

ওয়েলিংটন, ৯ অক্টোবর : ভারত সফরের দল ঘোষণা করল নিউজিল্যান্ড।

১৬ অক্টোবর তিন ম্যাচের টেস্ট সিরিজ শুরু হচ্ছে বেঙ্গালুরুর চিন্নাস্বামী স্টেডিয়ামে। দ্বৈরথের ঢাকে কাঠি দিয়ে কয়েকদিনের মধ্যেই সদলবলে ভারতে পা রাখতে চলেছেন ব্ল্যাক ক্যাপসরা। টিম ইন্ডিয়ার টক্করে কারা নামবেন, এদিন সেই ১৭ জনের দলই বেছে নিলেন কিউয়ি নির্বাচকরা।

শ্রীলঙ্কা সফরের ব্যর্থতার জেরে নেতৃত্ব থেকে পদত্যাগ করেন টিম সাউদি। পরিবর্তে টিম ল্যাথাম আসন্ন ভারত সফরে অধিনায়কের ভার সামলাবেন। টিম সাউদি খেলবেন সাধারণ সদস্য হিসেবে। দলে আছেন প্রাক্তন আরেক অধিনায়ক কেন উইলিয়ামসনও। তবে কুঁচকির চোটের কারণে তারকা ব্যাটারকে নিয়ে অনিশ্চয়তাও তৈরি হয়েছে।

শ্রীলঙ্কা সফরে গলে অনুষ্ঠিত দ্বিতীয় টেস্টের সময় চোট পান উইলিয়ামসন। সেই চোট থেকে এখনও মুক্ত নন। টিম সূত্রের খবর, প্রথম টেস্টে উইলিয়ামসনের খেলার সম্ভাবনা ক্ষীণ। নির্বাচক কমিটির তরফে জানানো হয়েছে, অযথা তাড়াহুড়োয় ঝুঁকি বাড়াতে রাজি নন তাঁরা। তবে পরিকল্পনা অনুযায়ী রিহ্যাব প্রক্রিয়া চললে সিরিজের শেষদিকে উইলিয়ামসনকে পাওয়া যাবে।

ব্যাকআপ হিসেবে ভাবনায় এখনও পর্যন্ত টেস্ট না খেলা মার্ক চ্যাপম্যান। তবে অভিজ্ঞ উইলিয়ামসনের যথার্থ বিকল্প রাতারাতি পাওয়া সম্ভব নয়। কঠিন ভারত সফরে তারকা ব্যাটারকে শুরুতে না পাওয়া বড় ধাক্কা ব্ল্যাক ক্যাপসদের জন্য। নির্বাচক কমিটির এক সদস্য তা মেনে নিয়ে বলেছেন, 'গুরুত্বপূর্ণ সফর। শুরুতে কেনকে না পাওয়া দলের জন্য দুর্ভাগ্য।'

ভারত সফরের দল ঘোষণা

চ্যাপম্যান এখনও পর্যন্ত ৪৪টি প্রথম শ্রেণির ম্যাচ খেলে ৪২.৮১ গড়ে ২,৯৫৪ রান করেছেন। অনিয়মিত স্পিন বোলিং করলেও লাল বলের ক্রিকেটে ছাপ রাখতে পারেননি। কিউয়ি নির্বাচকরা যদিও আশাবাদী, উপমহাদেশীয় পিচে চ্যাপম্যান কার্যকর হবে।

স্পিন-অলরাউন্ডার মাইকেল ব্রেসওয়েল প্রথম টেস্ট খেলার পর দেশে ফিরবেন পারিবারিক কারণে। সন্তানের মুখ দেখার জন্য ওই সময় স্ত্রী-পরিবারের পাশে থাকবেন। ব্রেসওয়েলের পরিবর্তে শেষ দুই টেস্টের জন্য দলে নেওয়া হচ্ছে ভারতীয় বংশোদ্ভূত স্পিনার ইশ সোধিকে।

ঘোষিত দল

টম ল্যাথাম (অধিনায়ক), টম ব্লান্ডেল, মাইকেল ব্রেসওয়েল (প্রথম টেস্ট), মার্ক চ্যাপম্যান, ডেভন কনওয়ে, ম্যাট হেনরি, ড্যারেল মিচেল, উইল ও'রৌরকি, আজাজ প্যাটেল, গ্লেন ফিলিপস, রাচিন রবীন্দ্র, মিচেল স্যান্টনার, বেন সিয়ার্স, ইশ সোধি (দ্বিতীয় ও তৃতীয় টেস্ট), টিম সাউদি, কেন উইলিয়ামসন, উইল ইয়ং।

উইলিয়ামসনের অবর্তমানে প্রথম টেস্টে ব্যাটিংয়ে বাড়তি দায়িত্ব থাকবে ডেভন কনওয়ে, ড্যারেল মিচেলদের ওপর। গ্লেন ফিলিপস, রাচিন রবীন্দ্রও কার্যকর হয়ে উঠতে পারে। টিম সাউদিদের সঙ্গে মিচেল স্যান্টনার-সোধির স্পিন যুগলবন্দি ভারতীয় ব্যাটারদের কতটা চ্যালেঞ্জ ছুড়ে দেয়, উত্তরের জন্য অপেক্ষা করতে হবে।

'খবরের কোনও সত্যতা নেই'

ফাইনাল সরানোর দাবি ওড়াল পিসিবি

লাহোর, ৯ অক্টোবর : হাইব্রিড মডেল।

ভারতের কথা মাথায় রেখে লাহোর থেকে নিরপেক্ষ কেন্দ্র দুবাইয়ে সরানো হতে পারে ফাইনালও। গতকাল যে খবরে ফের চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফি নিয়ে তর্জার উত্তাপ ফের ঊর্ধ্বমুখী। পাকিস্তান ক্রিকেট বোর্ডের তরফে পত্রপাঠ এহেন দাবি খারিজ করে দেওয়া হয়েছে। পালটা দাবি, সর্বৈব মিথ্যা খবর।

নির্ধারিত সূচি মেনেই ২০২৫ সালে চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফির (১৯ ফেব্রুয়ারি-৯ মার্চ) আসর বসবে পাকিস্তানের তিন কেন্দ্র - করাচি, লাহোর ও রাওয়ালপিন্ডিতে। ভারতের পাকিস্তানে গিয়ে না খেলার সিদ্ধান্তে শুরু থেকেই যে টুর্নামেন্ট ঘিরে অনিশ্চয়তা তৈরি হয়েছে।

গতকাল ইংল্যান্ডের একটি প্রথম সারির দৈনিক দাবি করে ভারত ফাইনালে উঠলে লাহোর থেকে দুবাইয়ে খেতাবি যুদ্ধ সরানো হবে। যে প্রসঙ্গে পিসিবি-র দাবি, 'এই খবরের কোনও সত্যতা নেই। চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফির ফাইনাল পাকিস্তানের বাইরে সরানো হতে পারে বলে যা বলা হচ্ছে, তা ভিত্তিহীন। টুর্নামেন্ট আয়োজনের কাজ সঠিক পথেই এগোচ্ছে। আমরা আত্মবিশ্বাসী আসন্ন টুর্নামেন্টকে আমরা আকর্ষণীয় ও স্মরণীয় করে রাখতে।'

পিসিবি-র যুক্তি, ভারত-পাকিস্তানের রাজনৈতিক টানাপোড়েন রয়েছে। সেই কারণেই অনেকে এই ধরনের খবর রটাচ্ছে। কিন্তু তাঁদের বিশ্বাস, চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফির আসরে এর প্রভাব পড়বে না। নির্বিঘ্নে পাকিস্তানের মাটিতেই পুরো টুর্নামেন্ট অনুষ্ঠিত হবে। পিসিবি-র এক কর্তা দাবি করেন, 'দুই দেশের মধ্যে চলতি রাজনৈতিক অস্থির পরিস্থিতি রয়েছে। কিন্তু সমস্যা থাকলেও পিসিবি সফলভাবে চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফি আয়োজনে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ। আমরা নিশ্চিত, কোনও রকম বিঘ্ন ছাড়াই টুর্নামেন্ট অনুষ্ঠিত হবে পাকিস্তানের মাটিতে।'

আইসিসি অবশ্য কোনওরকম প্রতিক্রিয়া দেয়নি। লাহোর থেকে দুবাইয়ে ফাইনাল সরানো বা হাইব্রিড মডেল নিয়ে সরকারিভাবে কোনও নির্দেশিকাও জারি করা হয়নি বিশ্ব ক্রিকেটের নিয়ামক সংস্থার তরফে। তবে সূত্রের খবর, ভারতের চাপে শেষপর্যন্ত ২০২৩ সালের এশিয়া কাপের মতোই হাইব্রিড মডেলই সমাধান সূত্র হতে চলেছে চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফিতে।

রোহিত শর্মা, বিরাট কোহলিরা পাকিস্তানের বদলে নিরপেক্ষ কেন্দ্রে ম্যাচ খেলবেন। এমনকি ভারত যদি সেমিফাইনাল, ফাইনালে ওঠে, তাহলে সেই ম্যাচগুলিও পাকিস্তানের বদলে নিরপেক্ষ দেশে হবে। সম্ভাব্য কেন্দ্রের দৌড়ে এগিয়ে রয়েছে দুবাই। প্রসঙ্গত, ২০২৩ এশিয়া কাপে ভারতের ম্যাচগুলি এবং ফাইনাল শ্রীলঙ্কায় অনুষ্ঠিত হয়। বাকি ম্যাচ পাকিস্তানে। আইসিসি প্রকাশ্যে কিছু না বললেও একই পথেই চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফি। ভারত ২০০৮ সালে শেষবার পাকিস্তানের মাটিতে এশিয়া কাপে খেলেছিল।

টেস্টে ৩৫তম শতরানের পর জো রুট। বুধবার মুলতানে।

কুককে টপকে শীর্ষে রুট

মুলতান, ৯ অক্টোবর : লাল বলের ক্রিকেটে শচীন তেন্ডুলকারের সর্বাধিক রানের রেকর্ড কি ভেঙে ফেলবেন ইংল্যান্ডের জো রুট? পাকিস্তানের বিরুদ্ধে সিরিজের প্রথম টেস্টের তৃতীয় দিনের পর আরও একবার ক্রিকেট মহলে ঘুরপাক খাচ্ছে এই প্রশ্ন।

ব্যাট করতে নামলেই সেঞ্চুরি করা এবং একের পর এক রেকর্ড ভাঙা যেন অভ্যাসে পরিণত করে ফেলেছেন রুট। এদিনও তার অন্যথা হল না। বুধবার মুলতানে রুট অপরাজিত ১৭৬ রানের ইনিংস খেললেন। টেস্ট কেরিয়ারে যা তাঁর ৩৫তম শতরান। সেঞ্চুরি সংখ্যার নিরিখে তিনি পিছনে ফেললেন সুনীল গাভাসকার, ব্রায়ান লারা, মাহেলা জয়বর্ধনে এবং ইউনুস খানের মতো কিংবদন্তিদের। এঁদের প্রত্যেকেরই টেস্টে ৩৪টি সেঞ্চুরি ছিল। সেঞ্চুরি সংখ্যার দিক থেকে রুট আগেই স্বদেশীয় অ্যালিস্টার কুককে ছাড়িয়ে গিয়েছিলেন। এদিন টেস্ট রানের নিরিখেও কুককে (১২,৪৭২) পিছনে ফেললেন রুট (১২,৫৭৮)। ফলে টেস্টে ইংল্যান্ডের সর্বাধিক রানের নজির এখন রুটেরই দখলে। রুটের রেকর্ডের তালিকা এখানেই শেষ নয়। চলতি বছরে রুট এই নিয়ে ৫ নম্বর সেঞ্চুরি করে ফেললেন। এর আগে ২০২১ ও ২০২২ সালেও তিনি পাঁচটি সেঞ্চুরি করেছিলেন।

অন্যদিকে, কুক মনে করছেন এরকম ফর্মে থাকলে রুট শচীনের রেকর্ড ভেঙে ফেলতে পারেন। তাঁর মন্তব্য, 'বেন স্টোকস অধিনায়ক হওয়ায় রুটের সুবিধা হয়েছে। ওর চাপ কমেছে। যখন আমি অবসর নিই জানতাম রুট আমার রেকর্ড ভাঙবে, যদি না অধিনায়কত্বের চাপ ওর রানের খিদে কমিয়ে দেয়। তাই আমার মনে হয় ও শচীনের রেকর্ড ভেঙে ফেলবে।'

> বেন স্টোকস অধিনায়ক হওয়ায় রুটের সুবিধা হয়েছে। ওর চাপ কমেছে। যখন আমি অবসর নিই জানতাম রুট আমার রেকর্ড ভাঙবে, যদি না অধিনায়কত্বের চাপ ওর রানের খিদে কমিয়ে দেয়। তাই আমার মনে হয় ও শচীনের রেকর্ড ভেঙে ফেলবে।
>
> **অ্যালিস্টার কুক**

ইংল্যান্ডের বর্ষসেরা পামার

লন্ডন, ৯ অক্টোবর : ইংল্যান্ডের জাতীয় দলে তাঁর অভিষেক ২০২৩-এর নভেম্বরে। এরইমধ্যে দেশের বর্ষসেরা ফুটবলার নির্বাচিত হলেন কোলে পামার।

জুডে বেলিংহাম, ফিল ফোডেন, বুকায়া সাকাদের পিছনে ফেলে বর্ষসেরার পুরস্কার জিতে নিলেন ইংল্যান্ডের জার্সিতে ৯টি ম্যাচ খেলা পামার। তার মধ্যে প্রথম একাদশে ছিলেন মাত্র দুটি ম্যাচে। ইংল্যান্ডের জার্সিতে এখনও পর্যন্ত তাঁর গোলসংখ্যা দুই। জাতীয় দলে কম সুযোগ পেলেও ক্লাব ফুটবলে দুর্দান্ত মরশুম কাটিয়েছেন তরুণ এই ব্রিটিশ ফুটবলার। গত মরশুমে চেলসির জার্সিতে ২২টি গোল করেন তিনি। চলতি প্রিমিয়ার লিগেও ৭ ম্যাচে ৬টি গোল করে ফেলেছেন পামার। সেই সুবাদেই জিতে নিলেন ইংল্যান্ডের বর্ষসেরা ফুটবলারের পুরস্কার।

সমর্থকদের ভোটেই সেরা নির্বাচিত হয়েছেন কোলে পামার। দ্বিতীয় স্থানে রয়েছেন জুডে বেলিংহাম ও তৃতীয় স্থানে বুকায়ো সাকা। ২০১০ সালে অ্যাশলে কোলের পর চেলসির প্রথম ফুটবলার হিসাবে এই পুরস্কার জিতলেন কোলে পামার।

বর্ষসেরার পুরস্কার হাতে কোল পামার। বুধবার।

দেড় মাস মাঠের বাইরে অ্যালিসন

লন্ডন, ৯ অক্টোবর : হ্যামস্ট্রিংয়ের চোটে নাজেহাল লিভারপুল গোলকিপার অ্যালিসন বেকার। জানা যাচ্ছে, তিনি প্রায় দেড় মাস মাঠের বাইরে থাকবেন। ফলে লিগে চেলসি ও আর্সেনালের বিরুদ্ধে গুরুত্বপূর্ণ ম্যাচে বেকারকে ছাড়াই মাঠে নামবে লিভারপুল। অল রেডস-এর কোচ আর্নে স্লট বলেছেন, 'বেকারের হ্যামস্ট্রিংয়ে চোট রয়েছে। ফলে ওকে ছাড়াই মাঠে নামতে হবে। ও এই মুহূর্তে দলের তথা সমগ্র বিশ্বের সেরা গোলরক্ষক। ফলে বেকারকে ছাড়া মাঠে নামা কঠিন হবে।'

ছিটকে গেলেন নিকো

মাদ্রিদ, ৯ অক্টোবর : নেশনস লিগের ম্যাচের আগে স্পেন শিবিরে দুঃসংবাদ বয়ে আনলেন নিকো উইলিয়ামস। ১২ অক্টোবর ডেনমার্কের বিরুদ্ধে এবং ১৫ অক্টোবর সার্বিয়ার বিরুদ্ধে উয়েফা নেশনস লিগের ম্যাচ রয়েছে ইউরো চ্যাম্পিয়ন স্পেনের। তবে চোটের কারণে এই দুইটি ম্যাচে খেলতে পারবেন না লুইস ডে লা ফুয়েন্তের দলের অন্যতম সেরা ফুটবলার নিকো উইলিয়ামস। অ্যাটলেটিকো বিলবাওয়ের হয়ে ইউরোপা লিগের ম্যাচে খেলতে নেমে চোট পেয়েছিলেন বছর বাইশের এই স্প্যানিশ ফুটবলার। এরপর লা লিগায় জিরোনার বিরুদ্ধে ম্যাচেও মাঠে নামতে পারেননি নিকো। এবার ছিটকে গেলেন জাতীয় দল থেকেও।

স্প্যানিশ ফুটবল ফেডারেশনের তরফে একটি বিবৃতি দিয়ে জানানো হয়েছে, 'চোটের কারণে শিবির ছাড়তে হয়েছে নিকোকে। উয়েফা নেশনস লিগের তৃতীয় ও চতুর্থ রাউন্ডের ম্যাচে তাঁকে পাওয়া যাবে না। তাঁর ক্লাব অ্যাটলেটিকো বিলবাও ও জাতীয় দলের চিকিৎসকদের পরামর্শেই এই সিদ্ধান্ত।' পাশাপাশি নিকোর পরিবর্ত হিসাবে রিয়াল সোসিয়েদাদের ফুটবলার সের্জিও গোমেজ স্পেনের জাতীয় শিবিরে ডাক পেয়েছেন। প্যারিস অলিম্পিকে স্পেনের সোনাজয়ী ফুটবল দলের সদস্য সের্জিও।

স্পেনের কোচ লুইস ডে লা ফুয়েন্তের চিন্তা বাড়ালেন নিকো উইলিয়ামস।

ফুটবলে ফিরছেন ক্লপ

বার্লিন, ৯ অক্টোবর : প্রাক্তন লিভারপুল কোচ জুরগেন ক্লপ ফুটবলে ফিরছেন ২০২৫ সালের জানুয়ারি থেকে। তবে কোচ হিসেবে নয়। তিনি সামলাবেন রেড বুলের গ্লোবাল সকার হেডের দায়িত্ব। ২০২৪ মরশুম শেষে তিনি লিভারপুলের কোচের পদ থেকে সরে দাঁড়িয়েছিলেন। জানিয়েছিলেন, কিছু সময় বিরতি নিয়ে আবার ফিরে আসবেন। বুধবার ইনস্টাগ্রামে ভিডিও দিয়ে ক্লপ বলেছেন, 'দায়িত্ব বদলেছে, তবে ফুটবলের প্রতি আবেগ একই আছে। আমি মূলত রেড বুলের মালিকানাধীন ক্লাবগুলির কোচ ও ম্যানেজমেন্টের মেন্টর হিসেবে কাজ করব।'

ম্যাচ না খেলেই কার্যত চ্যাম্পিয়ন ইস্টবেঙ্গল

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ৯ অক্টোবর : আইএফএ-র বিরুদ্ধে পক্ষপাতিত্বের অভিযোগ। কলকাতা লিগ থেকে নাম প্রত্যাহার করে নিল ডায়মন্ড হারবার এফসি। কলকাতা লিগে কার্যত খেতাব নিশ্চিত হয়ে গেল ইমামি ইস্টবেঙ্গলের।

মঙ্গলবার আইএফএ-র শৃঙ্খলা রক্ষা কমিটির বৈঠকের পর ইস্টবেঙ্গল ম্যাচে ভূমিপুত্র খেলানোর নিয়ম ভঙ্গের অভিযোগে ওই ম্যাচ থেকে মহমেডান স্পোর্টিং ক্লাবের অর্জিত ১ পয়েন্ট কেটে নেওয়া হয়। উপরি তিন পয়েন্ট দেওয়া হয় ইস্টবেঙ্গলকে। ফলে খেতাবি দৌড়ে থাকা ডায়মন্ড হারবার এফসির সঙ্গে লাল-হলুদের পয়েন্টের ব্যবধান দাঁড়ায় ৪। এরপরই ক্ষোভে ফেটে পড়ে ডায়মন্ড হারবার এফসি ম্যানেজমেন্ট। ক্লাবের সহ সভাপতি আকাশ বন্দ্যোপাধ্যায় বলেছেন, 'আইএফএ যে নোংরামি শুরু করেছে, এভাবে খেলা যায় না। এবারের লিগ থেকে আমরা নাম প্রত্যাহার করে নিচ্ছি।' একইসঙ্গে ভবিষ্যতে কলকাতা লিগ সহ আইএফএ আয়োজিত কোনও টুর্নামেন্টে তারা খেলবে কি না তা ভেবে দেখা হবে বলেও জানানো হয়। একইসঙ্গে ইস্টবেঙ্গলকে আইএফএ-র 'দত্তক পুত্র' বলে ক্ষোভ উগড়ে দেন ডায়মন্ড হারবার ক্লাবের সহ সভাপতি।

আইএফএ-র ওপর ক্ষুব্ধ ডায়মন্ড হারবার

কলকাতার রাজডাঙ্গা নব উদয় সংঘের দুর্গাপুজোয় ইস্টবেঙ্গলের দিমিত্রিয়স দিয়ামান্তাকোস ও মহম্মদ রাকিব।

এদিকে, এই মুহূর্তে কলকাতা লিগের পয়েন্ট টেবিলের যা অবস্থা তাতে, একমাত্র ডায়মন্ড হারবারের পক্ষেই ইস্টবেঙ্গলকে টপকে যাওয়া সম্ভব ছিল। কিন্তু কিবু ভিকুনার দল নাম প্রত্যাহার করে নেওয়ার ফলে ম্যাচ না খেলেই খেতাব একপ্রকার নিশ্চিত করে ফেলল বিনো জর্জের ইস্টবেঙ্গল।

এদিকে, হেড কোচ হিসাবে অস্কার ব্রুজোঁকে নেওয়ার পর নতুন ফিটনেস কোচও চূড়ান্ত করে ফেলল লাল-হলুদ ম্যানেজমেন্ট। অনেক আগে প্রাক-মরশুম শিবির শুরু করলেও ইস্টবেঙ্গল ফুটবলারদের ফিটনেস নিয়ে বারবার প্রশ্ন উঠেছে। তার জেরেই ফিটনেস কোচ বদল হল। ব্রুজোঁর সঙ্গে বসুন্ধরা কিংসে কাজ করা জাভিয়ের স্যাঞ্চেজকে নতুন ফিটনেস কোচ হিসাবে নিযুক্ত করল ইস্টবেঙ্গল।

ফিরছেন মেসি

মাতুরিন (ভেনিজুয়েলা), ৯ অক্টোবর : জাতীয় দলের জার্সিতে ফিরছেন লিওনেল মেসি। চোটের জন্য গত মাসে বিশ্বকাপ যোগ্যতা অর্জন পর্বের দুইটি ম্যাচে মাঠে নামতে পারেননি এলএম টেন। তারপর চোট সারিয়ে ফিরেছেন ইন্টার মায়ামির জার্সিতে। সবকিছু ঠিকঠাক থাকলে ভারতীয় সময় আজ গভীর রাতে ভেনেজুয়েলার বিরুদ্ধে আর্জেন্টিনার জার্সিতে প্রত্যাবর্তন করতে চলেছেন লিও। ১৬ অক্টোবর ভোরে বলিভিয়ার বিরুদ্ধেও মাঠে নামবেন আর্জেন্টাইন মহাতারকা। দলের সঙ্গে চুটিয়ে অনুশীলনও করছেন তিনি। কোপা আমেরিকা ফাইনালের পর এই প্রথমবার জাতীয় দলে ফিরছেন লিও মেসি। তবে এই স্বস্তির মাঝেও আর্জেন্টিনার জন্য দুশ্চিন্তার কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছে একের পর এক ফুটবলারের চোট। নিকো গঞ্জালেজ, পাওলো দিবালা, মাকোর্স আকুনার পর স্কোয়াড থেকে ছিটকে গিয়েছেন আলেহান্দ্রো গারনাচোও।